সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৭ বর্ষ | সংখ্যা: ৩৫-৩৬
২২ জুন ২০২৬, সোমবার

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক
রেজি - ডি.এ. ৬০

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

مجلة عرفات الأسبوعية
تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش
٩٨، نواب فور، داكا-١١٠٠
الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)
الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة
الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)
الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:
الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)
رئيس التحرير:الأستاذ/محمد أسد الإسلام

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জামানত বাবদ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রিম ১০০/- (একশত) টাকা পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৪ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে প্রতি ২৫ কপির জন্য ১ কপি, ৫০ কপির জন্য ২ কপি এবং ৭৫ কপির জন্য ৩ কপি করে সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ / বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নম্বরে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ৪০০৯১১১০০০১২২১৪

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিকাশ নম্বর ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

বাংলাদেশ
বার্ষিক : ৭০০ টাকা
ষান্মাসিক : ৩৫০ টাকা

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
আন্তর্জাতিক
মহাসম্মেলন -২০২৬

০৫ ও ০৬ নভেম্বর
বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার

জমঈয়ত ক্যাম্পাস, কাইচাবাড়ি রোড
বাইপাইল (ইপিজেড সংলগ্ন), আশুলিয়া, ঢাকা

সভাপতিত্ব করবেন অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা মাশায়েখ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, বরেণ্য উলামায়ে কিরাম ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃবৃন্দ

দেখতে চোখ রাখুন-
Bangladesh Jamiyat Ahl-Al-Hadith

The weekly Arafat
সাপ্তাহিক
আরাফাত
عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক
ধর্ম-দর্শন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫৭
রেজি. ডি.এ. ৬০
বর্ষ ৬৭
সোমবার

৩৫-৩৬ সংখ্যা
২২ জুন-২০২৬ ঈসায়ী
০৮ আষাঢ়-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
০৬ মুহার্‌রম-১৪৪৮ হিজরি

প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সূচিপত্র

✍ মণির খনি: মুহার্‌রম ও আশুরা প্রসঙ্গ ০২
✍ সম্পাদকীয়– অর্থনৈতিক অগ্রগতির চাবিকাঠি: স্বাধীন উদ্যোগ ও সুশাসন ০৩
◈ দারসুল কুরআন– চার নারীর উপাখ্যান: এক ঐশী উপমা
✍ আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
◈ দারসুল হাদীস: সৎকাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ
✍ গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৮
◈ প্রধান রচনা– জান্নাতের সর্বোচ্চ সঙ্গ: নবী ও শহীদদের সান্নিধ্য লাভের উপায়
✍ ড. এস এম আব্দুর রউফ- ১২
◈ ইসলামী প্রবন্ধ: যে রশি কখনো ছিঁড়বার নয়
✍ ওবায়দুল্লাহ বিন মুসা- ১৭
'আশুরায়ে মুহার্‌রম, কারবালা ও মুসলিম বিভক্তির সূচনা
✍ সংকলনে– মুহাম্মাদ আইয়ূব বিন ইদু মিয়া- ২০
◈ সাময়িক প্রসঙ্গ: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তসংকট ও সভ্যতার আহাজারি
✍ আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ২৪
◈ অভিমত: জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হলে আমাদের করণীয় ও বর্জনীয়
✍ সংকলনে– মোহাম্মদ ওমর ফারুক রানা- ২৫
◈ ইতিহাস-ঐতিহ্য: যাদের মাধ্যমে হয়েছিল ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা!
✍ নাঈম ইবনে উবায়দুল্লাহ- ২৭
◈ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান: জবাব ✍ সুপ্ত রায়হান সজিব- ২৮
✍ কবিতা ৩০
✍ জমঈয়ত সংবাদ ৩১
✍ স্বাস্থ্য সচেতনতা ৩৪
✍ ফাতাওয়া ও মাসায়িল ৩৫
✍ প্রচ্ছদ রচনা– মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সমুদ্র অতিক্রম ও ফিরআউনের সলিলসমাধি: একটি বিশ্লেষণ
✍ আবু ফাইয়ায জি. রহমান- ৪৮

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া নূরী
অধ্যাপক আহমদ আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

সহকারী সম্পাদক
শাইখ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী
হাফেয ড. সোহেল আহমাদ মাদানী

সার্কুলেশন ম্যানেজার : ডা. সুলতান আহমদ

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
ড. ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী
মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক

ব্যবস্থাপক : রবিউল ইসলাম
বিপণন কর্মকর্তা : মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মো: আনোয়ার হোসাইন ও নূর ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ: জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
নির্বাহী সম্পাদক: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭, বিপণন কর্মকর্তা: ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, কম্পিউটার বিভাগ: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭,
টেলিফোন: +৮৮ ০২ ২২৪৪৫৮৫৫১, **weeklyarafat@gmail.com, www.weeklyarafat.com, www.jamiyat.org.bd.com, Page: f/shaptahikArafat,f/groups/weeklyarafat**

মণির খনি: মুহার্‌রম ও আশুরা প্রসঙ্গ / منجم جواهر

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী

۞ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.

"নিশ্চয় সময় তার মূল অবস্থায় ফিরে এসেছে, যেদিন আল্লাহ আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। বছর বারো মাসের। এর মধ্যে চারটি হারাম (সম্মানিত) মাস। তিনটি ধারাবাহিক: যুলক্বাদাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহার্‌রম। আর (চতুর্থটি) মুদার গোত্রের রজব, যা জুমাদা ও শাবানের মাঝখানে।" *(বুখারী- হা. ৪৬৬২; মুসলিম- হা. ১৬৭৯)*

۞ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

"রমাযানের পর সর্বোত্তম সওম হলো আল্লাহর মাস মুহার্‌রমের সওম। আর ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সলাত হলো রাতের সলাত (তাহাজ্জুদ)।" *(মুসলিম- ১১৬৩)*

۞ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ.

"আশুরার দিনের সিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশা করি যে, তিনি এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছরের (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেবেন।" *(মুসলিম- ১১৬২)*

۞ قَدِمَ النَّبِيُّ (ﷺ) الْمَدِيْنَةَ، فَرَأَى الْيَهُوْدَ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوْا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوْسَى. فَقَالَ (ﷺ): فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوْسَى مِنْكُمْ. فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

"নবী (ﷺ) মদীনায় আগমন করে দেখলেন, ইহুদিরা আশুরার দিন সিয়াম রাখছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটি কী?' তারা বলল, 'এটি একটি উত্তম দিন। এ দিনে আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তাই মূসা (আলাইহিস সালাম) এ দিন সিয়াম রেখেছিলেন।' তখন নবী (ﷺ) বললেন, 'মূসার ব্যাপারে আমরাই তোমাদের চেয়ে বেশি হকদার।' অতঃপর তিনি নিজে সিয়াম রাখলেন এবং সিয়াম রাখার নির্দেশ দিলেন। *(বুখারী- ২০০৪; মুসলিম- ১১৩০)*

۞ لَئِنْ بَقِيْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُوْمَنَّ التَّاسِعَ.

"আমি যদি আগামী বছর পর্যন্ত জীবিত থাকি, তাহলে অবশ্যই নবম (মুহার্‌রম) তারিখেও সিয়াম রাখব।" *(মুসলিম- ১১৩৪)*

অনন্তর মহান আল্লাহর বাণী

۞ ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ﴾

"নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে মাস গণনায় বারটি। এর মধ্যে বিশেষ রূপে চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত। এটাই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। অতএব তোমরা এ মাসগুলোতে (ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে) নিজেদের ক্ষতি সাধন করো না, আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ করো, যেমন- তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ করে। আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।" *(সূরা আত্-তাওবাহ: ৩৬)*

۞ ﴿هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا وَّ قَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ﴾

"আল্লাহ এমন, যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান এবং চাঁদকে আলোকময় বানিয়েছেন এবং ওর (গতির) জন্য মানযিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন যাতে তোমরা বছরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার; আল্লাহ এসব বস্তু অযথা সৃষ্টি করেননি, তিনি এই প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন ঐসব লোকের জন্য যারা জ্ঞানবান।" *(সূরা ইউনুস: ৫)*

۞ ﴿يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ ؕ وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَ اْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪ وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

"তারা তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বলো: এগুলো হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির জন্য সময়সমূহ (মাসসমূহ) নির্ধারণ (গণনা বা হিসাব) করার মাধ্যম এবং হাজ্জের জন্য; আর (ঐ হাজ্জের চাঁদে) তোমরা যে পশ্চাৎ দিক দিয়ে গৃহে প্রবেশ করো এটি পুণ্যের কাজ নয়; বরং পুণ্যের কাজ হলো যে ব্যক্তি সংযমশীলতা অবলম্বন করল এবং তোমরা গৃহসমূহে ওগুলোর দরজা দিয়ে প্রবেশ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সুফলপ্রাপ্ত হও।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৮৯)*

افتتاحية / সম্পাদকীয়

অর্থনৈতিক অগ্রগতির চাবিকাঠি: স্বাধীন উদ্যোগ ও সুশাসন

একটি দেশ কত দ্রুত উন্নত হবে, তা শুধু সরকারের ব্যয় বা অবকাঠামো নির্মাণের ওপর নির্ভর করে না; বরং অনেক বেশি নির্ভর করে সেই দেশের উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী এবং উদ্ভাবকদের ওপর। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বিশ্বের যেসব দেশ অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়েছে, তারা ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগকে প্রতিপক্ষ নয়, উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে দেখেছে।

উন্নত দেশগুলোর সরকার ব্যবসা পরিচালনা করে না; বরং ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ ঋণ, কর-সুবিধা, প্রযুক্তিগত সহায়তা, বিনিয়োগ সুরক্ষা, প্রশাসনিক সেবা এবং নীতির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা হয়। অনেক দেশে নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য কর অবকাশ দেওয়া হয়, গবেষণা ও উদ্ভাবনে প্রণোদনা দেওয়া হয়, এমনকি রপ্তানিমুখী শিল্পকে বিশেষ সুবিধাও দেওয়া হয়। কারণ তারা জানে, একজন সফল উদ্যোক্তা শুধু নিজের সম্পদ বাড়ান না; তিনি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন, রাজস্ব বাড়ান এবং দেশের পুরো অর্থনীতিকে গতিশীল করেন।

বাংলাদেশও বেসরকারি উদ্যোগের শক্তির ওপর ভর করে এগিয়েছে- একথা বলাবাহুল্য। কৃষি, পোশাকশিল্প, ওষুধশিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা এবং বিভিন্ন সেবাখাতের বিস্তারের পেছনে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের অবদান অনস্বীকার্য। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরবর্তী ধাপে যেতে হলে উদ্যোক্তাদের প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি আরও ইতিবাচক ও আস্থাভিত্তিক হতে হবে।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে সৃষ্টি হওয়া বিতর্ক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়ে সমাজে নানা ধরনের আলোচনা দেখা যাচ্ছে। কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তদন্ত ও জবাবদিহি অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সেই প্রক্রিয়া যদি স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা এবং আইনি কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে, তাহলে এর নেতিবাচক প্রভাব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গণ্ডি পেরিয়ে পুরো বিনিয়োগ পরিবেশে পড়তে পারে।

ব্যবসা ও বিনিয়োগের জগতে আস্থা সবচেয়ে বড় সম্পদ। একজন দেশীয় বা বিদেশি বিনিয়োগকারী যখন দেখেন যে নীতিমালা স্বচ্ছ ও স্পষ্ট, আইন সবার জন্য সমান এবং কোনো সিদ্ধান্ত যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া নেওয়া হয় না, তখন তিনি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে আগ্রহী হন। বিপরীতভাবে অনিশ্চয়তা, নীতিগত অস্পষ্টতা বা অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের ধারণা তৈরি হলে বিনিয়োগের গতি কমে যায়, নতুন কর্মসংস্থান বাধাগ্রস্ত হয় এবং অর্থনীতির স্বাভাবিক প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু সেই দায়িত্বের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা, প্রতিযোগিতার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা এবং জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা। একটি প্রতিষ্ঠান নিয়ম মেনে পরিচালিত হচ্ছে কি না, নির্ধারিত কর ও ভ্যাট পরিশোধ করছে কি না, শ্রমিকের অধিকার রক্ষা করছে কি না এবং আর্থিক ও প্রশাসনিক বিধি অনুসরণ করছে কি না- এসব তদারকি করা সরকারের বৈধ ও প্রয়োজনীয় কাজ। কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যক্রমে অপ্রয়োজনীয় প্রভাব বিস্তার বা অনিশ্চয়তার পরিবেশ সৃষ্টি করা দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতির জন্য শুভ নয়। বাংলাদেশের জন্য এখন সবচেয়ে জরুরি কয়েকটি বিষয় স্পষ্টভাবে সামনে আনা।

***প্রথমত,** বিনিয়োগ ও ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে হবে। সরকার পরিবর্তন, প্রশাসনিক পরিবর্তন বা পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক নীতির মৌলিক কাঠামো বদলে গেলে আস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।*

***দ্বিতীয়ত,** অভিযোগ বা অনিয়মের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়াকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। কোনো পদক্ষেপ যেন তথ্য-প্রমাণ ও আইনগত ভিত্তির বাইরে গেছে- এমন ধারণা সৃষ্টি না হয়।*

***তৃতীয়ত,** উদ্যোক্তাদের জন্য উৎসাহ ও প্রণোদনা বাড়াতে হবে। নতুন শিল্প, প্রযুক্তি, রপ্তানি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী খাতে কর-সুবিধা, সহজ অর্থায়ন ও প্রশাসনিক সহায়তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।*

***চতুর্থত,** নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সক্ষমতা ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানই সুশাসনের ভিত্তি; ব্যক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত নয়।*

***পঞ্চমত,** সরকার ও বেসরকারি খাতের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। সন্দেহ ও দূরত্ব নয়, সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বই অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূল ভিত্তি।*

বাংলাদেশের সামনে এখন মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নত অর্থনীতির পথে এগিয়ে যাওয়ার চ্যালেঞ্জ। এই যাত্রায় সরকারের সবচেয়ে বড় ভূমিকা হবে উন্নয়নের পরিবেশ তৈরি করা, আর উদ্যোক্তাদের সবচেয়ে বড় ভূমিকা হবে সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও উদ্ভাবন বৃদ্ধি করা। রাষ্ট্র ও বেসরকারি খাত যখন পারস্পরিক আস্থা, জবাবদিহি ও আইনের শাসনের ভিত্তিতে এগোবে, তখনই একটি শক্তিশালী, প্রতিযোগিতামূলক ও টেকসই অর্থনীতির ভিত সুদৃঢ় হবে।

درس القرآن / দারসুল কুরআন:

চার নারীর উপাখ্যান: এক ঐশী উপমা

আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ○ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ﴾

সরল বাংলায় আনুবাদ

"যারা কুফ্‌রী করে তাদের জন্য আল্লাহ নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রী ও লূত্ব (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রীর উপমা পেশ করেন; তারা দু'জনেই ছিল দু'জন নেককার বান্দার অধীনে। কিন্তু তারা উভয়ে তাদের দু'জনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে এই দু'জন (নবীর) সান্নিধ্যও আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষায় তাদের কোনো কাজে আসেনি। তাদেরকে বলা হলো : জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরা দু'জনও তাতে প্রবেশ করো। ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ ফিরআউনের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করেন, যখন সে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! জান্নাতে আপনার কাছে আমার জন্য একটি ঘর বানিয়ে দিন এবং আমাকে রক্ষা করুন ফিরআউন ও তার (অন্যায়) কর্ম হতে এবং আমাকে রক্ষা করুন অত্যাচারী সম্প্রদায় হতে। (আল্লাহ আরো উদাহরণ পেশ করেন) 'ইমরান-কন্যা মারইয়ামের, যে তাঁর সতিত্ব রক্ষা করেছিল, ফলে আমি তার মধ্যে আমার রূহ্ হতে ফুঁকে দিয়েছিলাম। আর সে তাঁর প্রতিপালকের বাণীসমূহ ও তাঁর কিতাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং সে ছিল অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।"[১]

* *এম.ফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।*

বিষয়বস্তু ও অবতরণের প্রেক্ষাপট

পূর্বে একটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ঈমানদারদেরকে ডেকে বলেছেন–

﴿قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا﴾

অর্থ- "তোমরা নিজেরা বাঁচো এবং তোমাদের পরিবারকে বাঁচাও জাহান্নামের আগুন থেকে।"[২]

দুনিয়াতেই প্রত্যেককে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে পারস্পারিক সহযোগীতা দুনিয়ায় সম্ভব। কিন্তু পরকালে প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে ব্যাস্ত থাকবে। সেদিন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না। কোনো সম্পর্কের দোহাই দিয়ে কেউ নাজাত পেতে পারবে না। সেদিন প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকবে। সেদিন কোনো ওজর আপত্তিও চলবে না। এই বিষয়গুলোই বিবৃত হয়েছে দরসে উল্লেখিত আয়াতত্রয়ের উপমাগুলোতে। প্রথমে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কাফিরদের জন্য উপমা পেশ করেছেন। নবী নূহ্ ও লূত্ব (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রীদের। যারা নবীদের সাথে দাম্পত্য জীবনে থাকার পরেও মহান আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে মুক্তি পায়নি। সম্পর্ক তাদের কোনো কাজে আসেনি। পরবর্তী দু'টি আয়াতে ফিরআউন পত্নী আসিয়া বিনতু মুযাহিম ও 'ইমরান-কন্যা মারইয়াম-এর উপমা দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইংগিত দিয়েছেন শতপ্রতিকূল অবস্থায়ও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা সম্ভব, সুতরাং কারো কোনো ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। এই সূরাটি সপ্তম অথবা অষ্টম হিজরিতে অবতীর্ণ হয়। এই সূরাটিতে উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণকে সতর্ক করা হয়েছে তারা যেন কোনো বিষয়ে রাসূল (ﷺ)-কে কষ্ট না দেন। যদি এরকম হয় তবে তারাও আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কাছে শাস্তি পাবে। তখন তাদেরকে বাঁচাবার মতো কেউ থাকবে না। এটাই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার চিরন্তন বিধান।

[১] *সূরা আত্ তাহ্‌রীম : ১০-১২।*
[২] *সূরা আত্ তাহ্‌রীম : ৬।*

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

﴿ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ﴾

অর্থাৎ- "যারা কুফ্‌রী করে তাদের জন্য আল্লাহ নূহের স্ত্রীর ও লূত্বের স্ত্রীর উপমা পেশ করেন।"

এখানে সাদৃশ্য বুঝানোর জন্য উপমা পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ- যাদের জন্য উপমা পেশ করা হচ্ছে তারা যদি এ থেকে শিক্ষা না নেয় তাহলে তাদের অবস্থা যাদের উপমা পেশ করা হয়েছে ঠিক তাদের মতোই হবে। এখানে কাফিরদের জন্য প্রথম উপমা পেশ করা হয়েছে নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রীর। কুরআনের কোথাও তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। একটি বর্ণনায় তার নাম 'ওয়াহিলা' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] কোনো কোনো মুফাস্‌সীর আবার তার নাম 'ওয়াগেলা' বলে উল্লেখ করেছেন।[৪] সে তার স্বামী নবী নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর নির্দেশ অনুসারে ঈমানের পথে চলেনি। সে সদা মুনাফেক্বী ও কপটতায় লিপ্ত ছিল এবং কাফির সম্প্রদায়ের প্রতি সে সমবেদনা প্রকাশ করত এবং তার স্বামীর ব্যাপারে লোকদের বলে বেড়াত যে, সে একজন পাগল। কেউ কেউ বলেন, সে তার জাতির লোকদের কাছে নিজ স্বামীর চোগলখুরী করে বেড়াত। তারপর দ্বিতীয় উপমা পেশ করা হয়েছে লূত্ব (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রীর। তার নামও কুরআনের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তাফসীরে জালালাইনে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তার নাম 'ওয়াইলা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কোনো মুফাস্‌সীর আবার তার নাম 'ওয়ালেহা' বলে উল্লেখ করেছেন।[৫] সেও ঈমান আনেনি মহান রবের উপর। স্বামীর অগোচরে সে তার জাতিকে সাহায্য-সহযোগিতা করত। তার জাতি ছিল অশ্লীলতায় নিমগ্ন। পৃথিবীতে কুরুচিপূর্ণ সমকামিতার উদ্ভব এ জাতিই প্রথম ঘটিয়েছে। এ জাতীর কেউ ঈমান আনলে লূত্ব (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রী তাদের কাছে সে সংবাদ ছড়িয়ে দিত। তারা নবদীক্ষিত ঈমানদারদেরকে নিজ নিজ ধর্মে ফিরিয়ে আনতে তাদের উপর চালাত অমানবিক নির্যাতন। এহেন গর্হিত অপরাধের কারণে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কাফিরদের জন্য তাদের উপমা পেশ করে মুসলিম জাতির কাছে তাদের মুখোশ উন্মোচন করে জাতিকে সতর্ক করলেন।

[৩] *তাফসীরে জালালাইন, সূরা আত্ তাহ্‌রীম : ১০।*
[৪] *তাফসীরে কুরতুবী।*
[৫] *তাফসীরে কুরতুবী।*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন–

﴿كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ﴾

আলোচ্য আয়াতে ঐ দু'জন নারী যাদের অধীনে ছিল [অর্থাৎ- নূহ্ ও লূত্ব (আলাইহিস সালাম)]। তাদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তারা উভয়েই ছিলেন মহান আল্লাহর পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ। তাই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ﴿عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ﴾ বলে তার অতি নিকটতম বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে শামিল করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

﴿فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا﴾

অর্থাৎ- "কিন্তু তারা উভয়ে তাদের দু'জনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।" ফলে এই দু'জন (নবীর) সান্নিধ্যও মহান আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষায় তাদের কোনো কাজে আসেনি। এখানে তাদের খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা বলতে দাম্পত্যজিবনের খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা উদ্দেশ্য নয়। কেননা কোনো পয়গম্বরের স্ত্রীই ব্যভিচারিণী ছিলেন না।[৬] এখানে খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা বলতে উদ্দেশ্য হলো– ঈমানের পথে তারা তাদের স্বামীর সাথে চলেনি। উল্টো তারা স্বজাতির সাথে মিলেমিশে মুনাফিক্বী ও কপটতায় লিপ্ত ছিল। আর এ কারণেই মহান আল্লাহর পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ স্বামীর দীর্ঘজীবনের সান্নিধ্যও তাদের কোনো কাজে আসেনি।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন–

﴿ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরা দু'জনও তাতে প্রবেশ করো।"

এ কথা কখন বলা হবে তা নিয়ে ইখতিলাফ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, মৃত্যুর সময়েই তাদেরকে এ কথা বলা হয়েছিল। আবার কেউ কেউ মনে করেন না; বরং এ কথা তাদেরকে কিয়ামতের দিন বলা হবে। কেননা মৃত্যুর সময়ে এ নির্দেশ দেওয়া হলে পরকালে বিচারের মুখোমুখি হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে উভয় মতের মাঝে কোনো ভিন্নতা নেই। মৃত্যুর সময় এ কথা বলার উদ্দেশ্য দুঃসংবাদ ও ভীতিপ্রদর্শন আর পরকালে তো বলা হবে চূড়ান্ত ফয়সালা হিসেবে।

[৬] *ফাতহুল ক্বাদীর।*

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

﴿وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ﴾

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ঈমানদারদের জন্য প্রথম উপমা হিসেবে ফিরআউনের স্ত্রীর বর্ণনা পেশ করেন। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ফিরআউন হলো পৃথিবীর সর্ব নিকৃষ্ট মানুষ। সে ছিল ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতায় কুখ্যাত। সে নিজেকে সর্বশক্তিমান প্রভু বলে দাবি করে বলেছিল–

﴿اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى﴾

অর্থ : "আমি তোমাদের সর্বশক্তিমান প্রভু।"[৭]

সে হত্যা করেছিল বানী ইস্‌রা-ঈলের অসংখ্য নবজাতক পুত্র-সন্তানকে।[৮] তার নির্যাতন-নিপীড়ন, যুল্‌ম-অত্যাচার ও হত্যাকে পরোয়া না করে তারই পত্নী আসিয়া বিনতু মুযাহিম এক মহান আল্লাহর উপর ঈমান আনলেন। নবী মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নবুওয়াতকে স্বীকৃতি দিলেন। ফিরআউনের কাছে যখন আসিয়ার ঈমান প্রকাশ পায় তখন ফিরআউন ক্রুদ্ধ হয়ে আসিয়াকে ভীষণ শাস্তি দিতে চাইল। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে– ফিরআউন তার চার হাত-পায়ে পেরেক মেরে বুকের উপর ভারী পাথর রেখে দিত, যাতে নড়াচড়া পর্যন্ত করতে না পারে।[৯] এমন ভয়ানক শাস্তিও আসিয়াকে ঈমান থেকে একচুল নড়াতে পারেনি। আসিয়া ছিল ঈমানের উপর সুদৃঢ়। তাই ঈমানদারদের জন্য (শতপ্রতিকূল পরিস্থিতিতেও যে, ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকা যায়) আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তার দৃষ্টান্ত পেশ করেন।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন–

﴿اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ﴾

এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো– ফিরআউনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আসিয়া বিনতু মুযাহিম যে ফরিয়াদ করেছিলন তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এখানে। সে বলেছিল–

﴿رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾

অর্থাৎ- "হে প্রভু! জান্নাতে তোমার কাছে আমার জন্য একটি ঘর বানিয়ে দাও।"

এই বাক্যে আসিয়ার আল্লাহ প্রেমের নিদর্শন রয়েছে। সে মহান আল্লাহকে এতটা ভালোবাসত যে, সদাসর্বদা মহান আল্লাহর সান্নিধ্য কামনা করত। তাইতো জান্নাতেও সে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য কামনা করে তার পাশে থাকতে চেয়েছে। আর সে মুক্তি পেতে চেয়েছে ফিরআউন ও তার কৃতকর্ম থেকে এবং অত্যাচারী সম্প্রদায় থেকে। যেমন- সে বলেছে–

﴿وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "এবং আমাকে রক্ষা করুন ফিরআউন ও তার (অন্যায়) কর্ম হতে এবং আমাকে রক্ষা করুন অত্যাচারী সম্প্রদায় হতে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আসিয়ার এ দু'আ ক্ববুল করেছেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে– ফিরআউন উপর থেকে আসিয়ার মাথার উপর একটি ভারী পাথর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যার মনস্ত করলে আসিয়া এই দু'আ করেন। আল্লাহ তা'আলা তার এ দু'আ ক্ববুল করে জান্নাতে নিজের সান্নিধ্যে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করেন এবং ঐ মুহূর্তে সেই ঘর তিনি আসিয়াকে দেখিয়ে দেন।[১০] আসিয়া জান্নাতে নিজ বাসস্থান দেখে জীবনের শেষ হাসি হেসে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তার মৃত্যুর পর মৃতদেহের উপর সে পাথর খন্ডটি পতিত হয়েছিল। যা তাকে কষ্ট দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ঈমানদারদের জন্য দ্বিতীয় উপমাটি পেশ করেছেন। আর তা হচ্ছে– 'ইমরান-কন্যা মারইয়াম-এর'। মারইয়াম নিজেই ছিল মহান আল্লাহর পথে উৎসর্গকৃত। মারইয়ামের মা হান্না বিনতু ফাখুয গর্ভবতী হওয়ার পর মান্নত করেছিল এই বলে–

﴿رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ﴾

অর্থাৎ- "প্রতিপালক নিশ্চয় আমি আপনার জন্য আমার গর্ভে যা আছে তা উৎসর্গ করার নাযর/মান্নত করলাম।"[১১]

---

[৭] *সূরা আন্ নাযি'আত : ২৪।*
[৮] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৪৯।*
[৯] *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন।*
[১০] *তাফসীরে মাযহারী।*
[১১] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৩৫।*

অতএব আমার পক্ষ থেকে আপনি তা ক্ববুল করেন। তারপর যখন মারইয়ামের জন্ম হলো তখন সে বলল–

﴿رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى﴾

অর্থাৎ- "প্রতিপালক নিশ্চয় আমি কন্যাসন্তান প্রসব করেছি।"[১২]

আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই জানেন সে যে কন্যাসন্তান প্রসব করেছে। এই কন্যার জন্য মহান আল্লাহর কাছে 'ইমরান পত্নী প্রার্থনা করেছেন এই বলে–

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

অর্থাৎ- "কন্যা পুত্রের সমকক্ষ নয়। আর আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম আর আমি তাকে এবং তার পরিবারকে বিতাড়িত শয়তান হতে আপনার আশ্রয়ে সমর্পণ করলাম।"[১৩]

আল্লাহ তা'আলা এই দু'আও ক্ববুল করেছেন। মারইয়ামকে ও তার বংশধরদেরকে পূতঃপবিত্র রেখেছেন। অথচ গযবপ্রাপ্ত ইয়াহূদী জাতি মারইয়ামের উপর ব্যভিচারের মতো একটি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। এর জবাবে এ আয়াতে কারীমাতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নিজেই স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, পূর্ণমাত্রায় সে তার সতিত্বের সংরক্ষণ করেছে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন–

﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾

এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো– জিবরাঈল ফেরেশ্তার মাধ্যমে তার থেকে রুহ ফুঁকে দেন। অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾

অর্থাৎ- "অতঃপর আমি তার নিকট আমার রূহকে পাঠালাম।" এখানে رُوحَ শব্দ দিয়ে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বুঝানো হয়েছে। সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে[১৪] এবং তিনি তাকে غُلَامًا زَكِيًّا পবিত্র পুত্রের সুসংবাদ দেন। বর্ণিত আছে যে, জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সে 'রুহ' মারইয়ামের জামার ফাঁকে ফুঁকে দেন। মহান আল্লাহর হুকুমে তাতেই তিনি গর্ভবতী হন। আর এ থেকেই 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) জন্মগ্রহণ করেন। আয়াতের শেষাংশে মারইয়ামের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ﴾

অর্থাৎ- আর সে তার প্রতিপালকের বাণীসমূহ ও তার কিতাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ইয়াহূদীরা তাকে তিরস্কার করলেও সে বিশ্বাস করে সত্যায়ণ করেছে মহান আল্লাহর বাণী ও কিতাবকে। তার আরো একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾

অর্থাৎ- "সে ছিল অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।"

আয়াতত্রয়ের শিক্ষাসমূহ

১. আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা প্রত্যেককেই তার নিজের কৃতকর্মের জন্য পুরষ্কৃত করেন কিংবা শস্তি দিয়ে থাকেন। একজনের অপরাধের জন্য অন্যজনকে তিনি শাস্তি দেন না। এটাই তো তার ন্যায়বিচার।
২. পুণ্যবানদের দোহাই দিয়েও কেউ নাজাত পাবে না। আবার প্রত্যেককে তার অপরাধের শাস্তি ভোগ করতেই হবে।
৩. সেদিন কারো কোনো ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।
৪. স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী ও সতিত্ব সংরক্ষণে ব্যর্থ নারী, সন্তান ও সম্পদের খিয়ানতকারিণী, অনুরূপ অশ্লীলতা-চোগলখুরী এবং এ সকল অপকর্মে সাহায্যকারী ও সাহায্যকারিণীগণও জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে।
৫. যে কোনো পরিস্থিতিতে ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকতে পারলেই মহান স্রষ্টার নৈকট্য লাভে ধন্য হওয়া সম্ভব।
৬. কখনো যুল্মের শিকার হলে কাতর কণ্ঠে দয়াময়ের কাছে প্রার্থনা করতে হবে।
৭. মাযলুমের ফরিয়াদ মহান আল্লাহর কাছে দ্রুতই গৃহীত হয়।

[১২] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৩৬।*
[১৩] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৩৫ ও ৩৬।*
[১৪] *সূরা মারইয়াম : ১৭।*

درس الحديث / দারসুল হাদীসঃ

সৎকাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ

গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ "وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ".

সরল বাংলা অনুবাদ

হুযাইফাহ্ ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, নবী (ﷺ) বলেছেন, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই তোমরা সৎকাজের জন্য আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করবে। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তোমাদের ওপর তার শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। তোমরা তখন তার নিকট দু'আ করলেও তিনি তোমাদের সেই দু'আ গ্রহণ করবেন না।[১৫]

বর্ণনাকারীর পরিচয়

তাঁর আসল নাম হুযাইফাহ্, ডাক নাম আবূ 'আব্দিল্লাহ। খায়রুদ্দীন যিরিকলী,[১৬] লকব বা উপাধি হচ্ছে 'সাহিবুস সির্র'।[১৭] তার পিতার নাম হুসাইল মতান্তরে হিসল ইবনু জাবির। পিতার উপাধি হচ্ছে আল-ইয়ামান। তাঁর পূর্ণ বংশ পরিচয় হচ্ছে– হুযাইফাহ্ ইবনু হিসল বা হুসাইল ইবনু জাবির ইবনে 'আম্র ইবনু রবী'আহ্ ইবনে জারওয়াহ ইবনিল হারেস ইবনু মাযেন ইবনে ক্বাতীআহ্ ইবনু আবস ইবনে বাগীয ইবনু রীস ইবনে গাতফান ইবনু সা'দ ইবনে ক্বায়েস আইলান ইবনু মুযার ইবনে নাযর ইবনু মাআদ ইবনে আদনান আল-আবসী।[১৮]

তিনি গাতফান গোত্রের আবস শাখার সন্তান। এজন্য তাঁকে আল-আবসীও বলা হয়। তাঁর মাতার নাম রিবাব বিনতু ক্বা'ব ইবনু আদী ইবনে আব্দিল আশহাল। তিনি মদীনার আনসার গোত্র আউসের আব্দুল আশহাল শাখার কন্যা।[১৯]

হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র পিতা আল-ইয়ামান মক্কায় ইসলামের প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বানু আবস গোত্রের দশম ব্যক্তি। সে হিসাবে তিনিও পিতার সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেন।[২০]

রাসূল (ﷺ) মক্কা থেকে মদীনায় আসার পর মুওয়াখাত বা দ্বীনী ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার রীতি চালু করেন। রাসূল (ﷺ) হুযাইফাহ্ ও আম্মার ইবনু ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দেন।[২১]

তিনি বদর, ওহোদ, আহযাব বা খন্দক ও তাবূকসহ প্রায় সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন।

হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উত্তম চরিত্রের মূর্তপ্রতিক ছিলেন। রাসূল (ﷺ)-এর নিকট থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায় তার মধ্যেও রাসূল (ﷺ)-এর অনুপম গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটেছিল। আদব-কায়দা ও আচার-ব্যবহারে তিনি অনন্য ছিলেন।[২২]

হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ২২৫টি হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, যৌথভাবে সহীহুল বুখারী-সহীহ মুসলিম ১২টি এবং এককভাবে সহীহুল বুখারী ৮টি ও সহীহ মুসলিম ১৭টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৩৬ হিজরি সনে (৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে) 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র শাহাদাতের ৪০ দিন পরে মাদাইন শহরে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা

কল্যাণকামী সমাজ ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ জরুরি বিষয়। অন্যায় কাজে নিষেধকে আরবীতে বলা হয় 'নাহি আনিল মুনকার' আর সৎকাজের আদেশকে বলা হয় 'আম্র বিল মারুফ'। আল্লাহ তা'আলা যেসব কারণে মুসলিম উম্মাহকে শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণকামী জাতি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন, তন্মধ্যে এই দু'টি 'আমল অন্যতম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

---

★ *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।*

[১৫] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২১৬৯; সহীহাহ্- হা. ২৮৬৮।*

[১৬] *আল-আ'লাম- ২/১৭১।*

[১৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৭৪৩, ৬২৭৮; আল আ'লাম- ২/১৭১।*

[১৮] *আল ইসাবাহ- ১/৩১৭; আল ইসতি'আব- ইবনু আব্দিল বার্র, ১/৯৮।*

[১৯] *রিজালু সহীহ মুসলিম- আবূ বক্‌র আল ইসফাহানী, ১/১৪৫; আল ইসতি'আব- ১/৯৮।*

[২০] *হুযাইফাহ্ ইবনুল ইয়ামান আমীনু সির্রে রাসূলিল্লাহি- ইব্‌রাহীম মুহাম্মাদ আল 'আলী, দিমাশক : দারুল কলাম, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খ্রি./১৪১৭ হি., পৃ. ২৯।*

[২১] *সিয়ারু 'আলামীন নুবালা- হাফেয শামসুদ্দীন আয্ যাহাবী, ২/৩৬২; সীরাতু ইবনু হিশাম- ১/৫০৬।*

[২২] *হুযাইফাহ্ ইবনুল ইয়ামান আমীনু সির্রে রাসূলিল্লাহি- পৃ. ১০৩-৪।*

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ﴾

"তোমরা তো হচ্ছ শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজে আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে। আর যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনতো তাহলে তাদের জন্য কল্যাণ হতো। তাদের মধ্যে কতক রয়েছে ঈমানদার এবং অধিকাংশই রয়েছে ফাসিক্ব।[২৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

"তোমাদের মধ্যে এমন এমন একটি দল থাকা চাই যারা কল্যাণের দিকে মানুষকে ডাকবে এবং সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই হবে সফলকাম।"[২৪]

মু'মিনরা ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اَلْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾

"মু'মিন নর ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু, এরা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্য নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; এদেরকেই আল্লাহ কৃপা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[২৫]

রাসূলের অনুসারীদের কাজ হলো সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করা। আল্লাহ বলেন,

﴿اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ۖ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

"যারা অনুসরণ করে এমন রাসূলের যিনি উম্মী নবী যার উল্লেখ তাদের কাছে লিখিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে রয়েছে যে তাদেরকে সৎকার্যের নির্দেশ দেয় ও অসৎকার্যে বাধা দেয়।[২৬]

আমর বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকারের ফযীলত: আমর বিল মারূফ এবং নেহি আনিল মুনকার ইসলামের একটি অত্যবশ্যকীয় দায়িত্ব। একটি মৌলিক স্তম্ভ এবং এ ধর্মের অনন্য বৈশিষ্ট্য। সংস্কার ও সংশোধনের বিশাল মাধ্যম। তার মাধ্যমে সত্যের জয় হয় এবং মিথ্যা ও বাতিল পরাভূত হয়। তার মাধ্যমে শান্তি ও সমৃদ্ধির বিস্তার ঘটে। কল্যাণ ও ঈমান বিস্তৃতি লাভ করে। যিনি আন্তরিকতা ও সততার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন তার জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার ও মর্যাদাপূর্ণ পারিতোষিক। কুরআনে অসংখ্য আয়াত এর প্রমাণ বহন করে। যেমন–

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اَلْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾

"মু'মিন নর ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু, এরা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্য নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; এদেরকেই আল্লাহ কৃপা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[২৭]

আয়াতে পরিষ্কার দেখা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা আমর বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকারের ওপর রহমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

(২) রাব্বুল 'আলামীন 'আম্র বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালনকারীদের প্রশংসা এবং তাদের পরিণাম ও শেষ ফল কল্যাণময় বলে বর্ণনা করেছেন।[২৮]

(৩) আমর বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকার পার্থিব মুসিবত ও পারলৌকিক শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖٓ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۭ بَئِيْسٍۢ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ﴾

---

[২৩] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১১০।*
[২৪] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১০৪।*
[২৫] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৭১।*
[২৬] *সূরা আল আ'রাফ : ১৫৭।*
[২৭] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৭১।*
[২৮] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১০৪।*

"যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল তারা যখন সেটা বিস্মৃত হয় তখন অসৎকার্য হতে নিবৃত্ত করত তাদেরকে আমি উদ্ধার করি এবং যারা যুল্ম করে ও দুষ্কর্ম করত বলে আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিই।"[২৯]

(৪) আমর বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকার পরিত্যাগ করা মহান আল্লাহর লানত, গজব ও ঘৃণার কারণ এবং এ কারণেই দুনিয়া ও পরকালে কঠিন শাস্তি নেমে আসবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۭ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ۭ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ﴾

"বানী ইসরা-ঈলের মধ্যে যারা কুফ্রী করেছিল তারা দাঊদ ও মারইয়ামের ছেলে 'ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল– এটা এই জন্য যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করত তা হতে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত তা কতই না নিকৃষ্ট।"[৩০]

অন্যায়ে বাধা দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে কমপক্ষে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতে হবে। প্রিয়নবী (ﷺ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যদি কোনো খারাপ কাজ বা বিষয় দেখে তাহলে সে যেন হাত দিয়ে তা পরিবর্তন করে দেয়, যদি তা করতে অপারগ হয় তাহলে যেন মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ করে, যদি তাও করতে সক্ষম না হয় তাহলে যেন অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করে, আর এটাই হচ্ছে ঈমানের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বলতম স্তর।'[৩১]

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ না করার পরিণতি: হাদীসে বলা হয়েছে,

أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

তা না হলে আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তোমাদের ওপর তার শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। তোমরা তখন তার নিকট দু'আ করলেও তিনি তোমাদের সেই দু'আ গ্রহণ করবেন না।[৩২]

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ না করলে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং তাদের কোনো দু'আ কবুল করবেন না। অপরদিকে মুনাফিক্বরা মন্দ কাজের আদেশ দেয় এবং ভালো কাজ থেকে নিষেধ করে।

﴿اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ﴾

"মুনাফিক্ব পুরুষ ও মুনাফিক্ব নারীরা একে অপরের অংশ, তারা মন্দ কাজের আদেশ দেয়, আর ভালো কাজ থেকে নিষেধ করে, তারা নিজদের হাতগুলোকে সঙ্কুচিত করে রাখে।"[৩৩]

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّهُ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ وَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ "إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ".

আবূ বক্র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হে লোকসকল! তোমরা তো অবশ্যই এই আয়াত তিলাওয়াত করে থাকো– ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিজেদেরই কর্তব্য তোমাদেরকে সংশোধন করা। যদি তোমরা সৎপথে থাকো তাহলে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।"[৩৪] অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আমি বলতে শুনেছি– মানুষ যদি কোনো অত্যাচারীকে অত্যাচারে লিপ্ত দেখেও তার দু'হাত চেপে ধরে তাকে প্রতিহত না করে তাহলে আল্লাহ অতি শীঘ্রই তাদের সকলকে তার ব্যাপক শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত করবেন।[৩৫]

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَرِيْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ هُمْ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَأَمْنَعُ لَا يُغَيِّرُوْنَ إِلَّا عَمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ".

জারীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে পাপাচার হতে থাকে এবং তাদের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের পাপাচারীদের বাধা দেয় না, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর ব্যাপকভাবে শাস্তি পাঠান।[৩৬]

عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "إِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ لَمَّا وَقَعَ فِيْهِمُ النَّقْصُ كَانَ الرَّجُلُ يَرَى أَخَاهُ عَلَى الذَّنْبِ فَيَنْهَاهُ

---

[২৯] *সূরা আল আ'রাফ : ১৬৫।*
[৩০] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৭৮-৭৯।*
[৩১] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৪।*
[৩২] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২১৬৯, হাসান।*
[৩৩] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৬৭।*
[৩৪] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ১০৫।*
[৩৫] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২১৬৮।*
[৩৬] *ইবনু মাজাহ্- হা. ৪০০৯; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪৩৩৯।*

عَنْهُ فَإِذَا كَانَ الْغَدُ لَمْ يَمْنَعْهُ مَا رَأَى مِنْهُ أَنْ يَكُوْنَ أَكِيْلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَخَلِيْطَهُ فَضَرَبَ اللهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَنَزَلَ فِيْهِمُ الْقُرْآنُ فَقَالَ ﴿لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمْ فَاسِقُوْنَ﴾". قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) مُتَّكِئًا فَجَلَسَ وَقَالَ "لَا حَتَّى تَأْخُذُوْا عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ فَتَأْطِرُوْهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا".

আবূ ‘উবায়দাহ্ (রাঃ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, বানী ইসরা-ঈলের মধ্যে এভাবে পাপাচারের সূচনা হয় যে, কোনো ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইকে পাপাচরে লিপ্ত দেখলে সে তাকে তা থেকে বারণ করতো। কিন্তু পরদিন সে তাকে পাপাচারে লিপ্ত দেখে নিষেধ করতো না; বরং তার সাথে মেলামেশা ও উঠাবসা করতো এবং তার সাথে পানাহারে অংশগ্রহণ করতো। ফলে আল্লাহ তা‘আলা তাদের পরস্পরের অন্তরকে মৃত্যুদান করেন। তাদের সম্পর্কে তিনি কুরআন মাজীদে আয়াত নাযিল করেন। তিনি বলেন, বানী ইসরা-ঈলের মধ্যে যারা কুফ্রী করেছিল তারা দাউদ ও মারইয়ামের ছেলে ‘ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল– এটা এই জন্য যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করত তা হতে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত তা কতই না নিকৃষ্ট। তাদের অনেকেই তুমি কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম!– যে কারণে আল্লাহ তা‘আলা তাদের ওপর রাগান্বিত হয়েছেন। তাদের শাস্তিভোগ স্থায়ী হবে। মহান আল্লাহতে, নবীতে ও তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান আনলে তারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না, কিন্তু তাদের অনেকে ফাসিক্ব।[৩৭] রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসে বলেন, না! তোমরা জালেমের হাত ধরে তাকে জোরপূর্বক সত্যের ওপর দাঁড় করিয়ে দিবে।[৩৮]

[৩৭] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৭৮-৮১।*
[৩৮] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪০০৬।*

‘আম্র বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকারের উপকারিতা: সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদানে অনেক উপকারিতা রয়েছে, তার কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হলো–

(১) মন্দ ও অন্যায় দেখে তা প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার পদক্ষেপ না নেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে। সুতরাং আমার বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকারের মাধ্যমে আল্লাহর সে শাস্তি হতে দূরে থাকা যায় ও পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

(২) আল্লাহ তা‘আলা কল্যাণ ও নেক কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করার উৎসাহ এবং নির্দেশ দিয়েছেন। ‘আম্র বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকারের মাধ্যমে উক্ত নির্দেশের বাস্তবায়ন হয় এবং কল্যাণ ও নেকির কাজে সহযোগিতা হয়।

(৩) সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। কারণ এর মাধ্যমে যাবতীয় অকল্যাণ ও অনিষ্ট বিদূরিত হয়। ফলে মানুষ স্বীয় দ্বীন-জান-সম্পদ ও সম্মানের ব্যাপারে নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বোধ করে।

(৪) এর মাধ্যমে অন্যায় ও অনিষ্টের হার হ্রাস পায়। সমাজ থেকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের প্রতিযোগিতা প্রদর্শনী বিলুপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যেগুলো মূলত সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করত। ফলে সমাজ শান্তি শৃঙ্খলা, মিল-মহব্বত ও সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠে।

হাদীসের শিক্ষা

- যে কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখবে, তার ওপর সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা ওয়াজিব।
- সে এই ওয়াজিব পালন থেকে রেহাই পাবে না, যতক্ষণ না অন্য কেউ এ দায়িত্ব পালন করবে।
- প্রত্যেকেই সামর্থ্য অনুযায়ী এ দায়িত্বে আঞ্জাম দিবে।
- যে বান্দা যত অধিক সামর্থ্য রাখবে, তার ওপর তত অধিক সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের দায়িত্ব পালন করা ওয়াজিব।
- পাপী ও গুনাহগারদের ওপর মহান আল্লাহর ‘আযাব নাযিল হলে পাপ কাজে বাধা দানকারীগণই কেবল ‘আযাব থেকে পরিত্রাণ পাবে। অন্যথায় সকলেই ‘আযাবে গ্রেফতার হবে।

উপসংহার

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ না করলে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং তাদের কোনো দু‘আ কবুল করবেন না।

مقالة رئيسة / প্রধান রচনা

জান্নাতের সর্বোচ্চ সঙ্গ: নবী ও শহীদদের সান্নিধ্য লাভের উপায়

ড. এস এম আব্দুর রউফ*

ভূমিকা: জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত মহান আল্লাহর দিদার। আর এর পরেই মু'মিনের হৃদয় যে সঙ্গের জন্য ব্যাকুল হয়, তা হলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহচর্য। সাহাবায়ে কেরামের সেই আকুলতা, সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সেই কান্না- "ইয়া রাসূলাল্লাহ, জান্নাতে উঁচু মর্যাদা পেলেও আপনাকে দেখব না"-এর জবাবেই আল্লাহ তা'আলা সূরা আন্-নিসা'র ৬৯ নং আয়াত নাযিল করলেন।

আল্লাহ সুসংবাদ দিলেন: দুনিয়ায় যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, আখিরাতে তাদের স্থান হবে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহীনদের মজলিসে। আমরা কুরআনের আয়াত, তাফসীরবিদগণের আরবী উদ্ধৃতি এবং সহীহ-হাসান হাদীসের মূল মাতন ও রেফারেন্সসহ জান্নাতে নবীজির সঙ্গ লাভের ২০টি আমল এই প্রবন্ধে উল্লেখ করছি।

কুরআনের ঘোষণা ও তাফসীর: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾

অনুবাদ: "আর যে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, সে থাকবে তাদের সাথে যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন- নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীলগণ। আর সঙ্গী হিসেবে তারা কতই না উত্তম!"[১] এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে ইমাম তাবারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

نزلت هذه الآية في ثوبان مولى رسول الله (ﷺ)، وكان شديد المحبة لرسول الله (ﷺ)، فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي، وإني لأذكرك في البيت فأشتاق إليك فآتيك، ففكرت في الآخرة فإذا دخلت الجنة ورفعت في الدرجات العلى لم أرك، فأنزل الله هذه الآية.

অনুবাদ: এই আয়াত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুক্তদাস সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তিনি রাসূল (ﷺ)-কে খুব ভালোবাসতেন। তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার নিকট আমার জীবনের চেয়ে, আমার পরিবারের চেয়ে অধিক প্রিয়। আমি ঘরে থাকা অবস্থায় আপনাকে স্মরণ করি, তখন আপনার জন্য ব্যাকুল হয়ে আপনার কাছে ছুটে আসি। আমি আখিরাতের কথা ভাবলাম, যদি আমি জান্নাতে প্রবেশ করি এবং উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হই, তবুও আপনাকে দেখতে পাব না। তখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন।[২] ইমাম কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

قوله: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ﴾ أي في الجنة، والمع هنا لا تقتضي التساوي في الدرجة، بل تقتضي المجاورة والرؤية.

অনুবাদ: আল্লাহর বাণী "সে তাদের সাথেই থাকবে" এর অর্থ হলো– জান্নাতে থাকবে। এখানে "সাথে" শব্দ দ্বারা মর্যাদার সমতা বোঝায় না; বরং নৈকট্য ও একে অপরকে দেখতে পাওয়া বোঝায়।[৩]

শহীদদের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ـ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾

অনুবাদ: "আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত, তাদের রবের কাছে তারা রিযিকপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দান করেছেন তাতে তারা আনন্দিত।"[৪]

নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহীনের পরিচয়, মর্যাদা ও উদাহরণ:

১. নবীগণ- النَّبِيِّينَ**:** নবী হলেন তারা যাদেরকে আল্লাহ সরাসরি ওহীর মাধ্যমে মনোনীত করেছেন মানবজাতির হেদায়েতের জন্য। নবীগণ মাসুম অর্থাৎ- গুনাহ থেকে পবিত্র। তাঁরা তাওহীদের দাওয়াত ও উম্মতের তাযকিয়ার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾

অনুবাদ: "আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষ থেকে রাসূল মনোনীত করেন। নবীগণের মর্যাদা সমস্ত সৃষ্টির উপরে।"[৫]

---

*সহকারী অধ্যাপক, শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, ধামরাই, ঢাকা।

[১] সূরা আন্-নিসা: ৬৯।

[২] তাফসীর তাবারী- ৮/৫০৮, দারুল ফিকর, বৈরুত।

[৩] তাফসীর কুরতুবী- ৫/৪০৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

[৪] সূরা আ-লি-'ইমরান: ১৬৯-১৭০।

[৫] সূরা আল-হাজ্জ: ৭৫।

উলুল আযম নবী ৫ জন: নূহ্ (আলাইহিস সালাম), ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম), মূসা (আলাইহিস সালাম), 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)। রাসূল (ﷺ) হলেন খাতামুন নাবিয়্যীন, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী।

২. সিদ্দীকগণ- الصِّدِّيْقِيْنَ**:** সিদ্দীক হলেন তারা যারা ঈমানের ক্ষেত্রে পূর্ণ সত্যবাদিতা ও দৃঢ়তার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছেন। "সিদ্দীক" শব্দের অর্থ হলো "অত্যন্ত সত্যবাদী"। উম্মতের শ্রেষ্ঠ সিদ্দীক হলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি প্রথম মুহূর্তে রাসূল (ﷺ)-এর দাওয়াত কবুল করেছেন এবং মিরাজের ঘটনায় বিনা প্রশ্নে সত্যায়ন করে "সিদ্দীক" উপাধি পেয়েছেন। অন্যান্য সিদ্দীক: মারইয়াম (আলাইহাস সালাম), ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)। ইমাম নব্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সিদ্দীক সে যার অন্তর, জবান ও আমল সবকিছু সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সিদ্দীকগণ নবীদের পরেই মর্যাদার দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে।

৩. শহীদগণ- الشُّهَدَاءِ**:** শহীদ হলেন তারা যারা আল্লাহর দ্বীনকে উঁচু রাখার জন্য জান-মাল কুরবানী করেন। শহীদ দুই প্রকার:

(ক) শহীদে দুনিয়া ও আখিরাত: যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিহত হয়। তার জানাযা পড়া হয় না, গোসল দেওয়া হয় না, তাকে রক্তসহ দাফন করা হয়। উদাহরণ: হামযাহ্ ইবনু আব্দুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু), মুসআব ইবনু উমাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু), 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

(খ) শহীদে আখিরাত: দুনিয়ার বিধান তার উপর প্রযোজ্য নয়, কিন্তু আখিরাতে শহীদের সওয়াব পাবে। যেমন- প্লেগে মৃত, পেটের রোগে মৃত, পানিতে ডুবে মৃত, আগুনে পুড়ে মৃত, ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মৃত, প্রসবকালীন মৃত নারী, ন্যায়বিচার চাইতে গিয়ে নিহত ইত্যাদি। রাসূল (ﷺ) বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُوْنُ، وَالْمَبْطُوْنُ، وَالْغَرِيْقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

অনুবাদ: আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: শহীদ পাঁচ প্রকার- প্লেগে মৃত, পেটের রোগে মৃত, পানিতে ডুবে মৃত, ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মৃত এবং মহান আল্লাহর পথে শহীদ। শহীদগণ কবরের আযাব থেকে মুক্ত, কিয়ামতের ভয় থেকে নিরাপদ এবং জান্নাতের দরজা তাদের জন্য খোলা থাকে।[১]

[১] *সহীহ বুখারী- ২৮২৯; সহীহ মুসলিম- ১৯১৪।*

৪. সালিহীন- الصَّالِحِيْنَ**:** সালিহীন হলেন তারা যারা ফরজ-ওয়াজিব আদায়ের পাশাপাশি নফল ইবাদত, উত্তম চরিত্র ও আল্লাহর ভয়ের মাধ্যমে নিজেদের সংশোধন করেছেন। তাদের আমল ও নিয়ত আল্লাহর জন্য খাঁটি। উদাহরণ: 'উমার ইবনু 'আব্দুল 'আযীয (রহিমাহুল্লাহ), হাসান বসরী (রহিমাহুল্লাহ), রাবিয়া আদাবিয়া (রহিমাহাল্লাহ)। আল্লাহ বলেন, ﴿فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ﴾ -সালিহীনরাও এই নেয়ামতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

নবীজির সঙ্গ লাভের ২০টি আমল:

১. আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য এবং ভালোবাসা: আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ (ﷺ) عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: لَا شَيْءَ، إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ. فَقَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

এক ব্যক্তি নবী (ﷺ)-কে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল: কিয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন: তুমি এর জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ? সে বলল: কিছুই না, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। তিনি বললেন: তুমি তাদের সাথেই থাকবে যাদেরকে তুমি ভালোবাসো।[২]

২. বেশি সিজদা ও নফল ইবাদত: রাবিয়া ইবনু কা'ব আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীস,

عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ (رضي الله عنه) قَالَ: كُنْتُ أَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوْئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي: «سَلْ» فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: «أَوَغَيْرَ ذٰلِكَ؟» قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: «فَأَعِنِّيْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ.

রাবি'আহ্ ইবনু কা'ব আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে রাত কাটাতাম, তাঁর ওযূর পানি ও প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আসতাম। তিনি আমাকে বললেন: চাও। আমি বললাম: আমি আপনার সাথে জান্নাতে থাকার প্রার্থনা করছি। তিনি বললেন: এছাড়া অন্য কিছু? আমি বললাম: এটাই। তিনি বললেন: তাহলে বেশি সিজদা করে তুমি নিজের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করো।[৩]

৩. উত্তম চরিত্র ধারণ করা: হাদীসে এসেছে–

عَنْ جَابِرٍ (رضي الله عنه) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا.

[২] *সহীহ বুখারী- ৬১৭১; সহীহ মুসলিম- ২৬৩৯।*
[৩] *সহীহ মুসলিম- ৪৮৯।*

জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটে বসার স্থান পাবে তারা, যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম।[১]

৪. ইয়াতীমের প্রতিপালন করা: সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

«أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

আমি ও ইয়াতীমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব। তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দিয়ে ইশারা করলেন এবং তাদের মাঝে সামান্য ফাঁক রাখলেন।[২]

৫. কন্যা সন্তানের প্রতিপালন করা: হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ» وَضَمَّ أَصَابِعَهُ

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তানকে সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, কিয়ামতের দিন সে ও আমি এভাবে আসব। তিনি তাঁর আঙুলগুলো মিলিয়ে ধরলেন।[৩]

৬. বোনদের প্রতিপালন করে সঙ্গ অর্জন:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): «مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ حَتَّى يَمُتْنَ أَوْ يَمُوْتَ عَنْهُنَّ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ» وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.

অনুবাদ: আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুই মেয়ে বা দুই বোনের ভরণপোষণ করবে, যতক্ষণ না তাদের বিয়ে হয় বা সে মৃত্যুবরণ করে, কিয়ামতের দিন আমি ও সে এভাবে পাশাপাশি থাকব। তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দিয়ে ইশারা করলেন।[৪]

৭. বিধবা ও অসহায় নারীর খেদমত করা: আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ): «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ.

নবী (ﷺ) বলেছেন, বিধবা ও মিসকীনের খেদমতকারী আল্লাহর পথে মুজাহিদের ন্যায়, অথবা সে রাত জেগে নামায আদায়কারী ও দিনে সিয়াম পালনকারীর ন্যায়।[৫]

৮. সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী হওয়া: আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): «التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী নবীগণ, সিদ্দীকগণ ও শহীদগণের সাথে থাকবে।[৬]

৯. বেশি দরুদ পাঠ করা: 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ: «أَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً.

অনুবাদ: নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী ব্যক্তি হবে সে, যে আমার উপর সবচেয়ে বেশি দরুদ পাঠ করে।[৭]

১০. শাহাদাতের তামান্না করা: সাহ্ল ইবনু হুনাইফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): «مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে শাহাদাত চায়, আল্লাহ তাকে শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছে দিবেন যদিও সে তার বিছানায় মারা যায়।[৮]

১১. আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও মসজিদ আবাদ: মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: «وَجَبَتْ مَحَبَّتِيْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ.

অনুবাদ: আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার জন্য পরস্পরকে ভালোবাসা এবং আমার জন্য একত্রে বসার কারণে আমার ভালোবাসা তাদের জন্য অবধারিত হয়ে গেছে।[৯]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): «بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

---

[১] *সুনানে তিরমিযী- ২০১৮, হাসান সহীহ।*
[২] *সহীহ বুখারী- ৫৩০৪।*
[৩] *আহমাদ- ১২৫৯৩, সহীহ, শাইখ শু'আইব আরনাউত।*
[৪] *ইবনু হিব্বান- ৪৭, আহমাদ- ১৩৫৪১। আলবানী সহীহ।*
[৫] *সহীহ বুখারী- ৫৩৫৩; সহীহ মুসলিম- ২৯৮২।*
[৬] *সুনানে তিরমিযী- ১২০৯, আলবানী হাসান সহীহ।*
[৭] *সুনানে তিরমিযী- ৪৮৪, হাসান।*
[৮] *সহীহ মুসলিম- ১৯০৯।*
[৯] *মুসনাদ আহমাদ- ২২০৩০, সহীহ।*

অনুবাদঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, অন্ধকারে মসজিদে গমনকারীদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও।[১]

১২. সন্তান হারিয়ে সবর করাঃ

عَنْ أَنَسٍ (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): «مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوْا الْحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ.

অনুবাদঃ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কোনো মুসলিমের তিনটি নাবালেগ সন্তান মারা গেলে, আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করে সেই পিতা-মাতাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[২]

১৩. মানুষের উপকার করাঃ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُوْرٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ.

অনুবাদঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ সে, যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে। আর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো কোনো মুসলিমের অন্তরে আনন্দ দেওয়া।[৩]

১৪. রাগ দমনকারী ও ক্ষমাশীল ব্যক্তিঃ মু'আয ইবনু আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللهُ عَلَى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ الْحُوْرِ شَاءَ.

অনুবাদঃ নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাগ দমন করে অথচ সে তা প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টির সামনে ডাকবেন, যাতে সে তার ইচ্ছামতো হুরদের মধ্য থেকে বেছে নিতে পারে।[৪]

১৫. হক্বের উপর অটল থাকা ও ন্যায়বিচারকঃ হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): «إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ، الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয় ন্যায়পরায়ণগণ আল্লাহর কাছে নূরের মিম্বরের উপর থাকবে, যা দয়াময় আল্লাহর ডান দিকে। আর তাঁর উভয় হাতই ডান হাত। তারা হলো যারা তাদের বিচার, পরিবার এবং অধীনস্থদের মধ্যে ন্যায়বিচার করে।[৫]

১৬. জিহ্বা ও লজ্জাস্থান হেফাজতকারীঃ সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): «مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

অনুবাদঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জিনিস (জিহ্বা) এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী (লজ্জাস্থানের) হেফাজতের নিশ্চয়তা দিবে, আমি তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দিব।[৬]

১৭. সাত শ্রেণির মানুষ- আরশের ছায়ায় স্থান পাবেঃ হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه..

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ সেদিন তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না...[৭]

১৮. আল্লাহর পথে খরচকারী ও জিহাদকারীঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ نُوْدِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ.

অনুবাদঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দু'টি জিনিস ব্যয় করবে, তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে– হে আল্লাহর বান্দা, এটা উত্তম। সুতরাং যে নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত, তাকে নামাযের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে জিহাদীদের অন্তর্ভুক্ত, তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে সিয়াম পালনকারীর অন্তর্ভুক্ত, তাকে

---

[১] *সুনানে আবূ দাউদ- ৫৬১, সহীহ।*
[২] *সহীহ বুখারী- ১২৪৮।*
[৩] *মু'জামুল আওসাত- ৬০২৬, হাসান; আলবানী: সহীহুত তারগীব- ২/৬৪, হা. ২৬২৩।*
[৪] *সুনানে তিরমিযী- ২৪৯৩, আলবানী হাসান সহীহ।*
[৫] *সহীহ মুসলিম- ১৮২৭।*
[৬] *সহীহ বুখারী- ৬৪৭৪।*
[৭] *সহীহ বুখারী- ৬০; সহীহ মুসলিম- ১০৩১।*

রাইয়ান দরজা থেকে ডাকা হবে। আর যে দানকারীদের অন্তর্ভুক্ত, তাকে সাদাক্বার দরজা থেকে ডাকা হবে।[১]

১৯. মৃত্যুর সময় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলা:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضي الله عنه) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অনুবাদ: মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যার শেষ কথা হবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ", সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২]

২০. সকাল-সন্ধ্যায় সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার পাঠ: শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): «سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُوْلَ: اللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ... وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

অনুবাদ: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ইস্তিগফারের শ্রেষ্ঠ দু'আ হলো– "হে আল্লাহ! আপনি আমার রব, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই...।" আর যে ব্যক্তি দিনের বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এটি পড়ে এবং সন্ধ্যার আগে মারা যায়, সে জান্নাতী।[৩]

২১. 'উমরাহ্ ও হজ্জের ধারাবাহিকতা: হাদীসে রাসূল (ﷺ),

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

অনুবাদ*: আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, এক 'উমরাহ্ থেকে আরেক 'উমরাহ্ এর মধ্যবর্তী গুনাহের কাফফারা। আর মাবরুর হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।[৪]

উপসংহার: সূরা আন্-নিসা'র ৬৯ নং আয়াত মু'মিনের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অমূল্য ওয়াদা। এই আয়াত আমাদের জানিয়ে দেয়- জান্নাতের সর্বোচ্চ সঙ্গ লাভ করা অসম্ভব কিছু নয়। যারা দুনিয়ায় আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য করবে, ভালোবাসবে এবং নেক আমলের মাধ্যমে সেই ভালোবাসার বাস্তব প্রমাণ দিবে, আখিরাতে তাদের ঠিকানা হবে নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সালিহীনদের মজলিসে।

নবীগণ হলেন হেদায়েতের মশাল, সিদ্দীকগণ হলেন সত্যের পাহাড়, শহীদগণ হলেন দ্বীনের জন্য জীবন বিলিয়ে দেয়া বীর, আর সালিহীনগণ হলেন আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা। এই চার শ্রেণির সাহচর্য পাওয়া মানে জান্নাতের সকল নেয়ামত পেয়ে যাওয়া।

উপরে আলোচিত ২০টি আমলই হলো সেই ওয়াদা লাভের সিঁড়ি। আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসা, বেশি সিজদা, উত্তম চরিত্র, ইয়াতীমের খেদমত, সত্যবাদিতা, দরুদ, শাহাদাতের তামান্না- প্রতিটি আমলই আমাদেরকে রাসূল (ﷺ)-এর কাছাকাছি নিয়ে যায়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই আমলগুলোর উপর দৃঢ়তার সাথে আমল করার তাওফিক দিন এবং কিয়ামতের কঠিন দিনে আমাদেরকে নবীজি (ﷺ)-এর সঙ্গ দান করে ধন্য করুন।

হাদীসের ব্যাখ্যা:

১. عَالَ শব্দের অর্থ: ভরণপোষণ করা, দেখাশোনা করা, লালন-পালন করা। শুধু খাবার-কাপড় দিলেই হবে না; বরং আদব-আখলাক, দ্বীনি তালিম, নিরাপত্তা সব দিক দিয়ে দায়িত্ব নেওয়া বোঝায়।

২. حَتّٰى يَمُتْنَ أَوْ يَمُوْتَ عَنْهُنَّ: যতক্ষণ না মেয়ে/বোনেরা বিয়ে করে নিজের সংসারে চলে যায়, অথবা লালনকারী ব্যক্তি মারা যায়। মানে বিয়ের আগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে। বিয়ে দিয়ে দেওয়া এই হাদীসের মূল শর্ত।

৩. كُنْتُ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ: রাসূল (ﷺ) তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল মিলিয়ে দেখালেন। এর মানে দুইটা জিনিস। যথা- **(ক) নৈকট্য:** জান্নাতে রাসূল (ﷺ)-এর একদম কাছাকাছি থাকবে, যেমন- দুই আঙুল পাশাপাশি লেগে থাকে। **(খ) মর্যাদার সমতা নয়:** ইমাম কুরতুবী বলেন, مع দ্বারা মর্যাদার সমতা বোঝায় না; বরং সান্নিধ্য ও সাহচর্য বোঝায়। রাসূল (ﷺ)-এর মর্যাদা সর্বোচ্চই থাকবে।

৪. শর্ত ৩টা: যথা- **(ক)** বোন/মেয়ে দুইজন হতে হবে। একজন হলেও সওয়াব আছে, তবে দুইজনের কথা হাদীসে বিশেষভাবে এসেছে। **(খ)** তাদেরকে ইসলামী আদব-কায়দায় মানুষ করতে হবে। বেপর্দা, বেহায়াপনায় ছেড়ে দিলে এই ফযিলত পাবে না। **(গ)** ধৈর্যের সাথে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে। বিরক্ত হয়ে বা গালি দিয়ে না।

৫. কেন এত বড় ফযিলত? কারণ মেয়ে/বোন লালন-পালন করা সমাজে কঠিন কাজ। জাহেলী যুগে মেয়েদেরকে বোঝা মনে করা হতো। ইসলাম মেয়ে সন্তানকে রহমত বলেছে। যে ব্যক্তি সমাজের চাপ সহ্য করে, খরচ করে, ধৈর্য ধরে দুইজন মেয়ে/বোনকে মানুষ করে বিয়ে দেয়- সে বিরাট ত্যাগ স্বীকার করে। তাই আল্লাহ তাকে রাসূল (ﷺ)-এর সান্নিধ্যের মতো বিরাট পুরস্কার দেন।

---

[১] *সহীহ বুখারী- ১৮৯৭; সহীহ মুসলিম- ১০২৭।*
[২] *সুনানে আবূ দাঊদ- ৩১৬, সহীহ।*
[৩] *সহীহ বুখারী- ৬৩০৬।*
[৪] *সহীহ বুখারী- ১৭৩; সহীহ মুসলিম- ১৩৪৯।*

مقالات إسلامية / ইসলামী প্রবন্ধ

যে রশি কখনো ছিড়বার নয়

ওবায়দুল্লাহ বিন মুসা*

এমন একটি রশির সন্ধান চাই, যা শক্ত করে আঁকড়ে ধরলে আমি পৌঁছে যাব অনন্তকালের সুখময় জান্নাতে। কি আপনারাও চান! সরি! আমি কোনো পীর বাবার আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক রশির কথা বলছি না; বরং সেই রশির কথাই বলছি যার কথা স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আল্লাহর সেই বাণীটির সাথেই আপনাদের পরিচয় করে দেওয়ার চেষ্টা করব –ইন্ শা-আল্লাহ। এ রশি সম্পর্কে পবিত্র কালামুল্লাহতে আমরা দু'টো আয়াত দেখতে পাই। ১মটি সূরা আল-বাক্বারাহ্'র ২৫৬ নং আয়াতে। আল্লাহর বাণী-

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾

"অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[১]

২য়টি, যা সূরা লুক্বমা-ন-এর ২২ নং আয়াতে পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলছেন-

﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ۗ وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ﴾

"যদি কেহ সৎ কর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করে তাহলে সেতো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মাযবূত রশি, আর যাবতীয় কার্যের পরিণাম তো আল্লাহর দিকে।"

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল-উরওয়াতুল উসক্বা বা শক্ত রশি শব্দটি ব্যাবহৃত হয়েছে।

➲ আল উরওয়াতুল উসক্বা কী?

আল উরওয়াতুল উসক্বা বা শক্ত রশি দ্বারা উদ্দেশ্য কি তা নিয়ে তাফসীরকারকগণের মাঝে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। তবে সবগুলো মতের উৎস এক ও অভিন্ন।

রঈসুল মুফাস্সিরিন ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল উরওয়াতুল উসক্বা হলো– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (لا اله الا الله)। সা'ঈদ ইবনু জুবায়ের এবং দ্বাহহাক (রাহিমাহুল্লাহ)-ও এমনটাই বলেছেন। আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: তা হলো আল কুরআন। মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: ঈমান। ইমাম সুদ্দী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: ইসলাম। সালেম ইবনু আবিল জা'দ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: সেটা হলো আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও তার জন্যই ঘৃণা করা।...[২]

জগদ্বিখ্যাত মুফাসসির ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত সবগুলো মত একত্রিত করে বলেন: এ সবগুলো কথাই সঠিক একটি আরেকটির বিপরীত নয়।[৩]

প্রথিতযশা আলেম সামাহাতুশ শায়েখ ইবনু উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ)-কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: আল উরওয়াতুল উসক্বা কী? উত্তরে তিনি বলেছিলেন: সেটা হলো আল ইসলাম। আর এটাকে উরওয়াহ উসক্বা নামকরণের কারণ হলো তা জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।[৪]

পাঠকের সমীপে এখানে আরেকটি ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয়, যা অনেক মুফাসসিরগণ উরওয়াহ উসক্বার ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন তন্মেধ্যে ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ)-ও। তা হলো– ক্বাইস ইবনু উবাদ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদিনার মসজিদে বসে ছিলাম। তখন এমন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলেন যার চেহারায় বিনয় ও নম্রতার ছাপ ছিল। লোকজন বলতে লাগলো, এই ব্যক্তি জান্নাতীগণের একজন। তিনি হালকাভাবে দু'রাকআত সালাত আদায় করে মাসজিদ হতে বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করছিলেন তখন লোকজন বলাবলি করছিল যে, ইনি জান্নাতবাসীগণের একজন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম কারো জন্য এমন কথা বলা উচিত নয়, যা সে জানে না। আমি তোমাকে আসল কথা বলছি কেন তা বলা হয়। আমি নবী (ﷺ)-এর যামানায় একটি স্বপ্ন দেখে তাঁর নিকট বর্ণনা করলাম। আমি দেখলাম যে, আমি যেন একটি বাগানে অবস্থান করছি; বাগানটি বেশ প্রশস্ত, সবুজ। বাগানের মধ্যে একটি লোহার স্তম্ভ যার নিম্নভাগ মাটিতে এবং উপরিভাগ আকাশ স্পর্শ করেছে; স্তম্ভের উপরে একটি শক্ত কড়া সংযুক্ত রয়েছে। আমাকে বলা হল, উপরে উঠ। আমি বললাম, এটাতো আমার সামর্থ্যের বাইরে। তখন একজন খাদিম এসে পিছন দিক হতে আমার কাপড়সহ চেপে ধরে আমাকে উঠতে সাহায্য করলেন। আমি উঠতে লাগলাম এবং উপরে গিয়ে আংটাটি ধরলাম। তখন আমাকে বলা হলো, শক্তভাবে আংটাটি ধর। তারপর কড়াটি আমার হাতের মুঠায় ধরা অবস্থায় আমি জেগে গেলাম। নবী (ﷺ)-

---

* দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্স, বাঘা, রাজশাহী।

[১] সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৫৬।

[২] দেখুন: তাফসীরে ইবনু আবী হাতেম- ২/৪৯৬।

[৩] দেখুন: তাফসীরে কুরআনুল আজিম- ১/৬৮৪।

[৪] দেখুন: ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব- সালাত, ১২১৮।

এর নিকট স্বপ্নটি বললে, তিনি বললেন, এ বাগান হলো ইসলাম, আর স্তম্ভটি হলো ইসলামের খুঁটিসমূহ কড়াটি হলো উরুয়াতুল উস্কা (শক্ত ও অটুট রজ্জু) এবং তুমি আজীবন ইসলামের উপর কায়েম থাকবে। (রাবী বলেন,) এই ব্যক্তি হলেন, ''আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।[১]

প্রিয় পাঠক! এতক্ষণ হয়তো বুঝে নিয়েছেন সেই শক্ত রশিটা কি? যার সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছি, তা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বা তাওহিদের রশি। সবগুলো মতের মাঝ থেকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নিলে বাকিগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। তথাপি সঊদী আরবের প্রথিতযশা পণ্ডিত শায়েখ আব্দুর রাজ্জাক বিন মুহসিন আল বদর (হাফিযাহুল্লা-হ) এক দারসে উরওয়াতুন উস্কা দ্বারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-কে উদ্দেশ্য করেছেন। কারণ আয়াতেও এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বস্তুত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ঈমান, ইসলাম একই।

এক্ষণে আমরা যদি সেই শক্ত, দৃঢ় রশি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আঁকড়ে ধরতে চাই তাহলে এর অর্থ, শর্ত এবং আনুষাঙ্গিক সম্যক ধারণা থাকা জরুরি। রশিটা যেহেতু শক্ত, আঁকড়ে ধরতে হবে শক্তভাবে তাই এর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনও শক্তভাবেই করা উচিত যাতে কোনোভাবেই ছিড়ে না যায়।

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র অর্থ: লোকসমাজে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সঠিক অর্থের থেকে ভ্রান্ত ও বাতিল অর্থই বেশি সমাদৃত। এজন্য আমরা আগে ভ্রান্তগুলো জেনে নিই, এরপরে সঠিকটা তুলে ধরব ইন্ শা-আল্লাহ।

ভ্রান্ত অর্থ: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র ভ্রান্ত অর্থ করার ক্ষেত্রে চারটি গ্রুপ দেখা যায়। যথা-

১ম দল: সুফিবাদী তরিকার ভ্রষ্টরা। যারা অর্থ করে لا اله الا الله অর্থ لا معبود موجود الا الله আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য বিদ্যমান নেই। অর্থাৎ- দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবকিছুতেই তিনি বিদ্যমান। মুশরিকগণ গাছপালা, পাথর, সূর্য, ইত্যাদির ইবাদত করত। সুফিবাদীদের মতে এগুলো মূলত গাছপালা, পাথর, সূর্যের ইবাদত নয়; বরং এর মধ্যেই আল্লাহ মিশে আছে এবং আল্লাহরই ইবাদত, নাউজুবিল্লাহ। আর এই অর্থের মাধ্যমেই তারা "ওয়াহদাতুল উজুদ" 'আক্বিদাহ্ সাব্যস্ত করে।

২য় দল: যারা "ইলাহ"র স্থলে রুবুবিয়াতের অর্থ করে যেমন- لا رب الا الله আল্লাহ ছাড়া কোনো রব নেই,لا خالق الا الله আল্লাহ ছাড়া কোনো সৃষ্টিকারী নেই। لا قادر الا الله আল্লাহ ছাড়া কোনো ক্ষমতাবান নেই। আবার আশয়ারী মাতুরিদিদের একটি দল অনুবাদ করে থাকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র অর্থ مستغني عما سواه و مفتقرإليه ما عداه তিনি সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী, আর তিনি ছাড়া বাকি সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী। অর্থগত দিক থেকে এগুলো ভুল নয়, তবে لا اله الا الله এর সাথে এই অর্থগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ এগুলো রুবুবিয়াতের অর্থ আর "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বাক্যতে ইলাহ শব্দটি উলুহিয়াত দাবি করে। রুবুবিয়াতের শব্দ দিয়ে উলুহিয়াত অর্থ করা নিতান্তই বোকামি বৈ কিছুই নয়।

৩য় দল: মুতাজিলা সম্প্রদায় তাওহীদ স্বীকার করে। তবে তাদের তাওহীদ আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের তাওহীদের পার্থক্য আছে। তাদের তাওহীদ এর অর্থ হলো আল্লাহর সকল আসমাউল হুসনা ও সিফাত বা আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম এবং গুণাগুণ অস্বীকার করা। আর এই নীতিটাই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র অর্থ হিসেবে গণ্য করে। যা তাদের উসুলুল খমসা বা পাঁচটি মূলনীতির একটি।

৪র্থ দল: বর্তমান সময়ের কিছু ক্ষমতালোভী, উগ্রপন্থী সম্প্রদায় ভ্রান্ত একটি অর্থ করে থাকে তা হলো لا اله الا الله অর্থ হলো لا حاكم الا الله আল্লাহ ছাড়া কোনো হাকেম নেই। ইখওয়ানুল মুসলিমিন, সুরুরী এবং বাংলাদেশেরও কিছু নামধারী ইসলামী দলের পক্ষ থেকে প্রচারিত এই ভ্রান্ত অর্থটি বেশ প্রচলিত। যা থেকে বেঁচে থাকা অতীব জরুরি।

সঠিক অর্থ: এতক্ষণ আমরা বিভিন্ন ভ্রান্ত দল থেকে নব উদঘাটিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ভ্রান্ত 'আক্বিদাহ্গুলো জানলাম এবারে সঠিক অর্থটি জেনে নেওয়া যাক। সঠিক অর্থ হলো لا اله الا الله অর্থাৎ- لا معبود بحق الا الله আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই। সালফে সালেহীন থেকে এই অর্থটিই বিশুদ্ধভাবে প্রমানিত। যেমন- ইমাম ইয বিন আ. সালাম (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন: "কালিমাতুত তাওহীদ ওয়াজিব ও হারামের তাকলীফের উপর দালালত করে। কারণ এর অর্থ হলো– আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা'বূদ নেই। আর 'ইবাদত' হলো চরম বিনয় ও পূর্ণ আনুগত্যের সাথে আনুগত্য করা।"[২]

মুজাদ্দিদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন: معناه لا معبود بحق الا الله وحده লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো মা'বূদ নেই, তিনি একাই।[৩]

অতএব উম্মতের হক্বপন্থী ওলামায়ে কেরাম যেই অর্থ করেছেন সেটাকেই আমরা গ্রহণ করব এটাই নিরাপদ ও সহজ।

---

[১] *দেখুন: বুখারী- ৩৮১৩; মুসলিম- ২৪৮৪।*

[২] *দেখুন: আল-ইমাম ফী বায়ানি আদিল্লাতিল আহকাম- ১৬৮।*

[৩] *দেখুন: সালাসাতুল উসুল- ১৪।*

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র শর্তঃ কুরআন এবং হাদীস থেকে সুচিন্তিত গবেষণার মাধ্যমে আমাদের পূর্ববর্তী আলেমগণ কিছু শর্ত নির্ধারণ করেছেন। এগুলো ছাড়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ গ্রহণযোগ্য নয়। শর্তগুলোকে কেউ "শুরুতু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আবার কেউ "ওয়াজিবাতু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে নামকরণ করেছেন। তবে শুরুতু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (شروط لا اله الا الله) হওয়াই অধিক যুক্তিসঙ্গত। কারণ শর্ত হলো ইবাদতের পূর্বে থাকে আর ওয়াজিবগুলো ইবাদতের ভিতরে থাকে। আর নিম্নোক্ত শর্তগুলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পূর্বেই পূরণ করতে হয়। এমনটাই বলেছেন আন্তর্জাতিক দাঈ' উস্তাজ ড. উসামা বিন আতায়া আল উতায়বি। শর্তগুলোর সংখ্যা সাতটি, যা নিম্নরূপ-

১. আল ইল্‌ম তথা কালেমার অর্থ জানা, অর্থাৎ- কালেমার ভেতর কী অস্বীকার ও কী সাব্যস্ত করা হয়েছে তা জানা জরুরি, যা তার অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতার বিপরীত।

২. আল ইয়াকিন তথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা। কালেমার ভেতর যা সাব্যস্ত করা হয়েছে তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা জরুরি, যা কালেমা সম্পর্কে সংশয় ও সন্দেহ পোষণ করার বিপরীত।

৩. আল ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা প্রদর্শন করা। কালেমার প্রতি পূর্ণ ইখলাস প্রদর্শন করা জরুরি, যা তার অর্থ ও দাবি বাস্তবায়ন করার সময় শির্ক ও রিয়াকে প্রশ্রয় দেওয়ার বিপরীত।

৪. আস সিদ্‌ক্ব তথা সত্য জানা। কালেমাকে মনে-প্রাণে সত্য জানা জরুরি, যা তার প্রতি মিথ্যারোপ করার বিপরীত।

৫. আল মাহাব্বাহ তথা ভালোবাসা। কালেমায় সাব্যস্ত সত্তাকে (আল্লাহকে) মহব্বত করা জরুরি, যা তার প্রতি কোনো প্রকার বিদ্বেষ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার বিপরীত।

৬. আল ইনক্বিয়াদ তথা আনুগত্য প্রদর্শন করা। কালেমার অর্থ ও দাবির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা জরুরি, যা তার অর্থ ও দাবিকে ত্যাগ করার বিপরীত।

৭. আল ক্ববুল তথা গ্রহণ করা। কালেমার অর্থ ও দাবি মনে-প্রাণে গ্রহণ করা জরুরি, যা তার অর্থ ও দাবির বাস্তবায়নকে প্রতিরোধ করার বিপরীত।

শ্রদ্ধেয় পাঠকমণ্ডলী! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর স্বীকৃতির মাধ্যমেই আল্লাহর একত্ব তাওহিদকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। আর তাওহিদ হলো–

إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية، والألوهية، والأسماء والصفات.

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে একমাত্র তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করে নেওয়া- রুবুবিয়্যাহ, উলুহিয়্যাহ এবং নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে।

এই তিনপ্রকারের প্রত্যেকটি তাওহীদকে আবার তিনটি নীতির মাধ্যমে অনুসরণ করতে হবে-

☞ **তাওহীদুল উলুহিয়্যাহকে তিনতি নীতির মাধ্যমে অনুসরণ করতে হয়**। যথা-

১. অন্তরের মাধ্যমে ইবাদত। যেমন- ভয়, আশা, ভালোবাসা, ভরসা, ধৈর্য ইত্যাদি সকল আন্তরিক ইবাদত।

২. মুখের মাধ্যমে ইবাদত। যেমন- কুরআন তেলাওয়াত, জিকর-আজকার, সত্য কথা, সত্যের দাওয়াত ইত্যাদি।

৩. শরীরের অঙ্গপ্রতঙ্গের মাধ্যমে। যেমন-সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি।

☞ **তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহও তিনটি নীতির মাধ্যমে বিশ্বাস করতে হয়**। যথা-

১. আল্লাহকে সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা (خالق) হিসেবে মানা।

২. সকল কিছুর মালিক (مالك) হিসেবে মানা।

৩. সকল কিছুর পরিচালনাকারী (مدبر) হিসেবে মানা।

☞ **তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত তিনটি নীতির অনুসরণের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়**। যথাক্রমে-

১. কুরআন এবং সহীহ হাদীসে আল্লাহর যে সকল নাম ও গুণ বর্ণিত হয়েছে সেগুলো কোনোভাবে অস্বীকার, (তা'তীল) অর্থ পরিবর্তন ও অপব্যাখ্যা (তাহরিফ) ছাড়াই হুবাহু বিশ্বাস করা।

২. সেগুলো কোনো সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য (তামসিল) দেওয়া ছাড়াই বিশ্বাস করা।

৩. সেগুলোর কোনো ধরণ (কাইফিয়্যাত) বর্ণনা না করা।

সুধী পাঠক! এতক্ষণ ছিলাম জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এমন শক্ত ও সুদৃঢ় রশির সন্ধানে। পরিচিত হয়েছি সেই শক্ত রশি সম্পর্কিত এলাহী বাণী আর সুন্নাতে নববীর সাথে। সাথে রশির আঁকড়ে ধরাটা যেন টেকসই হয় তজ্জন্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সঠিক ও ভ্রান্ত অর্থ, শর্তসমূহ এবং তাওহিদের পরিচয় ও প্রকার সংক্ষেপে জেনেছি। এইগুলো অনুধাবন ও আমলে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই আমরা পৌঁছাতে পারব কাঙ্খিত স্থান জান্নাতে আর মুক্তি পাবো কষ্ট-ক্লেশ ও অশান্তির স্থান জাহান্নাম থেকে। পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে মানবিক দুর্বলতা পেশ করে লিখার ভুল-ত্রুটি থেকে মার্জনা ও কবুলিয়াত প্রার্থনা করছি। পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যেন মৃত্যু অবধি সেই শক্ত রশিটি আঁকড়ে ধরে থেকে তার দ্বীনের উপরই ইস্তিক্বামাত রাখেন -সেই তাওফিক কামনা করছি –আমীন।

‘আশুরায়ে মুহার্‌রম, কারবালা ও মুসলিম বিভক্তির সূচনা

সংকলনে– মুহাম্মাদ আইয়ুব বিন ইদু মিয়া

[দ্বিতীয় (শেষ) পর্ব]

যখন হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)’র ছিন্ন মস্তক ইয়াযীদের সামনে রাখা হয়, তখন তিনি কেঁদে উঠে বলেছিলেন, ‘উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদের ওপরে আল্লাহ তা‘আলা লানত করুন! আল্লাহর কসম, যদি হুসাইনের সাথে ওর রক্তের সম্পর্ক থাকত, তাহলে সে কিছুতেই ওঁকে হত্যা করত না। তিনি আরো বলেন যে, ‘হুসাইনের খুন ছাড়াও আমি ইরাকীদেরকে আমার আনুগত্যে রাযী করাতে পারতাম।’

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, ইয়াযীদ আরো বলেন যে, ইবনু যিয়াদের ওপরে আল্লাহ লানত করুন। সে হুসাইনকে কোনঠাসা ও বাধ্য করেছে। তিনি ফিরে যেতে চেয়েছিলেন অথবা আমার নিকটে আসতে চেয়েছিলেন অথবা কোনো এক মুসলিম সীমান্তে গিয়ে আমৃত্যু জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে সব কিছু প্রত্যাখ্যান করে ও তাঁকে হত্যা করে। এর ফলে সে আমাকে মুসলিমদের বিদ্বেষের শিকারে পরিণত করেছে। তাদের হৃদয়ে আমার বিরুদ্ধে শত্রুতার বীজ বপন করেছে। ভালো ও মন্দ সকল প্রকারের লোক হুসাইন হত্যার মহা অপরাধে আমাকে দায়ী করবে ও আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। হায়! আমার কি হবে ও ইবনু মারজানার (ইবনু যিয়াদের) কি হবে! আল্লাহ তা‘আলা তাকে মন্দ করুন ও তার ওপরে গযব নাযিল করুন।

হুসাইন পরিবারের স্ত্রী-কন্যা ও শিশুগণ ইয়াযীদের প্রাসাদে প্রবেশ করলে প্রাসাদে কান্নার রোল পড়ে যায়। ইয়াযীদ তাঁদেরকে বিপুলভাবে সম্মানিত করেন ও মূল্যবান উপঢৌকনাদি দিয়ে স্বসম্মানে মদীনায় প্রেরণ করেন।

যে তিনদিন হুসাইন পরিবার ইয়াযীদের প্রাসাদে ছিলেন, সে তিন দিন সকাল ও সন্ধ্যায় হুসাইনের দুই ছেলে ‘আলী (ওরফে যয়নুল আবেদীন) এবং ‘উমার ইবনু হুসাইনকে সাথে নিয়ে ইয়াযীদ খানাপিনা করতেন ও আদর করতেন।’

এরপর এজিদ আহলে বাইতের বাকী সকলকে ও হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)’র মাথা সম্মানের সাথে মদীনা পর্যন্ত পৌঁছানোর সুব্যবস্থা করেন। মদীনায় ‘বাকিউল গারকাদ’ ক্বরস্থানে তাঁর মা ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)’র পাশে সমাহিত করা হয়।[১]

[১] *সিয়ায় আ‘লামুন নুবালা- হাফিজ যাহাবী, ৩/২৯২; ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়্যাহ্- ৪/৫০৫; বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া- ইবনু কাসীর, ৮/৯৫-১৬৫; মান কাতালা হুসাইন আল আওয়াসেম ওয়াল কাওয়াসেম- ইবনুল আরাবী।*

কারবালার ঘটনাটি ছিল নিতান্তই রাজনৈতিক মতবিরোধের একটি দুঃখজনক পরিণতি। এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য মূলতঃ দায়ী ছিল বিশ্বাসঘাতক কূফাবাসীরা ও নিষ্ঠুর গভর্নর ‘উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ নিজে। কেননা ইয়াযীদ কেবলমাত্র হুসাইনের আনুগত্য চেয়েছিলেন, তাঁর খুন চাননি। হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) সে আনুগত্য দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। ইয়াযীদ স্বীয় পিতার ওয়াসিয়্যাত অনুযায়ী হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে সর্বদা সম্মান করেছেন এবং তখনও করতেন।

ইয়াযীদ ইবনু মু‘আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)’র চরিত্র সম্পর্কে হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)’র অন্যতম বৈমাত্রেয় ছোট ভাই ও শিয়াদের খ্যাতনামা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিইয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, ‘আমি তাঁর মধ্যে ঐ সব বিষয় দেখিনি, যেসবের কথা তোমরা বলছ। অথচ আমি তাঁর নিকটে হাযির থেকেছি ও অবস্থান করেছি এবং তাকে নিয়মিতভাবে সালাতে অভ্যস্ত ও কল্যাণের আকাঙ্খী দেখেছি। তিনি ‘ফিক্বহ’ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তিনি সুন্নাতের পাবন্দ।’

ইয়াযীদ সম্পর্কে একজন মুসলিমের ধারণা কেমন হওয়া উচিত?

শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী তার “কারবালার প্রকৃত ঘটনা” বইয়ের ২৯ পৃষ্ঠায় লিখেন তাফসীর হাদীস, ‘আক্বীদাহ্ এবং ইতিহাস ও জীবনীর কিতাবগুলো অধ্যয়ন করে যতদূর জানতে পেরেছি, তাতে দেখা যায় সালফে সালেহীনের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং অনুকরণীয় কোনো ইমামের কিতাবে ইয়াযীদের ওপর লানত করা বৈধ হওয়ার কথা আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি। কেউ তার নামের শেষে রহিমাহুল্লা-হ বা লা‘আনাহুল্লা-হ –এ দু’টি বাক্যের কোনোটিই উল্লেখ করেননি। সুতরাং তিনি যেহেতু তার ‘আমল নিয়ে চলে গেছেন, তাই তার ব্যাপারে আমাদের মন্তব্য না করাই উচিত। তাকে গালাগালি করাতে আমাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু অর্জিত হবে না। তার ভালো-মন্দ ‘আমলের হিসাব তিনিই দিবেন। ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লা-হ) ইয়াযীদের ব্যাপারে বলেন– “আমরা তাকে গালি দিবো না এবং ভালোও বাসবো না।”

মদ পান করা, বানর নিয়ে খেলা করা, ফাহেশা কাজ করা এবং আরো যে সমস্ত পাপ কাজের অপবাদ ইয়াযীদের প্রতি দেয়া হয়, তা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। তবে তাঁর চেয়ে হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) যে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ইবনু আসাকির স্বীয় ‘তারীখে’ ইয়াযীদ-এর মন্দ স্বভাবের বর্ণনায় যে সব উদ্ধৃতি পেশ করেছেন, সে সম্পর্কে ইবনু কাসীর বলেন, ‘ইয়াযীদের মন্দ স্বভাব সম্পর্কে ইবনু আসাকির বর্ণিত উক্তিসমূহের সবগুলোই জাল। যার একটিও সত্য নয়।’

মাত্র ৩৭ বছর বয়সে মৃত্যুকালে ইয়াযীদের শেষ কথা ছিল– আল্লাহ! আমাকে পাকড়াও করো না ঐ বিষয়ে যা আমি

চাইনি এবং আমি প্রতিরোধও করিনি এবং আপনি আমার ও 'উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদের মধ্যে ফায়সালা করুন।

আশুরায় শিয়াদের তাযিয়া মিছিলঃ মুহার্‌রমের চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মেতে উঠে সেই কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা প্রবাহের স্মৃতি উদযাপনে। শোক-সন্তপে যে একেবারে উদ্বেলিত হয়ে পড়েছে। মাতম মারসিয়া ও জারি পেটার ধুম পড়ে যায় স্থান জমঘটা করে। এর সাথে হুসাইন পরিবারের ময়দানে কারবালার শাহীদানের স্মরণে নির্মাণ করা হয় কাল্পনিক নকল ক্বর বা তাযিয়া। বাঁশ, বেত, কাপড়-শালু, রঙ্গিণ কাগজ ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত হয় এই কাল্পনিক ক্বর বা তাযিয়া এ কল্পিত ক্বরে বহির্ভাগ হিন্দুদের মঠাকৃতি ও মঠসদৃশ। এটাই তাযিয়া বা গোড়া মনযিল নামে অভিহিত। মুহার্‌রমের ১০ তারিখ 'আশুরার দিবসে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র ভণ্ড অনুসারীরা মাতমী লেবাস বা শোক পোষাক পরিধান করতঃ ঐ সকল তাযিয়া কাঁধে বহন করে মিছিল ও শোভাযাত্রা করে বিপুল সমারোহ। এই মিছিল অগ্রসর হতে থাকে, পথিমধ্যে স্থানে স্থানে চক্রাকারে মারসিয়া কীর্তন করে। শোভাযাত্রার গন্তব্যস্থল হচ্ছে কল্পিত কারবালা প্রান্তরের ইমাম বাড়ি। অগ্রভাগে থাকে ইমামের অনুসারী নামধারী এক প্লাটুন লশকর। লশকর বাহিনীর সৈনিকেরা সকলেই লাঠি-সোটা, ঢাল ও তলোয়ারের ঝনঝনাৎ তুঙ্গ নিনাদ! নর্তন কুর্দন ও লম্ফ ঝম্ফ চলে, জোর ক্বদমে চলে মিছিল আর কল্পিত ইমাম বাড়িতে উপনীত হয়ে সকল দৃশ্যের যবনিকাপাত হয়। 'আব্বাসিয়া খলীফা মুত্বী ইবনু মুক্বতাদিরের সময়ে (৩৩৪-৩৬৩ হি.) তার কট্টর শিয়া আমীর আহমাদ ইবনু বুইদা দায়লামী ওরফে মুইযমুদ্দৌলা ৩৫২ হিজরির শুরুতে ১০ মুহার্‌রমকে শোক দিবস ঘোষণা দেন।

তযিয়ার কুসংস্কার প্রথম দিকে শিয়াপন্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এটা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় সুন্নীদের মধ্যে সংক্রামিত ও সম্প্রসারিত হয়, সুন্নী যুবকগণ প্রথম দিকে তাযিয়া ও মারসিয়া জারি অনুষ্ঠানে কেবল দর্শক ও শ্রোতা হিসেবে যোগদান করত। অত্যন্ত মনোরম ও দৃশ্য। তাযিয়ার চাকচিক্য, লম্ফ, ঝম্ফ নর্তন কুর্দনের সঙ্গে রণভেরীর তাল বড়ই দৃষ্টিকোণে চিন্তা করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। বাহ্য দৃষ্টিতে তারা নবী পরিবারের প্রতি ইশক ও মহব্বতের নিদর্শন বিশ্বাসে অভিনেতাদের সাথে নেতাদের হাতে হাত ও গলায় গলা মিলিয়ে ভিড়ে গেছে দলে। এরপর থেকে প্রতি বৎসর মুহার্‌রমের চাঁদে তাযিয়ার জৌলুস, মারসিয়ার কীর্তন ও জারী পেটার অনুষ্ঠানে নামধারী সুন্নীরাও যোগদান করে থাকে নির্দ্বিধায় অথচ গভীরভাবে চিন্তা করলেই বিষয়টি সহজেই প্রতিভাত হয়ে উঠে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় বহু সহাবায়ি কিরাম কাফিরদের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হয়েছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের স্মৃতি বার্ষিকী উদযাপন করেননি এবং তাযিয়া ও মারসিয়া অনুষ্ঠানও করেননি। সহাবায়ি কিরামকেও করতে বলেননি। তাহলে ১০ মুহার্‌রম তারিখে অতিশয় ধুমধামের সাথে ইমাম হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর পরিবারের যারা কারবালার যুদ্ধে শাহীদ হয়েছেন তাদের স্মৃতি উদযাপন, তাযিয়া মিছিল, জারী পেটা কিভাবে ইসলামের আদর্শ হতে পারে? কস্মিণকালেও না; বরং এ সমস্তই ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ। উপরন্ত এ সমস্তই হচ্ছে মূর্তি পূজকদের অন্ধ অনুকরণ। তাদের (হিন্দুদের) আছে দশম তারিখে দশহারা, এদেরও (শিয়াদেরও) আছে ১০ মুহার্‌রম কল্পিত ক্বরের ফাতিহা ও দাফনক্রিয়া। তাদের আছে রামলীলা কীর্তন, এদেরও আছে মারসিয়ার জারী গান হায় হোসেন হায় হোসেন। তাদের আছে রামের যুদ্ধ কাহিনী কীর্তন, এদেরও আছে কারাবালার যুদ্ধ কাহিনীর জারী কীর্তন, পার্থক্য তো কিছুই নেই। এতো সম্পূর্ণ মূর্তিপূজকদের অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণ।[১]

উগ্র শিয়াদের বাড়াবাড়িঃ উগ্র শিয়ারা কোনো কোনো ইমাম বাড়ীতে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র নামে বেঁধে রাখা একটি বকরীকে লাঠিপেটা করে ও অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে বদলা নেয় ও উল্লাসে ফেটে পড়ে। তাদের ধারণা মতে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র পরামর্শক্রমেই আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অসুখের সময় জামা'আতে ইমামতি করেছিলেন ও পরে খলীফাহ্ নির্বাচিত হয়েছিলেন। সে কারণে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খলীফাহ্ হতে পারেননি (নাউযুবিল্লাহ)। আর এ সময় 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু), 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু), মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রমূখ জলীলুল ক্বদর সহাবীকে বিভিন্নভাবে গালি দেয়া হয়।

আশুরা উপলক্ষে প্রচলিত বিদ'আতী অনুষ্ঠানাদির কোনো অস্তিত্ব এবং অশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্‌সমূহের কোনো প্রমাণ সহাবায়ি কিরামের যুগে পাওয়া যায় না। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কাউকে সাজদাহ্ করা যেমন হারাম, তা'যিয়ার নামে ভূয়া ক্বর যিয়ারত করাও তেমনি মূর্তি পূজার শামিল। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি লাশ ছাড়াই ভূয়া ক্বর যিয়ারত করল, সে যেন মূর্তিকে পূজা করল।'[২]

সবচেয়ে বড় কাবীরাহ্ গুনাহ হলো সহাবায়ি কিরামকে গালি দেয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমরা আমার সহাবীগণকে গালি দিও না। কেননা (তাঁরা এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে), তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, তবুও তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ অর্থাৎ- সিকি সা' বা তার অর্ধেক পরিমাণ (যব খরচ)-এর সমান সাওয়াব পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।'

শোকের নামে দিবস পালন করা, বুক চাপড়ানো ও মাতম করা ইসলামী রীতি নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

[১] *ইসলামের দৃষ্টিতে মুহার্‌রম- পৃ. ৩৪-৩৬।*
[২] *'আশুরায়ে মুহার্‌রম ও আমাদের করণীয়- ৫ পৃ.।*

'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে নিজের মুখে মারে, কাপড় ছিঁড়ে ও জাহিলী যুগের ন্যায় মাতম করে।

'আশুরার নামে বিদ'আতের সূচনা: 'আব্বাসীয় খলীফা মুক্বতাদিরের সময়ে (৩৩৪-৩৬৩ হি./৯৪৬-৯৭৪ পৃ.) তাঁর কট্টর শিয়া আমীর আহমাদ ইবনু বুইয়া দায়লামী ওরফে 'মুইযযুদ্দৌলা' ৩৫১ হিজরির ১৮ যিলহাজ্জ তারিখে বাগদাদে 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র শাহাদাত বরণের তারিখকে তাদের হিসেবে খুশীর দিন মনে করে 'ঈদের দিন' হিসেবে ঘোষণা করেন। শিয়াদের নিকটে এই দিনটি পরবর্তীতে ঈদুল আযহার চাইতেও গুরুত্ব পায়। অতঃপর ৩৫২ হিজরির শুরুতে ১০ মুহার্‌রমকে তিনি 'শোক দিবস' ঘোষণা করেন এবং সকল দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত বন্ধ করে দেন ও মহিলাদেরকে শোকে চুল ছিড়তে, চেহারা কালো করতে, রাস্তায় নেমে শোকগাঁথা গেয়ে চলতে বাধ্য করেন। শহর ও গ্রামের সর্বত্র সকলকে শোক মিছিলে যোগদান করতে নির্দেশ দেন। শিয়ারা খুশী মনে এই নির্দেশ পালন করে। কিন্তু সুন্নীরা চুপ হয়ে যান। পরে সুন্নীদের উপরে এই ফরমান জারি করা হলে ৩৫৩ হিজরিতে উভয় দলে ব্যাপক সংঘর্ষ বেধে যায়। ফলে বাগদাদে তীব্র নাগরিক অসন্তোষ ও সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি হয়।

শুধু হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র জন্য মাতম?

কারবালার প্রান্তরে ইমাম হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-সহ তাঁর পরিবারের প্রায় সকলেই শাহাদাত বরণ করেন। এর আগে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নাতী এবং 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র বড়পুত্র হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বিষপানে হত্যা করে, তার আগে ইসলামের তৃতীয় খলিফাহ্ 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে কুরআন পাঠরত অবস্থায় ষড়যন্ত্রকারীরা ছুরির আঘাতে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, তার আগে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফাহ্ 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ফজর সালাতে ইমামতি করার সময় অন্ধকারে ছুরির আঘাতে হত্যা করা হয়। আর অসংখ্য সাহাবার নির্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্যে ইসলামের অন্যতম বীরসেনানী দুর্দিনের সাহায্যকারী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চাচা আমির হামজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যার পর তার কলিজা চিবিয়ে খাওয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সময়ে কত নবী-রাসূলকে অমানবিক কষ্টের দ্বারা হত্যা করা হয়। এদের মর্যাদা কি হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র চেয়ে কম ছিল? কিন্তু কোথায় তাদের জন্যতো কোনো মাতাম বা শোক পালন করা হয় না অথবা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা পরবর্তীতে সহাবায়ে কেরাম তো এরূপ কোনো কর্মকাণ্ড করেননি, তাহলে কী রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীদের চেয়েও বেশি মহব্বত এসব কৃত্রিম দরদীদের, কক্ষনো নয়! তাই এসব ইসলাম বিরোধী তৎপরতা থেকে অবশ্যই বাঁচতে হবে অন্যথায় ঈমান নষ্ট হয়ে জাহান্নামে যেতে হবে।

"মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করা জাহিলিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত। বিলাপকারী যদি তাওবাহ্ না করে মারা যায়, তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ আলকাতরার প্রলেপ লাগানো জামা পড়াবেন এবং অগ্নি শিখা দ্বারা নির্মিত জামা পরাবেন।"[১]

শিয়া 'আলেম ইবনু বাবুওয়াই আল-কুম্মী বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, বিলাপ করা জাহিলী জামানার কাজ।[২]

শিয়াদের ভ্রান্ত 'আক্বীদাহ্: বাংলাদেশেও বহু শিয়া বসবাস করে। তাদের সাথে আমাদের অবাধ মেলামেশা রয়েছে আমাদের 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাসের সাথে তাদের বিশ্বাস যে কতটুকু পার্থক্য তা তারা প্রকাশ করে না; বরং তাদের বিভিন্ন বই-পুস্তক দিয়ে আমাদের যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করছে। দেশের কিছু পেটপূজারী 'আলিম শিয়া-সুন্নী কোনো বিভেদ নেই বলে প্রচার চালায়। কিন্তু সত্য এই যে, কোনো ব্যক্তি বাহ্যিক আচরণের যতই ইসলামী হোক না কেন আন্তরিক ক্ষেত্রে যখন ইসলামী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যদিও তাকে মুসলিম বলে মনে করি কিন্তু আল্লাহর দরবারে সে কখনও মুসলিম বলে গৃহীত হবে না। উল্লেখ্য, মক্কার কাফিররা আল্লাহর ওপর ঈমান থাকা সত্ত্বেও বাহ্যিক কুফ্‌রী আচরণের কারণে তারা কাফির বলে আখ্যায়িত হয়েছেন।

আল কুরআন নিয়ে ভ্রান্তি: আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এটা সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই।"[৩] "এটা অবশ্যই এ মহিমাময় গ্রন্থ ও কোনো মিথ্যা তাতে অনুপ্রবেশ করবে না, অগ্র-পশ্চাৎ কোনো দিক থেকেই নয়।"[৪]

হিশাম ইবনু সালিম আবূ 'আব্দুল্লাহ (ইমাম জা'ফর) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জিব্‌রা-ঈল (আলায়হিস সালাম) যে কুরআন মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নিকট এনেছিলেন তাতে সত্তর হাজার আয়াত ছিল।[৫] 'আল্লামা কাযভিনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: ইমাম জা'ফর সাদিকের উক্তির অর্থ এটাই যে, জিব্‌রা-ঈল (আলায়হিস সালাম)-এর আনীত কুরআন থেকে অনেক অংশ বাদ দেয়া হয়েছে এবং তা কুরআনের বর্তমান প্রসিদ্ধ কপিসমূহে নেই।[৬]

প্রত্যেক মুসলিম পবিত্র কুরআনকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সংরক্ষিত তিনি এর হিফাযাতকারী এবং এতে কোনো ধরনের সংযোজন বা বিয়োজন করা হয়নি বলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু যদি কেউ বলে এ কুরআন আসল কুরআন নয়,..; বরং যে কুরআন ছিল তা আবূ বাক্‌র, 'উমার, 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ধ্বংস করে দিয়েছে এবং অন্যান্য সাহাবী তাদের এ কাজকে সমর্থন করার কারণে তারা

---

[১] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৫৮১।*
[২] *শিয়াদের কিতাব : মান লা ইয়াহযরহুল ফাকীহ্।*
[৩] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২।*
[৪] *সূরা হা-মীম, আস্ সিজদাহ্ : ৪১-৪২।*
[৫] *আল ক্বাফী- ২/৬৩৪ পৃ.।*
[৬] *ইরানী ইনকিলাব ও ইমাম খোমেনী- ১২৬ পৃ.।*

সকলেই কাফির। তাহলে এ ধরনের বক্তব্য যারা বিশ্বাস করে ও প্রচার করে তাদের ব্যাপারে আপনি কি বলবেন?

যদি বলে আসলে কুরআন সত্তর হাজার আয়াত বিশিষ্ট ছিল। 'আলী, হাসান, হুসাইন ও ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সন্তানদের মধ্যে ইমাম কারা হবেন তাদের সম্পর্কে আয়াত ছিল। কিন্তু আবূ বাকুর, 'উমার, 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেগুলো ধ্বংস করে দিয়েছে। আর বর্তমানে কুরআনে মাত্র ছয় হাজার দুইশত উনত্রিশটি আয়াত রয়েছে। তাহলে এদের সম্পর্কে আপনি কি বলবেন?

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ নিয়ে ভ্রান্তি: 'আব্দুল্লাহ 'ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত– এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি মহান আল্লাহর রাসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জ পালন করা এবং রমাযানের সিয়াম পালন করা।"[১]

"যুরারা ইমাম বাকির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: পাঁচটি স্তরের উপরে ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত। সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত এবং ইমামাত। (অর্থাৎ- ইমামতের 'আক্বীদাহ্ মানা) এগুলোর মধ্যে ইমামাত স্তম্ভটি যেরূপ গুরুত্ব সহকারে ঘোষিত হয়েছে, তেমন অন্য কোনোটি হয়নি। মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইমাম জা'ফরকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আল্লাহ রাসূলদের কাছ থেকে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র ইমামাত গ্রহণ করেছেন।[২]

কা'বা থেকে কারবালা উত্তম বলা: আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে তা কা'বা গৃহ যা মক্কায় অবস্থিত এবং সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির জন্য হিদায়াতস্বরূপ ও বারকাতময়।"

শিয়াদের বিশ্বাস যেসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কারবালাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। তাতে কারবালা কা'বায়ে মুয়ায্যামাহ্ থেকে উত্তম ও সুউচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।[৩]

প্রত্যেক মুসলিম মাত্রই স্বীকার করবেন সবচেয়ে পবিত্র স্থান হচ্ছে কা'বা। তা প্রত্যেক মুসলিমের ক্বিবলা যেখানে মুখ করে সে তার সালাত আদায় করে থাকে। কিন্তু যদি কোনো গোত্র বা জাতি নিজেদের মুসলিম দাবি করে আর বলে যে, কা'বার চেয়ে কারবালা উত্তম তাহলে তাদের কি বলবেন?

জিব্‌রা-ঈল (আলায়হিস সালাম)-কে খিয়ানতকারী বলা: আল্লাহ বলেন, "বলুন, একে পবিত্র ফেরেশ্‌তা (জিবরা-ঈল) পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিশ্চিত সত্যসহ নাযিল করেছেন।"[৪]

শিয়াদের বিশ্বাস আল্লাহর পক্ষ থেকে রিসালাতের দায়িত্ব পালনে জিবরা-ঈল (আলায়হিস সালাম) ছিলেন খিয়ানতকারী। তিনি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রতি নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও ওয়াহী নিয়ে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নিকট গমন করেন। এজন্যই শিয়ারা জিবরা-ঈল (আলায়হিস সালাম)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে।[৫]

সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ: আল্লাহ বলেন, "আর আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও (সাহাবীগণ) আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।"

আবূ 'আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে কোনো নবী প্রেরিত হয়েছেন তার উম্মাতেই দু'জন শয়তান তাকে কষ্ট দিতো এবং তারপর লোকদেরকে বিভ্রান্ত করত। নূহ্ (আলায়হিস সালাম)-এর সাথী দু'জন ছিল, আর নবী (ﷺ)-এর সাথী দু'জন ছিল জিবরাত ও যুরাইক।[৬] শিয়াদের মালা মাকবুল নামক ভারতীয় বিদ্বান জিবরাত ও যুরাইক শব্দদ্বয়ের অর্থ করেছেন আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।[৭]

মুতা বিবাহ: কোনো পুরুষ কোনো স্বামীহীনা গায়র মাহরাম (যার সাথে বিবাহ চলে নারীর সাথে এই মর্মে চুক্তিতে উপনীত হওয়া যে, আমি তোমাকে এই সময়কাল পর্যন্ত এই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ভোগ করব। এতে সময়কাল নির্দিষ্ট হওয়া এবং মুত'আ ভোগ করা) শব্দ ব্যবহার করা যায়। এই প্রস্তাব কবূল করে নিলেই মুত'আর চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যায়। এতে সাক্ষী, কাযী, উকিল, ঘোষণা; বরং তৃতীয় কোনো ব্যক্তির অবহিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সম্পূর্ণ সঙ্গোপনেও এ সবকিছু হতে পারে। যে পুরুষ মুত'আ করে তার ওপর মহিলার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান তথা ভরণপোষণের কোনো দায়িত্ব থাকে না। কেবল নির্দিষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিকই পরিশোধ করতে হয়। নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে গেলে মুতআও শেষ হয়ে যায়। এই নির্দিষ্ট সময় এক ঘণ্টা থেকে নিরানব্বই বছর পর্যন্ত হতে পারে।

✶ যে ব্যক্তি একবার মুতআ করে সে ইমাম হাসানের মর্তবা পাবে। যে দু'বার করে, সে ইমাম হুসাইনের মর্তবা পাবে। যে তিনবার করে, সে আমিরুল মু'মিনীন 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মর্তবা পাবে আর যে চারবার এই পুণ্যকাজ করে, সে আমার (রাসূলুল্লাহ [ﷺ]) মর্তবা পাবে।[৮]

যে মুত'আ বিবাহ রাসূল (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো তা আজও এই শিয়াদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

সূত্র: ১. ইসলামের দৃষ্টিতে মুহার্‌রম। ২. 'আশুরা ও কারবালা। ৩. কারবালার প্রকৃত ঘটনা। ৪. 'আশুরায়ে মুহার্‌রম ও আমাদের করণীয়। ৫. ইমাম হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মূল হত্যাকারী কে? ৬. ইসলামী বিশ্বকোষ- ২৫তম খণ্ড। ৭. ইসলামের ইতিহাস- ৩য় খণ্ড।

---

[১] *সহীহুল বুখারী।*
[২] *বাসায়েরুদ দারাজাত- ২/৯ম অধ্যায়, ইরানে মুদ্রিত।*
[৩] *হাক্কুল ইয়াক্বীন- ১৪৫ পৃ.।*
[৪] *সূরা আন্ নাহ্‌ল : ১০২।*
[৫] *শিয়াত মতবাদের স্বরূপ- আব্দুল মতিন সালাফী।*
[৬] *আলকামী তাফসীর- ১/১২৫ পৃ.।*
[৭] *মাকবুলে কুরআন (উর্দু)- ২৮১ পৃ., ভারতে মুদ্রিত।*
[৮] *ইরানী ইনকিলাব ও ইমাম খোমেনী- পৃ. ১৪০।*

الأحداث الجارية / সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তসংকট ও সভ্যতার আহাজারি

আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। আপ্তবাক্যটি বিশ্ববিশ্রুত। মনুষ্য সমাজের নিকট গর্বের কারণও বটে। স্বয়ং খোদাবন্দ কুদ্দুস ঘোষণা দিয়েছেন–

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ﴾

"নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মানানসই গঠনে ও সুন্দরতম সৌষ্ঠবে।"[১] বিভিন্ন ধর্মের নানা বচনে, গানে, গীতিতে এটি ফুটে উঠেছে। মধ্য যুগের মানবতাবাদী বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস বলেছেন–

"সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে নাই।"

সৃষ্টির সেরা হিসেবে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের সাথে সভ্যতারও অবতারণা করেছেন। বচনটির মাঝে অতিশয়োক্তি থাকলেও কবি তাঁর ভাবধারায় মানুষের মর্যাদা, ভালোবাসা এবং মানবিকতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে চেয়েছেন। সামাজিক বিভাজন বা কুসংস্কারের চেয়ে মানবতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ পঙক্তিদ্বয়ে তার প্রতিফল ঘটেছে। মানুষ হয়ে মানুষের জন্য ভূপেন হাজারিকা গেয়েছেন–

"মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যের,
একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না?"

ভূপেন হাজারিকা সমাজের বৈষম্য, দুঃখ-কষ্ট ও মানুষের মানুষে সাথে নিদারুণ উদাসীনতা ও অবজ্ঞা দেখে গানটির সৃষ্টি।

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ! হালে যা কী দেখছি? মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা তো নেই; বরং দেখা যাচ্ছে অসহনীয় অবিচার অত্যাচার ও অবজ্ঞা। সম্প্রতি ভারতের খোদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রি অমিত শাহ কথিত অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে কুমির ও সাপ ছাড়ার প্রস্তাব দিয়েছেন, খবরটা ভিমড়ি খাবার উপক্রম হয়েছে। মানুষ মারার নানা উপায় যুগে যুগে দেখা গেছে। এত দিনে শোনা যাচ্ছে তিন বারের সফল প্রধানমন্ত্রি বেগম খালেদা জিয়াকে স্লো পয়জনিং করে হত্যা করা হয়েছে। শুলে কিংবা বিষপান করে হত্যা ছাড়া ফাঁসিকাষ্টে এবং ফায়ারিং স্কোয়াডে হত্যার কথা আমরা জানি কিন্তু সাপ-কুমিড় দিয়ে মানুষ হত্যার জঘন্য প্রস্তাব আমি ইতিপূর্বে শুনেছি বলে মনে হয় না।

হ্যা, পত্রিকান্তরে জেনেছি যে, ২০১৮-১৯ সালের দিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ভাষনে অমিত বাবু বলেছেন, অনুপ্রবেশকারীরা উঁইপোকার মতো... তাদের এক এক করে তুলে বের করে দেয়া হবে। শ্রেষ্টজীব মানুষকে আর একজন মানুষ উঁইপোকার সাথে তুলনা করছেন কী আশ্চর্য! আর সম্ভবত সেই কারণেই কুমির ও অজগর সাপের আহার হিসেবে উঁইপোকা তুল্য মানুষকে বেছে নিয়েছেন। ৪০৯ কি.মি. মূল সীমানার ভূখণ্ড জল ও বন-জঙ্গল বেষ্টিত সীমানা ধর্তব্যের মধ্যে নয় তবু বিষয়টা নিয়ে কুটনৈতিক পর্যায়ে ভাববার প্রয়োজন আছে। অপমানকর এমনি সিদ্ধান্ত স্বাধীন দেশের নাগরিকের কাছে নিশ্চয় গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

বাংলাদেশ সীমান্তে প্রায় ৩,২০০-৩,৩০০ কি.মি কাঁটা তারের বেড়া আছে। বাকি অংশ নদী, জলাভূমি, পাহাড়ি এলাকা। কাঁটাতারের বেড়ায় আছে ফ্লাড লাইট যা বাংলাদেশের জন্য বড়ই ক্ষতিকর। এই শক্তিশালী ফ্লাড লাইট কৃষি ও পরিবেশ-দু'টোর উপরই কিছু নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বিষয়টা শুধু আলোই নয়; বরং এটি Light Pollution-এর একটি অংশ। এই আলো দুষনের কারণে ফসলের উপর প্রভাব পড়ে।

১. স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত: অনেক গাছ দিনের আলো ও রাতের অন্ধকারের ভারসাম্যের উপর নির্ভর করে। এটি Photoperiodism নামে পরিচিত। সারারাত আলো থাকলে- ১.১: ফুল ফোটা দেরি হতে পারে। ১.২: ফলন কমে যেতে পারে।

২. শ্বাস-প্রশ্বাস ও বিপাক প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত: রাতে গাছ বিশ্রাম নেয় ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। অতিরিক্ত আলো সেই প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে।

৩. পোকামাকড়ের আচরণ পরিবর্তন: ফ্লাড লাইটে অনেক পোকা আকৃষ্ট হয়, ফলে- ৩.১: ক্ষতিকর পোকা বাড়তে পারে, ৩.২: পরাগায়নকারী উপকারী পোকা (যেমন- মৌমাছি) বিভ্রান্ত হয়।

৪. পরিবেশের উপর প্রভাব: ৪.১. জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতি। রাতচরা প্রাণি (পাখি, কীটপতঙ্গ, ছোট স্তন্যপায়ী) তাদের স্বাভাবিক আচরণ হারায়- ১.১: খাবার খোঁজা, প্রজনন, চলাচল সবই বিঘ্নিত হয়। ১.২: অনেক পরিযায়ী পাখি রাতের আকাশ দেখে পথ চিনে। কৃত্তিম আলো তাদের বিভ্রান্ত করে।

১.৩: অতিরিক্ত আলো মানুষের ঘুমের হরমোন (Melatonin) কমিয়ে দিতে পারে, ফলে ঘুমের সমস্যা ও মানুসিক চাপ বাড়ে।

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত এমনভাবে নানা ক্ষতির মুখোমুখি করে রেখেছে। এ সকল ক্ষতি সমাজ পরিবেশের জন্য যেমন মারাত্মক তেমনি ভয়ংকর। ভারত-বাংলাদেশের পানি সমস্যা দীর্ঘদিনের। বাংলাদেশে প্রবাহিত আন্তঃসীমান্ত নদী প্রায় ৫৪টি। এর উজানে অধিকাংশ নদীতেই বাঁধ দিয়েছে ভারত সরকার। শুষ্ক মৌসুমে পানির সংকট, নদীর নাব্যতা ও পরিবেশের ক্ষতি, লবনাক্ততাবৃদ্ধি ও আকস্মিক বন্যার কারণে বাংলাদেশ আজ বিপর্যস্ত। প্রতিবেশি দেশের প্রতি এমন আচরণ কাম্য নয়। প্রতিবেশি দেশের জনগণের প্রতি এমনিতরো অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি অগ্রহণযোগ্য। মানবিক মূল্যবোধ ছাড়া সভ্যতাপূর্ণতা পায় না। অমানবিক আচরনে লালিত সভ্যতার আহাজারি বাড়ে। সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। এমন অবস্থা নিরসনের জন্য মানবিক মূল্যবোধের চর্চা জরুরি।

* **প্রফেসর ও চেয়ারম্যান,** ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ, **পরিচালক,** এশিয়ান ইন্সটিটিউট এবং **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এ. ইউ. বি।

[১] *সূরা আত্-তীন: ৪।*

رَأْيٌ / অভিমত

জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হলে আমাদের করণীয় ও বর্জনীয়

সংকলনে– মোহাম্মদ ওমর ফারুক রানা*

ভূমিকা: জাহান্নামের আগুন অত্যন্ত ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক। পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে এই আগুন থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত লাভ করাই একজন মু'মিনের মূল লক্ষ্য। কুরআন ও সহীহ হাদীসে এমন কিছু আমল ও উপায়ের কথা বলা হয়েছে, যা অনুসরণ করলে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। নিচে এই উপায়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. খাঁটি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শিরক বর্জন: জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার মূল শর্ত হলো মহান আল্লাহর একত্ব বা তাওহীদে বিশ্বাস করা এবং যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত থেকে মুক্ত থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত (শিরক) করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর জালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।"[১] আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। শিরক এমন এক অপরাধ, যা তাওবাহ্ ছাড়া আল্লাহ ক্ষমা করেন না এবং শিরককারীর জন্য জান্নাত চিরতরে হারাম হয়ে যায়। ইতবান বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. يَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ.

"আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই) বলে।"[২] মুখে কেবল তাওহীদের বাণী উচ্চারণ করাই যথেষ্ট নয়; বরং তা অন্তরে বিশ্বাস করে খাঁটি নিয়তে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করতে হবে। তবেই জাহান্নাম হারাম হবে।

২. ফরজ ইবাদতে নিষ্ঠা (বিশেষ করে সালাত): পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সঠিক সময়ে এবং সুন্নাহ অনুযায়ী আদায় করা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির অন্যতম প্রধান মাধ্যম। বিশেষ করে ফজর ও আসরের সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়া জরুরি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾

"তোমরা সালাতসমূহের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের (আসরের সালাত) এবং আল্লাহর সামনে একনিষ্ঠভাবে দাঁড়াও।"[৩]

সালাত মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভয় ও আনুগত্যের ভাবধারা সৃষ্টি করে। এখানে 'মধ্যবর্তী সালাত' বলতে অধিকাংশ সহীহ হাদীসের আলোকে 'আসরের সালাত'-কে বোঝানো হয়েছে, যা ব্যস্ততার কারণে ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

'উমারাহ্ ইবনু রুয়াইবাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا.

যে ব্যক্তি সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বের (ফজর) এবং সূর্য ডুবার পূর্বের (আসর) সালাত আদায় করবে, সে কখনোই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।[৪] ফজর ও আসরের সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। দিনের এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অলসতা বর্জন করে জামায়াতের সাথে সালাত আদায় মু'মিনকে জাহান্নাম থেকে সুরক্ষা দেয়।

৩. মহান আল্লাহর রাস্তায় দান-সাদাক্বাহ্: দান-সাদাক্বাহ্ মানুষের পাপকে মিটিয়ে দেয় এবং জাহান্নামের আগুন থেকে ঢাল হিসেবে কাজ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।"[৫] মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যেকোনো পরিস্থিতিতে (গোপনে বা প্রকাশ্যে) দান করলে তার পূর্ণ প্রতিদান নিশ্চিত। খাঁটি নিয়তে দান করলে পরকালে কোনো ভয় বা দুশ্চিন্তা থাকবে না। আদী বিন হাতিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

اَتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

---

*সাবেক সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান, আহলে হাদীস লাইব্রেরি, ঢাকা এবং পরিচালক, উসওয়া পাবলিকেশন্স।

[১] সূরা আল-মায়িদাহ: ৭২।

[২] বুখারী- ৪২৫; সহীহুল জামে'- ১৭৬১, আলবানী সহীহ।

[৩] সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৩৮।

[৪] মুসলিম- ৬৩৪; নাসায়ী- ৪৮৪, আলবানী সহীহ বলেছেন।

[৫] সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৭৪।

"তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো, তা একটি খেজুরের টুকরো সাদাক্বাহ্ করার মাধ্যমে হলেও।"[১]

দানের পরিমাণ ছোট হলেও তা তুচ্ছ নয়। সামর্থ্য অনুযায়ী অল্প হলেও নিয়মিত সাদাক্বাহ্ করার অভ্যাস জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষার বড় হাতিয়ার।

৪. মহান আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন ও ইস্তিগফার: পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং তাঁর ভয়ে চোখ থেকে পানি ফেলা জাহান্নামের আগুন নেভানোর অনন্য উপায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ ۚ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾

"বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২] মানুষ যত বড় পাপই করুক না কেন, মহান আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না। খাঁটি তাওবাহ্ ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বান্দার পূর্বের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ.

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না ওলান থেকে দোহন করা দুধ স্তনে ফিরে যায়।[৩]

আল্লাহর জন্য অন্তরে ভয় ও অনুতপ্ততা থাকা ঈমানের লক্ষণ। নির্জনে পাপের কথা স্মরণ করে আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বিসর্জন দিলে পরকালে নিশ্চিত নিরাপত্তা পাওয়া যায়।

৫. উত্তম চরিত্র ও মানুষের অধিকার (বান্দার হক্ব) রক্ষা করা: মানুষের সাথে সদাচরণ করা, নম্র স্বভাবের হওয়া এবং কারো প্রতি জুলুম না করা জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে থাকার অন্যতম উপায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا﴾

"আর দয়াময় আল্লাহর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞ ব্যক্তিরা যখন তাদের সম্বোধন করে (বিতর্ক করতে চায়), তখন তারা বলে– শান্তি।"[৪]

মহান আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের অন্যতম গুণ হলো অহংকারহীনতা ও নম্রতা। তারা অজ্ঞ ও মূর্খদের অনর্থক তর্কে জড়ায় না; বরং শান্তি ও সদাচরণের মাধ্যমে পরিস্থিতি এড়িয়ে চলে। 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ.

আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জানাব না, যার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম এবং জাহান্নামের জন্য সে হারাম? সে হলো এমন ব্যক্তি, যে মানুষের কাছাকাছি (সহজ সরল), নম্র ও কোমল স্বভাবের।[৫] ইসলাম কেবল ইবাদতের নাম নয়, আচরণেরও নাম। মানুষের সাথে রূঢ় আচরণ পরিহার করে নম্র, ভদ্র ও সহজ স্বভাবের অধিকারী হওয়া জাহান্নাম হারামের অন্যতম কারণ।

৬. জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির জন্য নিয়মিত দু'আ করা: জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য মহান আল্লাহর কাছে বেশি বেশি আশ্রয় প্রার্থনা করা মু'মিনের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব হটিয়ে দিন; নিশ্চয়ই এর আযাব অবিনাশী ও স্থায়ী।"[৬] জাহান্নামের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ ও চিরস্থায়ী। তাই সদা সতর্ক মু'মিন বান্দারা সবসময় আল্লাহর কাছে এই কঠিন আজাব থেকে মুক্তির আকুল প্রার্থনা জানায়। আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

وَمَنِ اسْتَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اللّٰهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ.

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কাছে তিনবার জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি চায়, জাহান্নাম স্বয়ং মহান আল্লাহর কাছে বলে: হে আল্লাহ! তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিন।[৭]

জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে আবেদন করতে হবে। বান্দার আকুল দু'আর কারণে স্বয়ং জাহান্নামও তার মুক্তির জন্য সুপারিশ করে।

উপসংহার: জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হলে সবার আগে নিজের 'আক্বিদাহ্ বা বিশ্বাসকে শুদ্ধ করতে হবে। শিরক ও বিদ'আতমুক্ত সুন্নাহভিত্তিক জীবন গড়ার পাশাপাশি নিয়মিত ইবাদত, দান-সাদাক্বাহ্, খাঁটি তাওবাহ্ এবং পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত দু'আগুলোর মাধ্যমে সর্বদা আল্লাহর রহমত অন্বেষণ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করুন –আমীন।

---

[১] *বুখারী- ১৪১৩; মুসলিম- ১০১৬; সহীহুল জামে- ১১৩, সহীহ।*
[২] *সূরা আয্-যুমার: ৫৩।*
[৩] *তিরমিযী- ১৬৩৩; মিশকাত- ২০১, আলবানী সহীহ।*
[৪] *সূরা আল-ফুরক্বা-ন: ৬৩।*
[৫] *তিরমিযী- ২৪৮৮; সহীহাহ্- ৯৩৮, আলবানী সহীহ বলেছেন।*
[৬] *সূরা আল-ফুরক্বা-ন: ৬৫।*
[৭] *তিরমিযী- ২৫৭২; ইবনু মাজাহ্- ৪৩৪০; সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব- ৩৬৫৪, আলবানী সহীহ।*

سفر\ زيارة / ইতিহাস-ঐতিহ্য:

যাদের মাধ্যমে হয়েছিল ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা!

নাঈম ইবনে উবায়দুল্লাহ*

স্বকীয় সত্তা সংরক্ষণে এ উপমহাদেশীয় মুসলমানদের একটা ঐতিহ্যগত ভিত্তি রয়েছে। সময়ের আবর্তে মুসলিম প্রশাসনের অবহেলা ও দুর্বলতার সুযোগে বিজাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির দুষ্ট অনুপ্রবেশে এবং পরে ইংরেজ শাসনের বিমাতাসুলভ আচরণ ও শোষণের ফলে উপমহাদেশীয় মুসলিম সমাজের তাহযীব তমদ্দুন তথা নিজস্ব জীবন পদ্ধতি বারবার হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। এ হেন দুর্যোগ মুহূর্তে যুগে যুগে উপমহাদেশে ক'জন প্রতিভাদীপ্ত ও বিপ্লবী মুসলিম মনীষার আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁদের ঈমানী শক্তি সম্পৃক্ত ক্ষুরধার লেখনী ও নাঙ্গা তলোয়ার এসব প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে বিপ্লবী বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করে খাঁটি ইসলামী জীবন পদ্ধতি পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস পেয়েছে। উপমহাদেশের বুকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নামে দু'টো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় এ রেনেসাঁ আন্দোলনেরই ফলশ্রুতি।*

মোঘল সম্রাট আকবরের শাসনামলে বিধর্মী সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব ও অনুপ্রবেশের জোয়ারে এ উপমহাদেশে মুসলিম তাহযীব-তমদ্দুন তথা ধর্মীয় দর্শনের সনাতন রূপটি কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে তলিয়ে যায়। তিনি নতুন ইসলামকে বাদ দিয়ে 'দীন-ই-ইলাহী' নামে একটি ভ্রষ্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

এদিকে পীর-মুরিদীর ধারা ধরে ইসলামী সূফীবাদ বেদান্তের বৈরাগ্যবাদের খপ্পরে পড়ে ইসলামের সনাতন রূপ হারিয়ে ফেলে। এ অন্তর্ঘাতী সংমিশ্রন ঘটাতে কতিপয় বিদ'আতী পীর ফকিরের স্বার্থলোলুপ কর্ম সহায়ক হয়েছে। ইসলামের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে অনবহিত সাধারণ মুসলমানগণ স্বাভাবিকভাবেই ইসলামের একটি শাখা সূফীবাদকে ইসলামের মডেল হিসেবে গ্রহণ করে। এমনকি রাজা-বাদশাহরাও তাদের সংকীর্ণ স্বার্থবশে তথাকথিত সূফীবাদের পরিপুষ্টি সাধনে উঠে পড়ে লেগে যায়। খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে উপমহাদেশে সূফী প্রভাব বৃদ্ধি পায়। সম্রাট আকবরের সময় পরিস্থিতির আশঙ্কাজনক অবনতি ঘটে। মুসলিম সমাজের এ হেন দুর্যোগ মুহূর্তে মহান সংস্কারক শেখ আহমদ সরহিন্দ অর্থাৎ- মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহিমাহুল্লাহ)'র আবির্ভাব ঘটে। তার সংস্কার আন্দোলনের পদ্ধতিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

(০১) একদল কর্মীকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাদান করে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচারাভিযানে প্রেরণ করেন। রাসূলে করীম, খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবাদের অনুসৃত পথ প্রচারই ছিল তাদের একমাত্র কর্ম।

(০২) উপমহাদেশে ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের নিকট জ্ঞানগর্ভ ও মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ পত্র লিখেন। এতে ইসলামী আকায়েদ ও 'আমলের বিস্তারিত আলোচনার সন্নিবেশ ছিল। তাঁর এসব পত্র সংকলন 'মাকতুবাত' নামে পরিচিত।

(০৩) রাজ-দরবারের বিভিন্ন বিশিষ্ট আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের ওপর তাঁর মতের প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হন, যাতে সম্রাটের মনোভাব তাদের প্রচেষ্টায় পরিবর্তিত হয়।

(০৪) সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর পরই তিনি কতিপয় রাজন্যবর্গকে এই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান যে, তারা আর কখনো ইসলামী শরীয়ত-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হবেন না। এ বায়াতে (হলফে) বেশ কিছুসংখ্যক রাজকীয় সৈন্যও ছিল। তার দা'ওয়াতের ফলে সম্রাট আকবরের ছেলে সম্রাট জাহাঙ্গীরও প্রভাবিত হয়ে যান। তিনি সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত অনৈসলামিক রীতি-নীতিগুলো নির্মূল করবার উদ্দেশ্যে জাহাঙ্গীরকে কতিপয় উপদেশ দেন। জাহাঙ্গীর এসব উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। উপদেশগুলো হলো–

(ক) সম্মানসূচক সিজদাহ্ বাতিল করা।

(খ) ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ পুনর্নির্মাণ।

(গ) গরু জবাই সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ বাতিল।

* *অধ্যয়নরত, গণিত বিভাগ, সরকারি এম.এম. কলেজ, যশোর। তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক, যশোর জেলা জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস।*

(ঘ) ইসলামী আইন-কানুন কায়েমের উদ্দেশ্যে কাজী ও মুফতি নিয়োগ।

(ঙ) জিযয়া কর পুনঃপ্রবর্তন।

(চ) সকল অনৈসলামিক ও বিদ'আতী কাজ নিষিদ্ধকরণ।

(ছ) কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধান প্রবর্তন।

(জ) ধর্মীয় ব্যাপারে ইখতেলাফের দরুন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের মুক্তিদান।

এভাবে আন্দোলনের মাধ্যমে মুজাদ্দিদে আলফে সানী ভারতে মুসলিম পুনর্জাগরণের ভিত্তি রচনা করেন।

মুজাদ্দিদে আলফে সানীর পর এমন একজন মুজাদ্দিদের আবির্ভাব হয় যার আন্দোলন পরবর্তীতে পুরো উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি (রাহিমাহুল্লাহ)।

তার সম্পর্কে আল্লামা শিবলী নোমানী বলেন, "ইবনু তাইমিয়াহ্ এবং ইবনু রুশদের পর; বলতে গেলে তাঁদের যুগ থেকেই মুসলমানদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার ক্ষেত্রে যে পতন শুরু হয়, সে পারিপার্শ্বিকতায় এরূপ কোনো আশাই ছিল না যে, এ জাতির মধ্যে আর কোনো মৌলিক চিন্তাধারাসম্পন্ন লোকের আদৌ আবির্ভাব ঘটতে পারে। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা আখেরী জামানায় তাঁর এক বান্দাকে দিয়ে এমন এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার দেখিয়ে দিলেন, যাঁকে আমরা কুদরতের বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না। শাহ ওয়ালীউল্লাহর আবির্ভাবই সেই অনুগ্রহের বাস্তব রূপ। ইসলামী চিন্তাধারায় যখন বন্ধ্যাত্ব ছাড়া আর কিছুই ছিল না, চারদিকে যখন কেবল নৈরাশ্য, ঠিক সেই সময় শাহ ওয়ালীউল্লাহর ন্যায় অসাধারণ ধী-শক্তি সম্পন্ন একজন মোজতাহেদ আলেমের আবির্ভাব ইসলামের একটি বাস্তব মোজেযা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ মহাপুরুষের ক্ষুরধার লেখনি শুধু যে গাযযালী, রাখী, ইবনু রুশদ, ইবনু তাইমিয়্যার ন্যায় মৌলিক প্রতিভাগুলোর ঐতিহ্যকেই জিন্দা করেছে, তাই নয়; অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখিত মহাপুরুষগণের চিন্তাধারাকেও ম্লান করে দিয়েছে।"

শাহ ওয়ালিউল্লাহর পর তার সন্তান শাহ 'আব্দুল 'আযীয দেহলভি (রাহিমাহুল্লাহ), অতঃপর সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (রাহিমাহুল্লাহ), হাজী শরীয়তুল্লাহ, শহীদ তিতুমীর প্রমুখ মনীষীরা যে আন্দোলন পরিচালনা করেন তাঁদের সংগ্রাম ও ত্যাগ উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে আত্মপরিচয়ের চেতনা জাগ্রত করে এবং পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ রোপণ করে।

المعرفة من خلال القصص / গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

জবাব

সুপ্ত রায়হান সজিব*

[দ্বিতীয় পর্ব]

ওদের সাথে যোগ দিয়েছে স্থানীয় রাখাইনরা। রাতের অন্ধকারে পুরো রাখাইন জুড়ে নারকীয় তাণ্ডব চলছে। জীবন বাঁচানোর তাগিদে যে যেদিকে পারছে ছুটে পালাচ্ছে। বেশিরভাগ লোক নাফ নদী পেরিয়ে বাংলাদেশের দিকে আসছে। স্থানীয় প্রশাসন প্রথমদিকে বাঁধা দিলেও, মানবিকতার প্রয়োজনে ওদেরকে ইউনিয়ন পরিষদের বারান্দায় জায়গা দিয়েছে।

শুধু এরা নয়, আরো অনেক রোহিঙ্গা মুসলিম ঝাঁকে ঝাঁকে জলযান নিয়ে নদীতীরে ভিড় জমাচ্ছে। যারা নৌকা পায়নি তাঁরা জীবনের মায়ায় কলার ভেলা কিংবা প্লাস্টিকের ড্রামে চড়ে ভেসে আসছে।

ইউনিয়ন পরিষদে অবস্থান করা রোহিঙ্গা মুসলিমগুলো বেশিরভাগই শারীরিকভাবে নির্যাতিত ও হেনস্তার শিকার। সেজন্য এসব রোগীর শরীরের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আমার তলব।

আমি সাদরে দায়িত্বটি গ্রহণ করলাম। আমার জুনিয়ররা ইতিমধ্যে এসে পড়েছে। ওদেরকে সাথে নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদেই "ইমারজেন্সি মেডিক্যাল টিম" গঠন করলাম। পাশের সরকারি ক্লিনিক হতে স্ট্রেচার, ফার্স্ট এইড বক্স সংগ্রহ করলাম। থানা সদর হতে দ্রুত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ঔষধ এলো।

পরিষদের পরিত্যক্ত কামরা পরিষ্কার করে অস্থায়ী চিকিৎসালয় তৈরি করতে করতে ভোর হয়ে গেলো। কয়েক ঘন্টার খাটুনিতে ক্লান্ত মস্তিষ্কের সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারেও জট লেগে গেছে। কফির মগ হাতে নিয়ে মুক্ত হাওয়া আস্বাদনের সহিত পায়চারি করার উদ্দেশ্যে বারান্দায় এসে বিস্মিত হলাম। বারান্দায় তিল ধারণের জায়গাটুকু নেই। পরিষদের সামনের ফাঁকা জায়গাটিও ভরে গেছে। মানুষের সংখ্যা এই কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে চার-পাঁচ গুণ বেড়ে গেছে।

ওদের কাছে যেতেই আঁতকে উঠলাম। এ কি দেখছি!

বেশিরভাগ লোকের গায়েই গভীর ক্ষতচিহ্ন যা ভোরের লাল আভায় স্পষ্ট প্রতীয়মান। গাদাগাদি করে সবাই শুয়ে-বসে আছে। প্রত্যেকেই বিলাপ করে কাঁদছে। ভালোবাসায় লালিত হয়েছে যেই জমিনে, সেই জমিন হতে অন্যত্র পালিয়ে আসাটা মৃত্যুর চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক। নয়তো এদের চোখে জল কেন? ব্যথিত হিয়ার এই বেদনা কেউ বোঝে না। বুলেট বিদ্ধ শরীরে কেউ কাতরাচ্ছে। কারো মাথা ফেটে ফিনকি

* *সদস্য, মাদারগঞ্জ উপজেলা শুব্বান।*

দিয়ে রক্ত ঝরছে যা গামছা দিয়ে বেঁধেও থামানো যাচ্ছে না। কারো শরীরে আবার দেশীয় অস্ত্রের গভীর আঘাতের ক্ষত।

মেয়েদের মুখমণ্ডলে আঁচড়ের দাগ, কামড় দিয়ে গালের নরম মাংস তুলে নেওয়া হয়েছে কারো। কারো মুখ এসিডে পুড়িয়ে ঝলসে দেওয়া হয়েছে।

মানুষ এতোটা নৃশংস হয় কিভাবে? ওরা নাকি শান্তির পূজারী? তাহলে বিশ্বের বুকে আজ অশান্তি ছড়ায় কোন হিম্মতে?

অহিংসা নাকি ওদের পরম ধর্ম।

তাহলে ওদের হিংসার দাবানলে পুড়ছে কেন রোহিঙ্গা জাতি? মানবতা নাকি ওদের জীবনের দীক্ষা লাভের মূলমন্ত্র? তাহলে অমানবিকতার রোষে মানবতা আজ ধর্ষিত কেন? এসব কি ওদের ধর্মতাত্ত্বিক নির্বাণলাভের প্রক্রিয়া? এটাই কি ওদের চারি আর্য সত্যের বাস্তবিক প্রতিফলন? এটাই কি গৃহীদের পঞ্চশীল নীতির অবতারণা? গণহত্যায় উন্মত্ত হয়ে ওরা কি প্রথম শীলকে বাস্তবায়ন করছে? প্রাণী হত্যা যাদের ধর্মে নিষিদ্ধ তারা আজ সৃষ্টির সেরা জীব আশরাফুল মাখলুকাতকে নির্বিচারে হত্যা করে কোন রীতিকে বাস্তবায়ন করতে চায়?

আসলে ওদের কোনো ধর্মই নেই।

ওরা ধর্মের লেবাস গায়ে দিয়ে বিশ্বকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গণহত্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থে মত্ত। মানব হত্যাকারীদের কোনো ধর্ম থাকে না।

ধর্মের আশ্রয় নিয়ে স্রষ্টাদ্রোহী এসব নচ্ছারের দল মানবতার সমাধির ওপর নিজেদের স্বার্থবাদী দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। যুগে যুগে এরা বারবার ফিরে আসে প্রজন্ম ব্যাপী বিভীষিকা হয়ে। কিন্তু স্রষ্টার লানতে ওদের অস্তিত্ব প্রত্যেকবার বিপন্ন হয়ে যায়।

তবুও ওরা হাল ছাড়ে না। কারণ, ওরা শয়তানের অনুসারী। স্বয়ং শয়তান ওদের মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করে, তাই ওরা সত্যকে পদদলিত করে বিশ্বের বুকে মিথ্যের ধ্বজা ওড়াতে সংকল্পবদ্ধ। ওরা স্রষ্টাদ্রোহী। তাই ওরা অহিংস নয়, মানবিকও নয়। ওরা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে থাকা মানুষরূপী রক্তপিপাসু নরপিশাচের দল।

শান্তির কপোত হাতে নিয়ে অশান্তির বারতা ছড়ানোই এদের মুখ্য উদ্দেশ্য। শান্তির দূত গৌতম বুদ্ধের মূর্তিতে আজ ওদের হস্তক্ষেপে মুসলমানদের রক্ত লেগে একাকার। স্বয়ং বুদ্ধ যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি এসব স্বার্থবাদী মহলের প্রত্যেককে অভিসম্পাতের অনলে আমৃত্যু জীবন্ত-দাহ করতেন।

মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যাচ্ছে আমার। এমন করুণ দৃশ্য আর সহ্য করতে পারছি না।

এক দৌড়ে নবগঠিত চেম্বারে গিয়ে বসলাম।

সহকর্মীদের বললাম অতি দ্রুত রোগী পাঠাতে।

আমি, আমার দুই জুনিয়র সহকর্মী ও মেডিকেল কলেজের তিনজন শিক্ষানবিশ মিলে চিকিৎসা শুরু করলাম। ছয়জনে সামলে ওঠতে পারছি না।

অপেক্ষমাণ রোগীদের আর্ত চিৎকারে আমারও কান্নার উদ্রেক হলো। অনেক কষ্টে অশ্রু নদে বাঁধ দিলাম।

দীর্ঘ ৭ বছরের চিকিৎসা জীবনে কোনোদিন এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইনি। অতিক্রান্ত সময়ের সাথে নদীর ঘাটে চক্রহারে নৌকার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, রোগীর ঢল বয়ে যাচ্ছে পরিষদে।

স্থানীয় গ্রাম্য ডাক্তাররা আমাদের সাথে যোগ দেওয়ায় পরিস্থিতি দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হলাম।

দুপুর ২টার মাঝেই সকল রোগীর চিকিৎসা সম্পন্ন হলো। এদিকে পরিষদের একটা খালি গুদাম ঘরের মেঝেতে মাদুর পেতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তৎসংলগ্ন পুকুর হতে গোসল করে এসে প্রাতঃরাশ ও দুপুরের ভোজন একসাথে সারলাম। বিছানায় শোয়ার পর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

পরিষদের পিওনের ডাকে ঘুম ভাঙলো।

সে বলল: "ডাক্তারবাবু, এক পাগলী আইছে ওপার থাইক্যা। ছিট ওঠছে মনে অয়। খালি আবোল তাবোল বকতাছে। আহেন জলদি।"

গায়ে পাঞ্জাবি চড়িয়ে চশমাটা হাতে নিয়ে দ্রুত হাঁটা দিলাম। বাইরে এসে দেখি বারান্দায় কেউ নেই। ভ্রু কুঁচকে এদিক ওদিক তাকালাম। আমার অবস্থা দেখে এক শিক্ষানবিশ বলে উঠলো: "স্যার, ওপর তলার রুমগুলোতে পুরুষ ও মহিলাদের আলাদাভাবে বিন্যস্ত করে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।" মনে মনে "আলহামদুলিল্লাহ" পাঠ করলাম। কলবে পানি ফিরে এলো। আমার অস্থায়ী চেম্বারের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। একটু যেতেই ভেতর থেকে উচ্চস্বরে হাসির শব্দ ভেসে আসলো। প্রবেশ করতেই বোরকা পরিহিত এক মহিলা উচ্চস্বরে আমাকে সালাম দিলো।

আমি চেয়ারে বসতে বসতে সালামের উত্তর দিলাম।

মহিলাটি আমাকে জিজ্ঞেস করলো: আপনার সাথে 'আব্বাস আসেনি? ও তো বলেছিল আপনার সাথেই আসবে।

আমি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম।

কিছুই বুঝতে পারলাম না। আবার এই ভেবে বিস্মিত হলাম যে, রোহিঙ্গারা এতো শুদ্ধ বাংলা বলতে পারে!

যা আমার কল্পনাতীত।

পাশে থাকা আরেক বৃদ্ধা মহিলা আমাকে ইশারা দিলো।

বুঝতে পারলাম সালাম দেওয়া মহিলাটি মানসিক রোগী।

আমি ভাবলাম 'আব্বাস হয়তো মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাটির সন্তান। তাই প্রত্যুত্তরে বললাম ও। 'আব্বাস। বাইরে খেলছে। একটুপর আসবে।

আমার কথাটি হয়তো মেয়েটির মনোঃপুত হলো না।

তুইও মিথ্যা বলছিস ওদের মতো। তোর ওপর মহান আল্লাহর গজব পড়ুক।

আমার 'আব্বাস কোথায় বলো। বলো আমাকে। তোরা আমার 'আব্বাসকে মেরে ফেলেছিস। তাই না? –এই বলে রাগে ফুঁসতে লাগলো।

[চলবে ইন্ শা-আল্লাহ]

قصيدة / কবিতা

জ্ঞানের জাগরণ

আয়াজ আহমদ বাঙালি

বাংলাদেশ আজ এগোচ্ছে বেশ স্তরে স্তরে,
জ্ঞানবিজ্ঞানের আলো জ্বলছে সকল ঘরে ঘরে।
প্রযুক্তির যুগ বদলেছে সব সময়ের তাল,
নতুন স্বপ্নে ওঠছে জেগে সমৃদ্ধির সকাল।
শিক্ষার গুণে হাত নাগালে বিশাল মাঠ
ইন্টারনেটে ঘুরে বেড়ায় সীমাহীন পাঠ।
যুব সমাজ জানার তাগিদ ঘুরছে জগত,
বিজ্ঞান খোঁজে পাচ্ছে তারা ভবিষ্যৎ পথ।
কৃষি থেকে শিল্পে বইছে উন্নয়নের বেগ,
টেকনোলজির ব্যবহারে খরায় হয় মেঘ।
প্রযুক্তিতে আজ বাংলা অনেক আগে,
এগিয়ে চলাই সবার বুকে সদাই জাগে।

ক্ষমতার মুখোশ

আব্দুল্লাহ আল নূমান★

ভোটের বাক্সে আর আশা নেই মানুষের চোখে,
জোর যার বেশি–সিংহাসন তার, মিথ্যে ভুলি মুখে।
নির্বাচন মানে কাগজে অধিকার লেখা থাকে,
রাস্তায় নামে লাঠি-ভয়, আতঙ্কই কথা বাকে।

মিছিলের শোরে নেতা আসে, হাত নাড়ে দূর থেকে,
প্রতিশ্রুতির বৃষ্টি ঝরে, হাসি মাখা মুখ রেখে।
ক্ষমতার চেয়ারে বসামাত্র বদলে যায় চেনা,
দায়িত্ব পরে থাকে টেবিলে, জনগণ তখন অচেনা।

পাঁচ বছর দেশ নয়, চলে ব্যক্তিগত খেয়াল,
রাষ্ট্র নয়– নিজস্ব স্বার্থই হয়ে ওঠে মহাকাল।
দেশের টাকা উড়ে যায় বিদেশের আকাশে,
সেখানে গড়ে অট্টালিকা, স্বপ্ন ভাঙে দেশে।

এখানে কর্মী চাঁদার নামে শোষণ করে জ্বেলে চুলা,
ন্যায়ের বদলে পেশা হয় মানুষের ঘাম চোষা।
সিন্ডিকেটে বন্দি বাজার, বিবেক বিক্রি দামে,
কমিশনের তালিকায় ন্যায় হারায় নামে-নামে।

সবচেয়ে বড় কষ্ট এটাই–মানুষ ভুলে যায় সত্য,
নৈতিকতা ছেড়ে দিয়ে টাকার কাছে আত্মসমর্পণ নিত্য।
স্বার্থের ভোটে জন্ম নেয় শোষকের নতুন সারি,
ক্ষমতার ক্ষুধায় পিষ্ট হয় মানুষের অধিকারি।

কেমন করে বদলাবে দেশের হালচাল
উন্নয়নের গল্প শুনে কাটবে শুধু কাল।
প্রজন্মের পর প্রজন্ম হেঁটে যাবে অন্ধকারে,
আলো নয়–মিথ্যার মিছিলই পথ দেখাবে তাদেরে।

বৈশাখ ভাবায়

মজিব আল-মাওড়ী★

বৈশাখ জানায়,
তোমার আদমের সৃষ্ট সুখের উল্লাসে
হাওয়ার হাত ছেড়ে, স্বর্গ ছেড়ে
পৃথিবীর আবহে নেমে আসা।

বৈশাখ শেখায়,
মহামিলনের দু'টি প্রাণ
একত্র হবার গাইতে গান
আরাফার ময়দানে এসে
নতুন করে ভালোবাসা।

বৈশাখ দেখায়,
নতুন দর্শন, ঘটে অভিকর্ষণ পুরনোর সাথে।
পুরনো চেতনা ছিঁড়ে, ছুঁড়ে ফেলে
প্রতিটি মনে তুমিই বেঁধেছ বাসা।

বৈশাখ ভাবায়
খোলস ছেড়ে সরিসৃপের শরীর
কেমন করে নতুন হয়?
ময়াবী জগৎও কেমন করে
ঘুম হারিয়ে চেতন হয়?
প্রতিটি হৃদয়ে কেমন করে জাগে
তোমার সন্তুষ্টি অর্জন করার আশা?

★ *আল জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ আস সালাফিয়্যাহ, জোরবাড়ীয়া কোনাপাড়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।*

★ *অধ্যক্ষ, দারুস্ সুন্নাহ সালাফিয়া মাদ্‌রাসা, পবা, রাজশাহী।*

أخبار الجمعية / জমঈয়ত সংবাদ

ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ৫ জুন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ঝিনাইদহ জেলার উদ্যোগে গত ৫ জুন ২০২৬ শুক্রবার ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বেড়াশুলা আহলে হাদীস জামে মসজিদে এক দিনব্যাপী সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

বাদ জুমু'আহ্ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক মুহা. ইকরামুল হকের সঞ্চালনায় এবং হাফেজ নাবিল বিন মিকাইল ইসলামের পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল, সুশৃঙ্খল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করেন জেলা নেতৃবৃন্দ। এ সময় ইলাকা ও শাখা জমঈয়তের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ এলাকার সাংগঠনিক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পেশ করেন।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহা. আব্দুল জলিল খাঁন, সহ-সভাপতি অধ্যাপক মিকাইল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহা. আশরাফুল ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহা. আব্দুস সামাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহা. ইকরামুল হক, জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য ও সংগঠনের হিতাকাঙ্ক্ষী মুহা. আক্তারুজ্জামান, তালিম ও তারবিয়াত সম্পাদক হাফেজ মাওলানা আরজুল্লাহ, কার্যকরী কমিটির সদস্য ডা. মুহা. আসাদুল ইসলাম এবং চান্দুয়ালী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মুহা. আব্দুল ওয়াহেদ প্রমুখ।

উল্লেখ্য, বাদ আসর ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের নেতৃবৃন্দ হলিধানী আহলে হাদীস জামে মসজিদে সংগঠনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন এবং আগামী ২০ জুন অনুষ্ঠিত খুলনা বিভাগীয় সম্মেলনে সর্বস্তরের দায়িত্বশীলদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

রাজশাহী মহানগর জমঈয়তের কর্মতৎপরতা

রাণীনগর শাখা কমিটি গঠন: গত ১০ জুন বুধবার বাদ মাগরিব রাজশাহী মহানগরীর রাণীনগর আহলে হাদীস জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাস'ঊদ। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা গোলাম কিবরিয়া নূরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সম্পাদক প্রফেসর ড. মতিউর রহমান।

সমাবেশে বক্তাগণ কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক সমাজ গঠন, দ্বীনি শিক্ষা প্রসার এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমকে তৃণমূল পর্যায়ে শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আলেম-উলামা এবং জমঈয়ত হিতৈষীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের রাণীনগর শাখা কমিটি গঠন করা হয়। এতে মো. আবিদুর রহমানকে সভাপতি, মো. শামসুর রহমানকে সহ-সভাপতি এবং এম. এইচ. মৃধাকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দ সংগঠনের আদর্শ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

রাজশাহীর মির্জাপুরে সুধী সমাবেশ ও শাখা কমিটি গঠন: বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাংগঠনিক কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে রাজশাহী মহানগরীর মির্জাপুর আহলে হাদীস জামে মসজিদে গত ১১ জুন এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা গোলাম কিবরিয়া নূরী। প্রধান আলোচক হিসেবে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা সম্পাদক প্রফেসর ড. মো. মতিউর রহমান।

বক্তারা আহলে হাদীসের দাওয়াতি কার্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ এবং সালফে সালিহীনের আদর্শ অনুসরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা দ্বীনের বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন, সুন্নাহর প্রতি আনুগত্য এবং সমাজে বিশুদ্ধ ইসলামের শিক্ষা প্রচারে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

সমাবেশে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, আলেম-উলামা, সমাজসেবী, শিক্ষাবিদ ও সংগঠনের শুভানুধ্যায়ীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে উপস্থিত সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, মির্জাপুর শাখার ১৯ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। এতে সভাপতি হিসেবে মো. ওবায়দুল হক হেলালী, সহ-

সভাপতি হিসেবে মো. মোয়াজ্জেম হোসেন ও রবিউল ইসলাম মোল্লাহ এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মো. আজিজুল হক মনোনীত হন।

নবগঠিত শাখা কমিটির নেতৃবৃন্দ সংগঠনের আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

রাজশাহীর শিরোইলে সুধী সমাবেশ ও শাখা কমিটি গঠনঃ গত ১৭ জুন বুধবার বাদ মাগরিব রাজশাহী মহানগরীর শিরোইল আহলে হাদীস জামে মসজিদে জমঈয়তের এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ। প্রধান আলোচক ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা গোলাম কিবরিয়া নূরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা সম্পাদক প্রফেসর ড. মো. মতিউর রহমান এবং রাজশাহী জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি ওবায়দুল্লাহ ফারুক।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন শায়খ আব্দুল হাদী, জেলা শুব্বান আহলে হাদীসের সেক্রেটারি শহীদুল্লাহ আল ফারুক, মো. ইবরাহীমসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা আহলে হাদীসের দাওয়াতি কার্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ এবং সালফে সালিহীনের আদর্শ অনুসরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, আলেম-উলামা, শিক্ষাবিদ ও সংগঠনের শুভানুধ্যায়ীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সমাবেশটি প্রাণবন্ত ও সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

সমাবেশ শেষে উপস্থিত সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের শিরোইল শাখা কমিটি গঠন করা হয়। এতে মো. জাকির হোসেন চৌধুরীকে সভাপতি, মো. হাবিবুর রহমান ও মো. রুহুল আমিনকে সহ-সভাপতি এবং শায়খ আব্দুল হাদীকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়।

রাজশাহীতে মসজিদভিত্তিক জমঈয়ত শাখা গঠনের উদ্যোগঃ রাজশাহী মহানগরের বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে মহানগর জমঈয়তের এক প্রস্তুতিমূলক সভা গত ২৪ মে (রবিবার) বাদ আসর রাজশাহীর রাণীবাজার কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি শাইখ মো. গোলাম কিবরিয়া নূরী। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সম্পাদক ও রাজশাহী পশ্চিম জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি প্রফেসর ড. মতিউর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় রাজশাহী মহানগরী ও আশপাশের এলাকায় সংগঠনের কার্যক্রম সম্প্রসারণ বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সময় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আগামী জুন মাসের মধ্যে মহানগরী ও সংলগ্ন এলাকার প্রতিটি অঞ্চলে মসজিদকেন্দ্রিক জমঈয়তে আহলে হাদীসের শাখা গঠন করা হবে।

এছাড়া জুন মাসের শেষ দিকে রাজশাহী মহানগর কমিটি গঠনের লক্ষ্যে একটি কাউন্সিল অনুষ্ঠানেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাসিক আলোচনা সভা

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস নারায়ণগঞ্জ জেলার উদ্যোগে মাসিক আলোচনা সভা এবং সোনারগাঁও এলাকা জমঈয়ত ও সোনারগাঁও উপজেলা শুব্বানের কাউন্সিল অধিবেশন গত ১৩ জুন শনিবার বাদ আসর কোনাবাড়ী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সোনারগাঁও এলাকা জমঈয়তের সভাপতি শাইখ মাওলানা তাজুল ইসলাম এবং সঞ্চালনা করেন সোনারগাঁও উপজেলা শুব্বানের সভাপতি শাইখ হাফেজ আবুল কালাম আজাদ।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি শাইখ মুহাম্মদ মাসউদুল আলম উমরী, সাধারণ সম্পাদক শাইখ ইকবাল হাসান, সহ-সাধারণ সম্পাদক শাইখ মো. আবুল হোসেন, সদস্য শাইখ মনির হোসেন, দপ্তর সম্পাদক শাইখ আলিমুল্লাহ মিয়া, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বানের সভাপতি শাইখ আ. রহমান মাদানী, সাধারণ সম্পাদক শাইখ রমজান মিয়া এবং সাংগঠনিক সম্পাদক শাইখ রাকিবুল হাসান।

বক্তারা কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, সাংগঠনিক কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, যুবসমাজকে দ্বীনের দাওয়াতের সঙ্গে সম্পৃক্তকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে দাওয়াহ ও তারবিয়াতি কার্যক্রম জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভা শেষে সোনারগাঁও এলাকা জমঈয়ত এবং সোনারগাঁও উপজেলা শুব্বানের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটির দায়িত্বশীলদের প্রতি সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আন্তরিকতা, ঐক্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।

শাইখ নু'মান আজমী'র ইন্তিকাল

দেশের প্রখ্যাত আলেম, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, বরেণ্য শিক্ষাবিদ এবং উসতাযুল আসাতিযা শাইখ নু'মান আজমী গত ১৭ জুন ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ, মঙ্গলবার বিকাল ৩:৪৫ মিনিটে বার্ধক্যজনিত অবস্থায় নিজ বাসভবন, বগুড়া জেলার শেরপুর থানাধীন হামছায়াপুর গ্রামে ইন্তিকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি দুই পুত্র, ছয় কন্যাসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, ছাত্র, গুণগ্রাহী ও শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন।

মাইয়্যিতের দু'টি জানাযায় ইমামতি করেন যথাক্রমে মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক ও তার জ্যেষ্ঠ পুত্র শাইখ ফাইযুর রহমান। অতঃপর তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শাইখ নোমান ১৯৪০ সালের ১০ আগস্ট (২৫ শ্রাবণ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার ইছাখালী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত দ্বীনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন প্রখ্যাত আলেম, লেখক ও মুনাযির আল্লামা আব্দুল মান্নান বিন হেদায়াতুল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ)। পিতামহ আল্লামা হেদায়াতুল্লাহ মুর্শিদাবাদী (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন শাইখুল ইসলাম আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মাদ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহিমাহুল্লাহ)'র অন্যতম ছাত্র এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীসের সনদপ্রাপ্ত।

শৈশবেই পিতা, খালা ও নানীর তত্ত্বাবধানে কুরআন, উর্দু ও ফারসি ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে বিহারের আব্দুল্লাহপুর, বীরভূমের ভোগলদিঘী, বেলডাঙ্গা ও জুগুড় ইসলামিয়া মাদ্‌রাসাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন। উচ্চতর গবেষণার জন্য তিনি ভারতের প্রখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাযাহিরুল উলূম, সাহারানপুর এবং জামিয়া মিফতাহুল উলূম, আজমগড়ে অধ্যয়ন করেন।

শিক্ষাজীবন শেষে তিনি নিজ গ্রামে শিক্ষকতা ও দ্বীনি খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশে এসে চাঁপাইনবাবগঞ্জের দারুল হাদীস মাদরাসা ও জামিয়া ইসলামিয়ায় অধ্যাপনা করেন। এরপর বগুড়ার জামুর ইসলামিয়া আলিম মাদ্‌রাসায় সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮৫ সালে তিনি ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বংশাল বড় মসজিদের ইমাম ও খতিব হিসেবে যোগদান করেন। একই সময়ে প্রফেসর ড. আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লাহ) এবং হাজী মোহাম্মদ হোসেন (রাহিমাহুল্লাহ)'র পরামর্শে মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ায় মুহাদ্দিস হিসেবে অধ্যাপনা শুরু করেন। সেখানে তিনি দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় মুয়াত্তা ইমাম মালিক, সুনানে নাসায়ী, সহীহ মুসলিম, বালাগাত ও মানতিকসহ বিভিন্ন উচ্চতর কিতাবের দরস প্রদান করেন। চার দশকেরও অধিক শিক্ষকতা জীবনে তিনি হাজারো আলেম, গবেষক, দাঈ' ও ইসলামি চিন্তাবিদ গড়ে তুলেছেন, যারা আজ দেশ-বিদেশে দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে 'খুতবায়ে মোহাম্মাদী' এবং 'কুরআনের গল্প' বিশেষভাবে সমাদৃত।

২০০৬ সালে অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি বগুড়ার হামছায়াপুরে বসবাস করছিলেন এবং ইলমি ও দাওয়াতি কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর ইন্তিকালে দেশের দ্বীনি অঙ্গনে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তাঁর যাবতীয় ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করেন, তাঁর ইল্‌ম, আমল ও দ্বীনের খেদমতকে কবুল করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনকে সবরে জামিল দান করেন –আমীন।

মৃত্যু সংবাদ

০১. নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার উদনপৈ গ্রামের বিশিষ্ট দ্বীনী ব্যক্তিত্ব ও সহীহ মতাদর্শের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী মাওলানা সাইফুল ইসলাম ৭ জুন ২০২৬, রবিবার সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৪০ বছর। তিনি এক পুত্র, দুই কন্যা, পিতা-মাতা ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আমরা মাইয়্যিতের মাগফিরাত কামনা ও মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন –আমীন।

০২. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল, বরেণ্য আলেমেদীন শাইখ মুহাম্মদ যিল্লুল বাসেত (রাহিমাহুল্লাহ)'র সহধর্মিণী গত ১৩ জুন ২০২৬ (শনিবার) বাদ মাগরিব ইন্তিকাল করেছেন।

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

মরহুমা ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তের কোষাধ্যক্ষ জনাব মাশহুদুল বাসেতের শ্রদ্ধেয় মাতা এবং প্রখ্যাত আলেম ও আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ)'র একান্ত সহযোগী মাওলানা রঈসুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ)'র কন্যা। তিনি একটি দ্বীনদার ও ইলমী পরিবারে বেড়ে ওঠেন এবং সারাজীবন নীরবে-নিভৃতে দ্বীনের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। পর্দার আড়ালে থেকে তিনি জমঈয়তের দাওয়াতী, সামাজিক ও সাংগঠনিক কার্যক্রমে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন।

তাঁর প্রথম জানাযার নামায টঙ্গী বাজার আহলে হাদীস মসজিদ সংলগ্ন স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। এ সময় সংগঠনের সহ-সভাপতি শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় ও মহানগর নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক মুসল্লী উপস্থিত ছিলেন। পরদিন তাঁর একমাত্র প্রবাসী কন্যা দেশে প্রত্যাবর্তনের পর দ্বিতীয় জানাযা শেষে উত্তরখানের উজামপুর গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা মাইয়্যিতকে যাবতীয় ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকে ধৈর্য ও সান্ত্বনা দান করেন –আমীন।

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَأَسْكِنْهَا فِيْ فِرْدَوْسِكَ الْأَعْلَى﴾

০৩. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস পরিচালিত চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদ ও মাদ্‌রাসা খাইরুল উম্মাহ (খুলশী)-এর কার্যকরী পরিষদের সদস্য হাফেয মাঈনুল হক ১৭ জুন ২০২৬, বুধবার সকাল ৯:৩০ মিনিটে ঢাকার উত্তরায় বাংলাদেশ মেডিকেলে ইন্তিকাল করেছেন।

﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ﴾

মরহুমের জানাযা একই দিন রাত ১০টায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদ, খুলশীতে অনুষ্ঠিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা মাইয়্যিতকে ক্ষমা ও জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন –আমীন।

০৪. নওগাঁ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের নির্বাহী সদস্য আলহাজ্জ মো. আবু বকর সিদ্দিক-এর মাতা গত ১৭ জুন ২০২৬, বুধবার রাত ১টায় ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি তিন পুত্র ও তিন কন্যাসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

আমরা মাইয়্যিতের মাগফিরাত কামনা ও আল্লাহর নিকট তাঁর জন্য জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা প্রার্থনা করছি –আমীন।

التوعية الصحية / স্বাস্থ্য সচেতনতা

গরম পানির ভাপ: ত্বকের জন্য উপকার না ক্ষতি?

ত্বকের সজীবতা ধরে রাখা এবং স্বাভাবিক জেল্লা বাড়ানোর জন্য অনেকেই ঘরোয়া সমাধান হিসেবে গরম পানির ভাপ বা স্টিম থেরাপির ওপর ভরসা করেন। নিয়মিত ত্বকচর্চার অংশ হিসেবে এই পদ্ধতি দীর্ঘদিন ধরেই জনপ্রিয়।

চর্ম বিশেষজ্ঞদের মতে, গরম পানির ভাপ ত্বকের গভীর স্তর পর্যন্ত জমে থাকা ময়লা পরিষ্কার করতে সহায়তা করে এবং রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে এই পদ্ধতির যেমন রয়েছে একাধিক উপকারিতা, তেমনি সঠিক নিয়ম অনুসরণ না করলে ত্বকের জন্য কিছু ক্ষতির কারণও হতে পারে।

তৈলাক্ত ত্বকের অধিকারীদের জন্য স্টিম থেরাপি বেশ কার্যকর একটি উপায়। বাইরে থেকে আসা ধুলাবালি ও ময়লা জমে লোমকূপ বন্ধ হয়ে গেলে ব্রণ, কালচে দাগ বা ছোপ দেখা দিতে পারে। ভাপ নেওয়ার ফলে লোমকূপগুলো খুলে যায় এবং জমে থাকা মৃত কোষ সহজেই পরিষ্কার হয়ে যায়। পাশাপাশি ব্ল্যাকহেডস ও হোয়াইটহেডস নরম হয়ে ত্বক থেকে সহজে বেরিয়ে আসে, যা ত্বককে পরিষ্কার ও মসৃণ করে তোলে।

গরমের দিনে যখন ত্বক ক্লান্ত ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে, তখন স্টিম থেরাপি ত্বকে অক্সিজেনের সরবরাহ বাড়িয়ে নতুন সতেজতা এনে দেয়। শুষ্ক ত্বকের ক্ষেত্রেও এটি আর্দ্রতা ধরে রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বিশেষ করে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহারের আগে ভাপ নিলে সেটি ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ভালোভাবে কাজ করতে পারে। এতে ত্বক আরো কোমল ও নরম হয়ে ওঠে।

চর্ম বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত ও সঠিকভাবে স্টিম থেরাপি নিলে ত্বকে কোলাজেন ও এলাস্টিনের উৎপাদন বাড়ে। এর ফলে ত্বক কুঁচকে যাওয়ার প্রবণতা কমে এবং চামড়া থাকে মসৃণ ও টানটান। এমনকি ব্রণের সমস্যা কমাতে গরম পানির সঙ্গে নিমপাতা ব্যবহার করে ভাপ নেওয়ার পরামর্শও দেন তারা।

তবে স্টিম থেরাপির ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা মানা জরুরি। বিশেষজ্ঞদের মতে, অপরিষ্কার ত্বকে কখনোই ভাপ নেওয়া উচিত নয়। এতে বাইরের ময়লা খোলা লোমকূপের ভেতরে ঢুকে উল্টো ত্বকের ক্ষতি করতে পারে।

এ কারণে ভাপ নেওয়ার আগে অবশ্যই ভালো মানের ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নিতে হবে। একই সঙ্গে অতিরিক্ত সময় বা ঘন ঘন ভাপ নেওয়াও ক্ষতিকর হতে পারে, কারণ এতে লোমকূপের স্বাভাবিক কার্যকারিতা ব্যাহত হয়।

তাই প্রতিদিন নয়; বরং একদিন পরপর স্টিম নেওয়াই উত্তম। ভাপ নেওয়ার পর ফেসপ্যাক ব্যবহার করা এবং ত্বকের ধরণ অনুযায়ী ভালো মানের ময়েশ্চারাইজার লাগানো প্রয়োজন। সঠিক নিয়ম মেনে স্টিম থেরাপি গ্রহণ করলে ত্বকের হারানো জেল্লা ও প্রাণবন্ত ভাব সহজেই ফিরে পাওয়া সম্ভব।

الفتاوى والمسائل / ফাতাওয়া ও মাসায়িল

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (০১): ***হজ্জ ও 'উমরাহ্ সময় সেলফি তোলার বিধান কি? দলিলসহ বিস্তারিত জানাবেন।*** *নূরে আলম*
বিজলী মহল্লা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

জবাব: নিশ্চয়ই হজ্জ ও 'উমরাহ্ মহান দু'টি ইবাদত, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্মরণ প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর মহিমা ঘোষণা করার জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন। তাই সকলের উচিত এ দু'টি ইবাদতে আন্তরিকতা (ইখলাস), বিনয়-নম্রতা (খুশূ) এবং হৃদয়ের একাগ্রতা ও উপস্থিতি বজায় রাখার প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া।

সুতরাং বিনা প্রয়োজনে উক্ত সময়ে ছবি তুলা নিন্দনীয় কাজ, আর যদি লৌকিকতার জন্য হয় তাহলে তা হারাম। কেননা আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি শরীকদের শরীকানা থেকে সর্বাধিক অমুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি কোনো আমল করে এবং তাতে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, আমি তাকে এবং তার শিরকপূর্ণ আমলকে পরিত্যাগ করি।" ***(মুসলিম-২৯৮৫)***

এ বিষয়ে ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) ও ইবনু উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ)-কে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা "নাজায়িয"-এর ফাতওয়া দিয়েছে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে ছবি তুলার বৈধতার কথা উল্লেখ করেছেন ইবনু উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ)। যেমন- কারো পক্ষ থেকে বদলি হজ্জ করলে তাকে দেখানোর জন্য। ***(মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনি উসাইমীন- ২৪তম খণ্ড, ৭০-৭১ পৃ.)***

হজ্জ-'উমরাহ্ আদায়ের সময় ছবি তোলা থেকে মুসলিমের বিরত থাকা উচিত। এর কয়েকটি কারণ হলো– **১.** ইবাদতের জন্য সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিবেদিত রাখা এবং তা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা। **২.** পরিপূর্ণ ইখলাস (একনিষ্ঠতা) অর্জন করা। **৩.** নিজের নেক আমলকে গোপন রাখা। **৪.** রিয়া (লোক দেখানো) ও তার বিভিন্ন মিশ্রণ থেকে দূরে থাকা। **৫.** মানুষের কাছে সুনাম ও খ্যাতি কামনা না করা। **৬.** আত্মতুষ্টি ও আত্মপ্রশংসার প্রবণতা থেকে বেঁচে থাকা।

জিজ্ঞাসা (০২): ***আমার বাবা গত শুক্রবার দুপুর ২টা ১৩ মিনিটে মারা গেছেন, শুনেছি শুক্রবারে যারা মারা যায় তাদের কবরের সাওয়াল-জবাব হয় না, আমার বাবা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন না, ইসলাম সম্বন্ধে উনার কোনো জ্ঞান ছিল না, শুধুমাত্র শুক্রবারে সালাত আদায় করতেন, কিন্তু মানুষ হিসেবে অনেক সহজ সরল ছিলেন, এখন আমার জানতে ইচ্ছা হয়, আমার বাবার কবরের কি সওয়াল-জবাব হবে না?*** *মো. মোশারফ, ঠাকুরগাঁও।*

জবাব: জুমু'আর দিনে মৃত্যু বরণ করলে কবরের ফিতনা থেকে মুক্তি পাওয়া সংক্রান্ত হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন: 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: জুমু'আর দিনে অথবা জুমু'আর রাতে কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে কবরের ফিতনা হতে আল্লাহ তা'আলা তাকে রক্ষা করেন। ***(তিরমিযী- ১০৭৪)***

অনুরূপভাবে মুসনাদে আহমাদ ***(হা. ৬৫৮২, ৬৬৪৬)***-এ বর্ণিত হয়েছে। তবে উক্ত হাদীস সহীহ ও দুর্বল হওয়া নিয়ে আলেমদের মাঝে মতানৈক্য আছে।

ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীসটি গরীব ও এর সনদ পরস্পর সংযুক্ত নয়– ***(১০৭৪ হা.দ্র.)***। ইবনু হাজার এ সংক্রান্ত সকল হাদীসকে দুর্বল বলেছেন– ***(ফাতহুল বারী- ২/২৫৩)***।

শু'আইব আরনাউত মুসনাদে আহমাদ-এর তাহ্ক্বীক্বে উক্ত বিষয়ের হাদীসকে দুর্বল বলেছেন। এছাড়া ইবনু বাযসহ অধিকাংশই হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। তবে আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) হাসান তথা গ্রহণযোগ্য বলেছেন।

বিশুদ্ধ মতে, হাদীসটি দুর্বল সাব্যস্ত হওয়ায় এরূপ হাদীসের ভিত্তিতে জুমু'আর দিন মৃত্যু বরণ করলে কবরের আযাব বা ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে এ বিশ্বাস না করাই উত্তম।

জিজ্ঞাসা (০৩): ***মসজিদ নির্মাণ কাজের নির্দিষ্ট ড্রইং-এর ওপর দরপত্র দিয়ে কাজ করে এবং ড্রইং এর বাইরে কিছু অতিরিক্ত কাজও করার পর যদি মসজিদ কমিটি কাজ শেষে সময় মতো পাওনা পরিশোধ না করে, উল্টো বলেছেন মসজিদে কাজে লাভ করা যায় না, লস দিয়ে যেতে হয়। মসজিদ কমিটির কথাগুলো কি ইসলামী শরীয়তসম্মত (বি. দ্র. এটি একটি আহলে হাদীস মসজিদ)।***

মো. আব্দুল আল ফাইসার, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

জবাব: না, মসজিদ কমিটির এ ধরনের কথা শরীয়তসম্মত নয়। যদি কোনো ঠিকাদার বা নির্মাণকারী ব্যক্তি নির্দিষ্ট ড্রইং ও চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করেন, তাহলে তার নির্ধারিত পারিশ্রমিক পরিশোধ করা ওয়াজিব। আর যদি কমিটির অনুরোধে চুক্তির বাইরে অতিরিক্ত কাজ করা হয়, তাহলে সে অতিরিক্ত কাজের ন্যায্য মূল্যও প্রদান করতে হবে, যদি না আগে থেকেই তা স্বেচ্ছায় বিনা পারিশ্রমিকে করার শর্ত থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ করো।" ***(সূরা আল-মায়িদাহ: ১)***

আরো বলেন: "অঙ্গীকার পূর্ণ করো; নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" *(সূরা ইসরা: ৩৪)*

রাসূল (ﷺ) বলেছেন: "মুসলিমগণ তাদের শর্তাবলীর উপর অটল থাকবে।" *(তিরমিযী- ১৩৫২, সহীহ)*

আরেক হাদীসে এসেছে– "শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি দিয়ে দাও।" *(ইবনু মাজাহ- ২৪৪৩, সহীহ)*

সুতরাং মাসজিদ কমিটির বিলম্ব না করে দ্রুত পারিশ্রমিক পরিশোধ করা উচিত। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পরিশোধ না করলে হাদীসে এসেছে, ধনী ব্যক্তির (ঋণ আদায়ে) গড়িমসি করা যুলম– *(বুখারী- ২৪০০)*। নবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মালদার ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে টালবাহানা তার মানহানি ও শাস্তি বৈধ করে দেয়। সুফইয়ান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তার মানহানি অর্থ-পাওনাদারের এ কথা বলা যে, তুমি আমার সঙ্গে টালবাহানা করছ আর তার শাস্তির অর্থ হচ্ছে বন্দী করা। *(বুখারী- ২৪০১ হাদীসের শিরোনাম)*

"মসজিদের কাজে লাভ করা যায় না, লস দিয়ে যেতে হয়" এই কথা সঠিক নয়; বরং রাসূল (ﷺ) মসজিদের জায়গা কিনে নিয়েছেন– *(বুখারী- ৪২৮)*। তাহলে মসজিদের কাজ করেও পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ ইন্ শা-আল্লাহ।

জিজ্ঞাসা (০৪): ***আমি একজন তালিবে ইলম। কিছুদিন পূর্বে হোয়াটসঅ্যাপে আমার বোনের এক ছাত্রী আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় এবং আমি তার সাথে বিবাহপূর্ব বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা বলি। এতটুকু কথাবার্তায় তার প্রতি আমি দূর্বল হয়ে পড়ি এবং বিবাহের জন্য রাজি হয়ে যাই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে– ১. তার সাথে আমার এই কথা বলাটা হালাল হয়েছে কিনা? ২. তাকে আমি দেখতে চাই বিবাহের পূর্বে স্বাভাবিকভাবে যেই দেখা হয়। এখন আমি কি তাকে ব্যক্তিগতভাবে হোয়াটসঅ্যাপেই দেখতে পারব? এটাকি জায়িয হবে? নাকি পারিবারিকভাবেই দেখতে হবে? ৩. আরেকটি পরামর্শ চাচ্ছি যে, ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য ছাত্র জীবনেই বিবাহ করাটা কি ঠিক হবে?*** *আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মাদপুর।*

জবাব: আপনার মূল উত্তরে আসার পূর্বে কিছু জরুরি কথা– কোনো পরপুরুষের সঙ্গে পরনারীর কথাবার্তা বলা শরীয়তে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ও বিধিনিষেধ সাপেক্ষে বৈধ। এসব শর্তের মূল উদ্দেশ্য হলো ফিতনার পথ বন্ধ করা এবং গুনাহে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করা। এসব শর্তের মধ্যে রয়েছে– **১.** নির্জনতা (খালওয়া) না থাকা। **২.** কথাবার্তা বৈধ ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের বাইরে না যাওয়া। **৩.** ফিতনার আশঙ্কা না থাকা। অতএব যদি কথাবার্তার কারণে তার কামনা-বাসনা জেগে ওঠে বা সে এ কথোপকথনে আনন্দ অনুভব করতে শুরু করে, তবে তা তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। **৪.** নারীর কথাবার্তায় কোমলতা ও আকর্ষণ সৃষ্টিকারী ভঙ্গি না থাকা। **৫.** নারী পূর্ণ পর্দা ও শালীনতার মধ্যে থাকবে; অথবা দরজার আঁড়াল থেকে কিংবা ফোনের মাধ্যমে কথা হবে। তবে একাকী হবে না। **৬.** প্রয়োজনের পরিমাণের বেশি কথাবার্তা না হওয়া। সুতরাং এসব শর্ত পূরণ হলে এবং ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে নারীর সাথে কথা বলতে কোনো অসুবিধা নেই ইন্ শা-আল্লাহ।

এবার আসুন আপনার প্রশ্নে– আপনার ১ নং প্রশ্ন হচ্ছে, তার সাথে আপনার কথা বলা হালাল বা বৈধ হয়েছে কিনা?

জবাব: না, এটা হালাল হয়নি; বরং হারাম হয়েছে। কেননা আপনি ও সে একাকিত্বে মোবাইলে কথা বলেছেন যা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। রাসূল (ﷺ) বলেন, কোনো পুরুষ যেন অপর মহিলার সঙ্গে নিভৃতে অবস্থান না করে– *(বুখারী- ৩০০৬)*। আপনি উক্ত বিধান লঙ্ঘন করেছেন। সাথে সাথে তার সাথে কথা বলা বৈধ হওয়ার উপরোক্ত অনান্য শর্তও ভঙ্গ করেছেন।

২ নং প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, সর্বোত্তম হবে তার অভিভাবকের মাধ্যমে তাকে দেখা। তাহলে ফিতনা থেকে বাঁচতে পারবেন। তবে অভিভাবক বা পাত্রীকে না জানিয়ে তাদের অগচোরে পাত্রী দেখা বৈধ আছে– *(ইবনু মাজাহ- ১৮৬৪, সহীহ)*। তবে ব্যক্তিগতভাবে হোয়াটসঅ্যাপে দেখা শরিয়তসম্মত হবে না যদি তা একাকিত্বে হয়, তবে যদি আপনার সাথে বা তার সাথে কোনো মাহরাম থাকে তাহলে দেখতে পারেন যতটুকু ইসলাম অনুমোদন করে।

৩ নং প্রশ্নের জবাবে বলবো, অর্থনৈতিক সক্ষমতা থাকলে ফিতনা থেকে বাঁচতে ছাত্র জীবনে বিবাহ করাই উত্তম বিশেষ করে বর্তমান পরিবেশ। যদি অর্থনৈতিক সক্ষমতা না থাকে তাহলে রাসূল (ﷺ) সওম রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। *(বুখারী- ৫০৬৫)*

জিজ্ঞাসা (০৫): ***আমি একশো মন ধান কিনবো। ৪ মাস পর বিক্রি করে যে টাকা লাভ অথবা লস হয়। তা মেনেই আমি ধান কিনতে চাই। আমার আপনজন তার টাকার খুব প্রয়োজন তিনি চাচ্ছেন যে আমার একশো মন ধানের টাকা তিনি নিবে। এই শর্তে, যে বর্তমান বাজারে যে দামে ধান ক্রয় করব। পরবর্তীতে আমি যখন ধান যে দামে বিক্রি করবো, সে দামে সে আমাকে একশো মন ধানের টাকা ফেরত দিবে। এইভাবে টাকা দেওয়া জায়িয হবে কি?***

জহুরুল ইসলাম, ইসলামপুর, জামালপুর।

জবাব: না, এভাবে টাকা দেওয়া বৈধ হবে না। কেননা এখানে ধোঁকা ও অস্পষ্টতা বিদ্যামান সাথে সাথে সুদ হওয়ারও বড় সম্ভাবনা আছে। হাদীসে এসেছে,

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: পাথরের টুকরা নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় ও ধোকাপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বারণ করেছেন। *(মুসলিম- ৩৭০০)*

আপনার এখানে ধোঁকা হচ্ছে, একশ মনের দাম বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী দিবেন ৪ মাস পর বাজার দর অনুযায়ী সে আপনাকে মূল্য ফেরত দিবে। তখন বাজার দর কেমন হবে তা অনিশ্চিত। যদি তখন দর বেশি হয় তবুও আপনার লাভ নেওয়া বৈধ হবে না কেননা আপনি তাকে ঋণ হিসেবে টাকা দিয়েছে, আর ঋণের অতিরিক্ত গ্রহণ সুদ। আবার বাজার দর কমে গেলে ঋণগ্রহীতার অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করা হবে এবং আপনার ক্ষতি হবে, যা একটি ত্রুটিপূর্ণ ও অনিশ্চিত চুক্তির শামিল। তাই এভাবে লেনদেন বৈধ হবে না। তবে আপনি চাইলে তার সাথে সালাম ক্রয়-বিক্রয় করতে পারেন। তার পদ্ধতি হচ্ছে, তার থেকে একশত মন ধান কিনে নিবেন বর্তমান দর অনুসারে এবং তাকে নগদ মূল্য পরিশোধ করবেন, ৪ মাস পরে সে আপনাকে একশত মন ধান দিবে টাকা না। এটা বৈধ। *(বুখারী- ২২৩৯)*

জিজ্ঞাসা (০৬): ***কবিরা গুনাহ থেকে মুক্ত না থাকলে বা একটি কবিরা গুনাহ থাকলে কি কোনো সাগিরা ক্ষমা পাওয়া যাবে না নেক আমলের মাধ্যমে? এ ব্যাপারে ইমামদের সঠিক মতামত এবং প্রাধান্য প্রাপ্ত মতামত আমি জানতে চাই।*** *আবু হেনা মণ্ডল, ভারত, পশ্চিমবঙ্গ, নাদিয়া*

জবাব: হ্যাঁ, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতে, ভালো আমল যেমন- সালাত, সিয়াম ও সাদাক্বার মাধ্যমে ছোট গুনাহসমূহ (সগীরা গুনাহ) মাফ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে বান্দা বড় গুনাহসমূহ (কবীরা গুনাহ) থেকে বেঁচে থাকবে।

কুরআন ও হাদীসের দলিলের ভিত্তিতে আলেমদের নিকট এটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। এ মতের পক্ষে আছেন ইবনু রজব ও ইবনু আব্দিল বার ও ইবনু বায (রহিমাহুল্লাহ)। মহান আল্লাহর বাণী,

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾

"তোমদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা কবীরা গুনাহ তা থেকে বিরত থাকলে আমরা তোমাদের ছোট পাপগুলো ক্ষমা করব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব।" *(সূরা আন-নিসা: ৩১)*

হাদীস এসেছে, 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, কোনো মুসলিমের যখন কোনো ফরয সালাতের ওয়াক্ত হয় আর সে উত্তমরূপে সালাতের ওযূ করে, সালাতের নিয়ম ও রুকূ'কে উত্তমরূপে আদায় করে তাহলে যতক্ষণ না সে কোনো কাবীরাহ গুনাহে লিপ্ত হবে তার এ সালাত তার পিছনের সকল গুনাহের জন্যে কাফফারাহ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আর এ অবস্থা সর্বযুগেই বিদ্যমান। *(মুসলিম- ৪৩১)*

সহীহ মুসলিমে শিরোনাম: পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমু'আহ্ থেকে আরেক জুমু'আহ্ পর্যন্ত এক রমাযান থেকে অপর রমাযান পর্যন্ত তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্যে কাফফারাহ হয়ে যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত কাবীরাহ গুনাহ থেকে বিরত থাকবে।

দলিল নিয়ে এসেছেন: আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং এক জুমু'আহ্ থেকে অন্য জুমু'আহ্ এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের সব গুনাহের জন্যে কাফফারাহ হয়ে যায় যদি সে কাবীরাহ গুনাহতে লিপ্ত না হয়। *(মুসলিম- ৪৩৮; বিস্তারিত জানতে দেখুন: আল উলুম ওয়াল হিকাম লি ইবনু রজব- ১৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)*

তবে ইমাম নবাবী ও ইবনু উসাইমিন-এর মতে ভালো আমলের মাধ্যমে ছোট পাপ মোচন হয়ে যাবে বড় পাপ থেকে মুক্ত না থাকলেও। *(শারহু মুসলিম- ৪৩১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)*

জিজ্ঞাসা (০৭): ***সালাতে সিজদার সময় দুই পায়ের পাতা খাড়া করে রাখতে হয় ও দুই পায়ের গোড়ালি এক সাথে মিলিয়ে রাখার কোনো হাদীস থাকলে জানাবেন প্লিজ।*** *আব্দুল্লাহ, ঢাকা।*

জবাব: 'আয়িশাহ্ বিনতু আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, "এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তিনি তখন আমার বিছানাতেই ছিলেন। আমি তাঁকে খুঁজে পেলাম সিজদারত অবস্থায়। তিনি তাঁর দুই গোড়ালি মিলিয়ে রেখেছিলেন এবং পায়ের আঙুলগুলোর অগ্রভাগ কিবলামুখী ছিল। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম,

أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، أثني عليك، لا أبلغ كل ما فيك.

'হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় চাই; আপনার ক্ষমার মাধ্যমে আপনার শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই; এবং আপনারই মাধ্যমে আপনার (পাকড়াও) থেকে আশ্রয় চাই। আমি আপনার প্রশংসা বর্ণনা করছি, কিন্তু আপনার যথাযথ প্রশংসা গুণে শেষ করতে সক্ষম নই।'

এরপর যখন তিনি নামায শেষ করলেন, তখন বললেন: 'হে 'আয়িশাহ্! তোমার শয়তান কি তোমাকে (এ ব্যাপারে) প্ররোচিত করেছে?' আমি বললাম: 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনারও কি শয়তান আছে?' তিনি বললেন: 'প্রত্যেক আদম সন্তানের সাথেই একজন শয়তান (কারীন) নিযুক্ত আছে।' আমি বললাম: 'আপনারও, হে আল্লাহর রাসূল?' তিনি বললেন: 'হ্যাঁ, আমারও। তবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন, ফলে সে অনুগত (মুসলিম) হয়ে গেছে।' *(ইবনু খুজায়মাহ্- ৬৫৪, সহীহ)*

জিজ্ঞাসা (০৮): *লেদারের সোফায় কন্যা শিশু প্রসাবের পর ঐ অংশটুকু ভেজা টিস্যু দিয়ে মুছে ফেলা হয়েছে। তারপর অন্য একজন পুরো সোফাগুলো ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে ফেলে। এরপর নাপাক পুরো সোফায় কি ছড়িয়েছে? অনেকেই ভেজা বা তৈলাক্ত হাতে সেখানে বসে এবং ঘরের অন্য জিনিস ধরে ঐ ভেজা হাতে। তারা বলে সেটা পাক হয়ে গেছে সোফাটি। আবার বালিশ, তোষক প্রসাব লেগে শুকিয়ে গেলে তারা পাক হিসেবে ভেজা বা তৈলাক্ত চুলে সেটার ওপর শুয়ে থাকে। কিন্তু আমার মতে তা নাপাক। এ অবস্থায় আমার কাছে ঘরের অনেক কিছুই নাপাক মনে হয়। তারা বলে আমার শূচিবায়ু। আমার জন্যও তা কষ্টকর হয়ে পড়েছে এক্ষেত্রে আমার করণীয় কি? এক্ষেত্রে নাপাক ও পাকের মধ্যে কিভাবে পার্থক্য কবর? তাদের কথা অনুযায়ী পাক ধরলে কি সুবিধাবাদি হবো? দয়া করে বিস্তারিত সমাধান পেলে উপকৃত হবো।* *মো. আমাতুল্লাহ বাংলাদেশ।*

জবাব: লেদারের সোফায় কন্যা শিশু প্রসাবে পর ঐ অংশটুকু ভেজা টিস্যু দিয়ে মুছে ফেলার মাধ্যমেই পবিত্র হয়ে যাবে ইন্ শা-আল্লাহ। কেননা পবিত্রতার মূল হচ্ছে নাপাকি দূরভীত করা তা যেভাবেই হোক না কেন। ইমাম নববী বলেন, "জেনে রাখুন, নাপাকি দূর করার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি অপরিহার্য, তা হলো নাপাকির চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে দূর করা, পরিষ্কার করে ফেলা।" *(শারহু মুসলিম- ৩/২০০)*

এমনকি ফাতওয়া দিয়েছেন ইবনু উসাইমিনসহ অধিকাংশ আলেম। *(ফাতওয়া নূর আলাদ দারব লিইবনু উসাইমিন- ৭/০২)*

সুতরাং উক্ত পদ্ধতিতে পবিত্র করার পর সেটাকে ভিজা কাপড় দিয়ে মুছলে নাপাকি ছড়িয়ে পড়ে না কেননা নাপাকি তো আগেই দূর হয়ে গেছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– বিছানা, বালিশ বা তোষকে প্রসাব লেগে শুকিয়ে গেলেই তা পবিত্র হয়ে যায় না; বরং তা পানি ধুয়ে বা ভিজা কিছু দিয়ে মুছে নেওয়ার মাধ্যমে বা রোদে শুকানোর মাধ্যমে প্রসাবের মূল দূরভীত করার মাধ্যমে পবিত্র হয়। তবে নাপাকি শুকিয়ে গেলে শুকনো হাতে বা চুলে তা স্পর্শ করলে হাত বা চুল নাপাক হবে না। কিন্তু ভিজা হাত বা চুল সেখানে লাগলে নাপাক হতে পারে তাই শরঈ পদ্ধতিতে তা পরিস্কার করার চেষ্টা করতে হবে। *(ইসলাম শাওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্রশ্ন নং- ২৯৮৩২৪)*

আপনার বর্ণনা থেকে মনে হচ্ছে আপনার কিছুটা ওয়াসওয়াসা কাজ করছে। কারণ আপনি বলছেন: "আমার কাছে ঘরের অনেক কিছুই নাপাক মনে হয়।" এটি ওয়াসওয়াসা বা শূচিবায়ুর লক্ষণগুলোর একটি। শয়তান মানুষের জন্য দ্বীনের বিষয়কে কঠিন করে তুলতে চায়। শরীয়তের মূলনীতি হলো– "সব বস্তুর মূল অবস্থা হলো পবিত্রতা।" তাই কোনো জিনিসকে নাপাক বলার জন্য স্পষ্ট প্রমাণ লাগবে শুধু সন্দেহ হলেই হবে না। তাদের কথা মতে চললে আপনি সুবিধাবাদী হয়ে যাবেন না। তবে পবিত্রতার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য তাহারাতের বিষয় সহজ করে দিন এবং ওয়াসওয়াসা থেকে হিফাজত করুন –আমীন।

জিজ্ঞাসা (০৯): *আমি জানতে চাচ্ছি যে, বাকিতে পণ্য বিক্রির বিনিময়ে দাম বেশি রাখা (ক্রেতাকে জানিয়ে) জায়িয কিনা এবং এটা সুদের আওতাভুক্ত কিনা? যেমন- এক বস্তা ভুসি বাকিতে বিক্রি করে, দেড়িতে দাম পাবো বিধায় ক্রেতাকে জানিয়ে বস্তা প্রতি অতিরিক্ত ৩০০/৪০০ টাকা দাম বেশি রাখলাম। মুহতারাম এটা সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা? এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাচ্ছি।* *আব্দুল্লাহ ঝিনাইদহ।*

জবাব: না, এটা সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। "কোনো পণ্য বাকিতে (নির্ধারিত সময় পরে মূল্য পরিশোধের শর্তে) নগদ মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করা বৈধ। মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করা হোক বা নির্ধারিত সময়ে এককালীন পরিশোধ করা হোক উভয় অবস্থাতেই তা জায়িয। তবে শর্ত হলো– ক্রেতা-বিক্রেতা চূড়ান্তভাবে পৃথক হওয়ার আগে বিক্রয়ের ধরন নির্ধারণ করে নিতে হবে এবং এটি নগদ বিক্রি নাকি বাকিতে বিক্রি সে বিষয়ে উভয়ের সম্মতি থাকতে হবে। বাকির কারণে অতিরিক্ত যে মূল্য নেওয়া হয়, তা সুদ (রিবা) নয়। শরীয়তে বাকিতে বিক্রির ক্ষেত্রে নগদ মূল্যের তুলনায় কতটুকু বেশি মূল্য নেওয়া যাবে, তার কোনো নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ক্রয়-বিক্রয়, পাওনা আদায় এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে নম্রতা, উদারতা ও সহজ আচরণ করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন।" *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ- ২/৩৩৫)*

যদিও ইবনু বায ও আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) এটাকে অবৈধ বলেছেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে এটা বৈধ। *(বিস্তারিত জানতে দেখুন: সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ৪/৩১৯-৩৮৯)*

জিজ্ঞাসা (১০): *একটা হিন্দি/উরদু গান আছে যেখানে বলা হয় ইয়া রাব্বি মুস্তাফা তু মুঝে হজ্জ পে বুলা। এখন এই গানটি শুনে নিজের মনে মনে গেয়ে ফেলি ইয়া নবি মুস্তফা তু মুঝে হজ্জ পে বুলা (নাউযুবিল্লাহ)। যখন গাই তখন এটা যে শিরক আমার মাথায় ছিল না। এখন কি আমার শিরক হয়ে গেছে?* *তাহিয়া নূর, খুলসি, চট্টগ্রাম।*

জবাব: না, আপনার বর্ণনা অনুযায়ী শুধু মনে মনে ভুল করে বা অজান্তে এই কথাটি গেয়ে ফেলার কারণে শিরক হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"হে আমাদের রব! আমরা ভুলে গেলে বা ভুল করলে আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।" *(সূরা বাক্বারাহ: ২৮৬)*

রাসূল (ﷺ) বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের অন্তরের কথা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যতক্ষণ না

তারা তা অনুযায়ী কাজ করে বা মুখে উচ্চারণ করে।" *(বুখারী- ৬৬৬৪)*

উল্লিখিত দলিলের আলোকে আপনার কাজটা শিরক হয়নি। তবে ভবিষ্যতে সতর্ক থাকতে হবে এবং সতর্কতাস্বরূপ নিম্নোক্ত দু'আটি বেশি বেশি পাঠ করবেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ.

"হে আল্লাহ! আমি জ্ঞাতসারে আপনার সাথে শির্ক করা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই এবং অজ্ঞতাসারে (শির্ক) হয়ে গেলে তার জন্য ক্ষমা চাই।" *(আহমাদ- ১৯৬০৬, সহীহ)*

জিজ্ঞাসা (১১): ***আমি সহীহ 'আক্বিদাহ্ এবং তাওহীদ সম্পর্কে জানতে চাই এবং সেই মোতাবেক আমল করতে চাই। আমাকে যদি আহলে হাদীস হবার প্রথম পদক্ষেপ সম্পর্কে বলতেন। মানে বোঝাতে চাচ্ছি যে আমি সর্বপ্রথম কোন বই বা কাজ দিয়ে সঠিক দ্বীন এর জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করবো? আমাকে যদি একটু পথনির্দেশ দেওয়া হয় একটু নসিহত করা হয়।***

ফাহামিদা সুলতানা
মুরশিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ।

জবাব: আলহামদুলিল্লাহ। আপনার এই ইচ্ছা "সহীহ 'আক্বীদাহ্ জানতে চাই, তাওহীদ শিখতে চাই এবং তার উপর আমল করতে চাই" এটাই সঠিক পথের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ।

একটি বিষয় মনে রাখবেন: "আহলে হাদীস" হওয়া কোনো দল বা ব্যক্তির অনুসরণ করার নাম নয়; বরং কুরআন, সহীহ সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের বুঝ অনুযায়ী দ্বীন অনুসরণ করার নাম।

আপনার প্রথম পদক্ষেপ হবে– তাওহীদ শেখা: নবীগণ সর্বপ্রথম মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। তাই আপনার জ্ঞানার্জন তাওহীদ দিয়ে শুরু করা আবশ্যক। শুরুতে পড়ুন: উসূলুস সালাসাহ, কিতাবুত তাওহীদ। বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ পড়ার চেষ্টা করবেন।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হবে: 'আক্বীদাহ্ শিক্ষা করা। এক্ষেত্রে আপনি বাংলা ভাষী নির্ভরযোগ্য আলেমদের বই পড়ুন। যেমন- 'আক্বিদাহ্ ওয়াসিতিয়া, ফিকহুল আকবারসহ অন্যান্য বই। এসব বই আপনাকে বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ বুঝতে সাহায্য করবে।

তৃতীয় পদক্ষেপ হবে– ইবাদতের সহীহ পদ্ধতি শেখা: রাসূল (ﷺ) যেমন- সালাত পড়েছেন, তেমন সালাত শেখার চেষ্টা করুন। এ জন্য পড়তে পারেন: সিফাতু সালাতিন নবী যা আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ)'র লেখা এছাড়া আহলে হাদীস আলেমদের বই। আস্তে আস্তে আহলে হাদীস আলেমদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করুন তাদের বক্তব্য শুনুন। ইন্ শা-আল্লাহ আল্লাহ তা'আলা আপনার সহায় হবেন।

জিজ্ঞাসা (১২): ***আমি অনেক কষ্ট করে একটা সাইট বানিয়েছি। সেই সাইটের কাজ হলো জি-মেইল, ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম বেচা-কেনা করা। এটি কী জায়িয আছে?***

কাওসার আহমেদ, রংপুর।

জবাব: এই ব্যবসার হুকুম এককথায় বলা কঠিন। এটি কী ধরনের অ্যাকাউন্ট, কীভাবে অর্জিত এবং কী কাজে ব্যবহৃত হবে এসবের উপর নির্ভর করে।

সাধারণ নীতি: ইসলামে কোনো জিনিস বিক্রি বৈধ হওয়ার জন্য সাধারণ নিয়ম হচ্ছে– বিক্রেতার মালিকানা বা বৈধ অধিকার থাকতে হবে। বিক্রয়টি প্রতারণামুক্ত হতে হবে। অন্যের অধিকার লঙ্ঘন করা যাবে না। হারাম কাজে সহযোগিতা করা যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো; পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না।" *(সূরা আল-মায়িদাহ: ২)*

আপনার উল্লেখিত Gmail, Facebook, Instagram অ্যাকাউন্ট বিক্রি বৈধ না অবৈধ তা নির্ধারণ করার আগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জানা দরকার।

(ক) অ্যাকাউন্টগুলো কি আপনার নিজের তৈরি? যদি অন্যের অ্যাকাউন্ট, হ্যাক করা অ্যাকাউন্ট, ভুয়া পরিচয়ে তৈরি অ্যাকাউন্ট বা অনুমতি ছাড়া অ্যাকাউন্ট হয়, তাহলে তা বিক্রি করা জায়িয নয়।

(খ) প্ল্যাটফর্মের শর্ত কী? Google, Facebook এবং Instagram সাধারণত ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট হস্তান্তর বা বিক্রির উপর সীমাবদ্ধতা বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে থাকে। যদি চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে অ্যাকাউন্ট বিক্রি করা হয়, তাহলে তা শরয়ী দৃষ্টিতে বৈধ হবে না। কারণ মুসলিমকে বৈধ চুক্তি ও অঙ্গীকার রক্ষা করতে বলা হয়েছে। *(তিরমিযী- ১৩৫২, সহীহ)*

(গ) অ্যাকাউন্টের ব্যবহার কী? যদি জানা যায় যে এগুলো ব্যবহার হবে প্রতারণার কাজে বা হারাম কাজে তাহলে বিক্রি করা বৈধ হবে না। *(সূরা আল-মায়িদাহ: ২)*

যদি আপনার সাইটের মূল উদ্দেশ্যই হয় Gmail, Facebook, Instagram অ্যাকাউন্ট কেনাবেচা, তাহলে আগে ভালোভাবে যাচাই করা দরকার।

কোম্পানি কর্তৃক অ্যাকাউন্ট বিক্রির অনুমতি আছে কি না, এগুলো বৈধভাবে অর্জিত কি না, এতে প্রতারণা বা অন্যের অধিকার নষ্ট হচ্ছে কি না। এই বিষয়গুলো পরিষ্কার না হলে এই ব্যবসা থেকে বিরত থাকা নিরাপদ। কারণ হাদীস এসেছে, নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন, হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট, উভয়ের মাঝে বহু অস্পষ্ট বিষয় রয়েছে। যে ব্যক্তি

গুনাহের সন্দেহযুক্ত কাজ পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি যে বিষয়ে গুনাহ হওয়া সুস্পষ্ট, সে বিষয়ে অধিকতর পরিত্যাগকারী হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি গুনাহের সন্দেহযুক্ত কাজ করতে দুঃসাহস করে, সে ব্যক্তির সুস্পষ্ট গুনাহের কাজে পতিত হবার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। গুনাহসমূহ মহান আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা, যে জানোয়ার সংরক্ষিত এলাকার চার পাশে চরতে থাকে, তার ঐ সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে– *(বুখারী- ২০৫১)*। তাই সন্দেহ যুক্ত ব্যবসা থেকে বিরত থাকাই উত্তম। তবে আপনার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ইসলামী ওয়েবসাইট সহ বৈধ ওয়েবসাইট তৈরি করে ব্যবসা করতে পারে।

জিজ্ঞাসা (১৩): ***আমার বাদশা নামটি জায়িয নাকি হারাম? আমি একজন ছাত্র অনার্স ১ম বর্ষ আমার এনআইডি সার্টিফিকেট সমস্ত জায়গায় বাদশা নামটি দেওয়া আছে এখন আমার কি করণীয়? আমি খুব হতাশায় আছি।***

মুহাম্মাদ বাদশা আলী, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া জেলা।

জবাব: 'বাদশা' নাম রাখা শরিয়তে হারাম না– *(ইসলাম ওয়েব- ফাতাওয়া নং- ৪৪৪১৬৬)*। তাই আপনার হতাশার কিছু নেই। শরিয়তে রাজাধীরাজ নামকরণ নিষেধ।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে খারাপ নামধারী অথবা বলেছেন, সব নামের মধ্যে ঘৃণিত নাম হলো সে ব্যক্তির, যে 'রাজাদের রাজা' নাম গ্রহণ করেছে। *(বুখারী- ৬২০৬)*

জিজ্ঞাসা (১৪): ***আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন মাঝে মাঝে ঠিক থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন এমন কথা বলে যে, খুব খারাপ লাগে। ছোট করে কথা বলে, অথচ নতুন বউ হিসেবে আমি এমন ব্যবহার আশা করি না। এগুলো কি হাজব্যান্ডকে মাঝে মাঝে বলা গীবত হবে? আমি তাদের মাঝে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য বলছি না, শুধু এতটুকু যে, সে যাদের কাছে আমাকে রাখার কথা বলছে তারা কেমন আচরণ করছে। এটা কি গুনাহ হবে? যদিও কয়েকবার বলার পরও কোনো লাভ হয়নি। উনি চান উনি একা বাইরে থাকুক আর আমি বাসায় থাকি। আমার থাকতে প্রবলেম ছিল না, তবে এমন করলে কষ্ট লাগে। নাকি আল্লাহ তা'আলা যা বলেছেন– "যে অন্যের গুনাহ গোপন রাখে, আল্লাহও তারটা গোপন রাখেন"। তাই আমার চুপ থাকাই কি ঠিক হবে?***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা।

জবাব: আপনার প্রশ্ন শ্বশুরবাড়ির বিভিন্ন সমস্যার কথা স্বামীকে বলা কি গীবত হবে? সব ক্ষেত্রে গীবত হবে না। ইমাম নববী তাঁর রিয়াযুস স্বা-লিহীন গ্রন্থে ৬ স্থানে গিবত বৈধ বলে উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটা হচ্ছে, অত্যাচার, কষ্ট বা অন্যায়ের অভিযোগ এমন ব্যক্তির কাছে করা, যিনি তা দূর করতে পারেন। তিনি বলেন, জেনে রাখুন যে, সঠিক শরয়ী উদ্দেশ্যে গীবত বৈধ; যখন গীবত ছাড়া সে উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া সম্ভবপর হয় না। এমন কারণ ৬টি। যথা-

১. অত্যাচার ও নির্যাতন: নির্যাতিত ও অত্যাচারিত ব্যক্তির পক্ষে বৈধ যে, সে শাসক, বিচারক প্রমুখ (প্রভাবশালী) ব্যক্তি যারা অত্যাচারীকে উচিত সাজা দিয়ে ন্যায় বিচার করার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রাখেন তাঁদের নিকট নালিশ করবে যে, 'অমুক ব্যক্তি আমার উপর এই অত্যাচার করেছে।' *(রিয়াযুস স্বা-লিহীন, অধ্যায়: ১৭/নিষিদ্ধ বিষয়াবলী, كتاب الأمور المنهي عنها ১০৭, যে সব কারণে গীবত বৈধ)*

আপনি যদি স্বামীকে এ উদ্দেশ্যে বলেন যে, আমি কষ্ট পাচ্ছি, এমন আচরণ হচ্ছে, আপনি বিষয়টি বুঝুন এবং সমাধানের চেষ্টা করুন। তাহলে এটি গীবতের মধ্যে পড়বে না ইন্ শা-আল্লাহ। কিন্তু যদি উদ্দেশ্য হয় তাদেরকে হেয় করা, ঘৃণা সৃষ্টি করা, সম্পর্ক নষ্ট করা, তাহলে তা গীবত হবে। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সবকিছু চেপে রেখে মানসিকভাবে ভেঙে পড়বেন এমন যেন না হয়। আবার প্রতিটি ছোট ঘটনা স্বামীকে বলে বিরক্ত করবেন এমনটাও যেন না হয়। ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করবেন।

"অন্যের দোষ গোপন রাখলে মহান আল্লাহও তার দোষ গোপন রাখবেন" –এটা সহীহ হাদীস, যা সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। *(মুসলিম- ২৬৯৯)*

হাদীসটি মূলত মুসলিমের গোপন দোষ, পাপ বা ব্যক্তিগত ত্রুটি অকারণে প্রকাশ না করার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আপনি নিজের ওপর হওয়া কষ্ট বা অন্যায়ের কথা কখনোই কাউকে বলতে পারবেন না। যদি কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য স্বামীকে জানানো প্রয়োজন হয়, তাহলে তা ওই হাদীসের বিরোধী নয়। আল্লাহ তা'আলা আপনার সমস্যা সমাধান করুন –আমীন।

জিজ্ঞাসা (১৫): ***আমাদের জানা মতে, দুনিয়ার কোনো শিশু সন্তান সেবক/খাদেম হবে না। কিন্তু সিলসিলাহ সহীহাহ্তে হাদীস দেখলাম যাতে বলা হয়েছে আবূ মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূল (ﷺ)-কে মুশরিক শিশু সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, তারা জান্নাতবাসীদের সেবক/খাদেম হবে– (সিলসিলাহ সহীহাহ্- হা. ১৪৬৭)। এই হাদীসের সঠিক ব্যখ্যা কি?***

মো. মোহিদুর রহমান মানিক
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।

জবাব: প্রথমতঃ পৃথিবীতে যে সন্তানরা নাবালেগ অবস্থায় মারা যাবে তারা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে জান্নাতে থাকবে। বুখারীর হাদীসে এসেছে, ... আর এ দীর্ঘকায় ব্যক্তি যিনি বাগানে ছিলেন, তিনি হলেন, ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)। আর তাঁর আশেপাশের বালক-বালিকারা হলো ঐসব শিশু, যারা ফিত্রাতের

(স্বভাবধর্মের) ওপর মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি বলেন, তখন কিছু সংখ্যক মুসলিম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের শিশু সন্তানরাও কি? তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: মুশরিকদের শিশু সন্তানরাও। *(বুখারী- ৭০৪৭)*

উক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যাচ্ছে, মুশরিকদের নাবালক সন্তানরাও জান্নাতে থাকবে। যদিও এ নিয়ে আলেমদের ৩টি মত রয়েছে– **১.** তারা জান্নাতী হবে। **২.** মুশরিকদের শিশুদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা দেওয়া থেকে বিরত থাকা। তাই বলবো না যে, তারা জান্নাতবাসী, আবার এটাও বলবো না যে, তারা জাহান্নামবাসী। **৩.** মুশরিকদের শিশুদের কিয়ামতের দিন পরীক্ষা নেওয়া হবে। অতঃপর তারা যদি ঈমান ও আনুগত্য গ্রহণ করে, তবে জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর যদি অবাধ্যতা ও কুফরি করে, তবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

এই মত গ্রহণ করেছেন এবং প্রাধান্য দিয়েছেন ইমাম বায়হাক্বী, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্, ইবনুল কাইয়্যিম, ইবনু কাসীর, শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয ইবনু বায এবং শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু উসাইমীন প্রমুখ আলেমগণ। *(তাফসীর ইবনু কাসীর- ৫/৫৮)*

আপনি সিলসিলাহ সহীহাহ্’র যে হাদীস উল্লেখ করেছেন সেটাকে অধিকাংশ আলেম দুর্বল বলেছেন,

ইমাম বায়হাকী তাঁর আল-ই‘তিকাদ (পৃ. ১৬৬)-এ বলেছেন: “এগুলো শক্তিশালী (নির্ভরযোগ্য) বর্ণনা নয়।” ইবনুল জাওযী আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ ফিল আহাদীসিল ওয়াহিয়াহ (২/৪৪৪)-এ বলেছেন: “এই হাদীসটি প্রমাণিত নয়।”

ইবনু তাইমিয়্যাহ্ মাজমূ‘ আল-ফাতাওয়া (৪/২৭৯)-এ বলেছেন: “কিছু লোক বলেছেন যে, কাফিরদের শিশুরা জান্নাতবাসীদের খাদেম হবে। কিন্তু এ কথার কোনো ভিত্তি নেই।” ইবনুল কাইয়্যিম হাদিল আরওয়াহ (পৃ. ২১৬)-এ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীরে (৫/৫৯) এটিকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ফাতহুল বারী (৩/২৪৬)-তে এটিকে দুর্বল বলেছেন। শু‘আইব আল-আরনাউত তাখরীজুল ‘আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম (৭/২৪৬)-এ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। আবু ইসহাক আল-হুওয়াইনী আবওয়াবুন নাফিলাহ ফিল আহাদীসিদ দাঈ‘ফাহ ওয়াল বাতিলাহ (পৃ. ৫২)-এ এটিকে দুর্বল বলেছেন।

এছাড়া নাবীল আল-বাসারাহ আল-কুয়েতী তাঁর আনীসুস সারী তাখরীজু আহাদীসি ফাতহিল বারী (৩/২৩০৫-২৩০৭)-তেও হাদীসটির দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটাকে সহীহ বলেছেন, কিন্তু বিশুদ্ধ মতে তা দুর্বল।

সারকথা: বহু মুহাদ্দিস ও গবেষক আলেমের মতে “মুশরিকদের শিশুরা জান্নাতবাসীদের খাদেম হবে” মর্মে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়; বরং দুর্বল বা অপ্রমাণিত। তাই এ বর্ণনার উপর কোনো ‘আক্বীদাহ্গত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা সঠিক নয়।

যদি হাদীসটি গ্রহণযোগ্য ধরা হয়, তাহলে “খাদেম” হওয়ার অর্থ কী?

জান্নাতের খাদেম হওয়া কোনো অপমানজনক বিষয় নয়।

আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতের বর্ণনায় বলেছেন: “তাদের চারপাশে চিরকিশোর বালকরা ঘুরে বেড়াবে।” *(সূরা আল-ওয়াক্বিয়াহ: ১৭)*

আরো বলেছেন: “তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে চিরস্থায়ী কিশোররা।” *(সূরা আদ-দাহ্র: ১৯)*

এই সেবকরা দুনিয়ার দাস-চাকরের মতো নয়; বরং তারাও জান্নাতের নিয়ামতের মধ্যে থাকবে। তাই “খাদেম” শব্দটি শাস্তির অর্থ বহন করে না। মহান আল্লাহই সঠিক জানেন।

জিজ্ঞাসা (১৬): ***আমি প্রবাস এ থাকা অবস্থায় একজন বিধবা মহিলাকে ভিডিও কলের মাধ্যমে বিয়ে করি, দেশে কাজীর মাধ্যমে এ বিয়ে হয় ওখানে আমার প্রতিনিধি ছিল, এখন সমস্যা হলো আমার পাসপোর্ট এ আমার নাম এবং বাবার নাম সঠিক ছিল না, কাজী ওই নাম দিয়েই বিয়ে পড়ায়, এখন এ বিয়ে কি বৈধ হবে? না হলে এখন করণীয় কি? (আমার ওয়াইফ আমার আসল নাম জানতো, তবে বাবার নাম জানতো না)*** *আব্দুল কাদের, উত্তরা, ঢাকা।*

***জবাব:* প্রথমতঃ মোবাইলে বিয়ের হুকুম:** বিবাহের আকদ আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন- টেলিফোন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাবে কি না? এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

একদল আলিম তা নিষিদ্ধ বলেছেন; কারণ তাদের মতে এতে সাক্ষীর উপস্থিতি যথাযথভাবে নিশ্চিত হয় না। এ মতটিই গ্রহণ করেছে মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী।

আরেকদল আলেম সতর্কতামূলকভাবে বিবাহকে এভাবে সম্পাদন করা নিষিদ্ধ বলেছেন। কারণ মানুষের কণ্ঠস্বর নকল করা সম্ভব, ফলে প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির আশঙ্কা থাকে। এ মত প্রদান করেছে আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ লিল-ইফতা।

অপরদিকে কিছু আলিম বলেছেন, যদি প্রতারণা ও কারসাজি থেকে নিরাপদ থাকা যায়, তাহলে এভাবে বিবাহ সম্পাদন করা বৈধ। এ মত প্রদান করেছেন শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয ইবনু বায।

এ থেকে জানা যায় যে, এ ধরনের বিবাহে সাক্ষী থাকা এবং সাক্ষ্য প্রদান করা সম্ভব। কারণ তারা টেলিফোন বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বক্তার কথা শুনতে পারে; বরং

বর্তমান প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে অভিভাবক (ওয়ালি)-কে দেখা ও তার কণ্ঠস্বর শোনা সম্ভব, যখন তিনি ইজাব (বিবাহের প্রস্তাব) প্রদান করেন। একইভাবে বরকেও দেখা ও তার কণ্ঠস্বর শোনা সম্ভব।

অতএব, এ বিষয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো– যদি প্রতারণা ও কারসাজির আশঙ্কা না থাকে, বর ও ওয়ালির পরিচয় নিশ্চিতভাবে যাচাই করা যায় এবং দুই সাক্ষী ইজাব ও কবুল স্পষ্টভাবে শুনতে পারেন, তাহলে টেলিফোন বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিকাহ সম্পাদন করা বৈধ।

দ্বিতীয়তঃ আপনার জানতে চাওয়া হলো, পাসপোর্ট এ আপনার নাম এবং বাবার নাম সঠিক ছিল না, কাজী ওই নাম দিয়েই বিয়ে পড়ায়, এখন এ বিয়ে কি বৈধ হবে? না হলে এখন করণীয় কি?

উত্তরঃ বিয়ে সঠিক হবে, কেননা বিয়ে বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য নাম সঠিক হওয়া শর্ত না; বরং বর ও কনেকে নির্দিষ্ট করা শর্ত। সুতরাং নাম বলতে ভুল হলে বা মিথ্যা নাম ব্যবহার করলে বিয়েতে কোনো সমস্যা হবে না। এমনটাই উল্লেখ করেছেন ইবনু উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ)। *(শারহুল মুমতি'- ১২/৪৯)*

সুতরাং যেহেতু আপনার স্ত্রী আপনার সঠিক নাম জানতো সাথে সাথে আপনি বর হিসেবেও নির্ধারিত ছিলেন তাই বিয়ে শুদ্ধ হয়েছে তাই এখন কিছুই করতে হবে না।

জিজ্ঞাসা (১৭): ***আমার বয়স ২৮ এবং আমাদের বিবাহের প্রায় ৬ বছর পূর্ণ হয়েছে। আমার স্ত্রী আমার প্রায় সমবয়সী এবং আমাদের ২ জন সন্তান রয়েছে। আমরা ২ জনই যথাসম্ভব দ্বীন মানার চেষ্টা করি আলহামদুলিল্লাহ। সমস্যা হলো– আমাদের বিয়ের মোটামুটি কয়েক মাস পর থেকে আমার স্ত্রী শারীরিকভাবে সাড়া দিতে একদম অনীহা প্রকাশ করা শুরু করে এবং ধীরে ধীরে প্রচণ্ড প্রকট হয়ে যায়। আমি শারীরিকভাবে, প্রতিদিনই তাকে আশা করি, কিন্তু সে খুব বেশি হলে মাসে এক থেকে দু'বার অনিচ্ছা নিয়ে সাড়া দেয়। এমতাবস্থায়, আমি মানসিকভাবে খুবই মনঃপীড়ায় আছি এবং না চাইতেও গুনাহে পড়ে যাচ্ছি। প্রত্যেকবার তাওবার পরও বের হতে পারছি না। গুনাহের কথা আমার স্ত্রীকে জানালেও সে তাতক্ষণিক মনখারাপ দেখায় কিন্তু আবার আগের মতো হয়ে যায়। এমনকি হাদীসে সাড়া না দেওয়া সংক্রান্ত হাদীস দেখালে, সে কষ্ট পায়, নিয়ত করে কিন্তু আদতে কোনো ফায়দা হয় না। আমার স্ত্রী এমনিতে খুব আমলদার এবং স্বামী হিসেবে আমার অন্যান্য সব হক্ব আদায় করে মাশা-আল্লাহ। কিন্তু এমন একটা বিষয়ে সে এতো উদাসীন যার কারণে আমার স্বাভাবিক জীবন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম জানিয়ে বাধিত করবেন ইন্ শা-আল্লাহ।*** *আবু মুসতাযাব, ঢাকা।*

জবাবঃ আল্লাহ আপনাদের দাম্পত্য জীবনকে বরকতময় করুন এবং এই সমস্যার উত্তম সমাধান দান করুন।

আপনার কথা অনুযায়ী, বিষয়টি কেবল ফিকহী মাসআলা নয়; বরং এতে শারঈ, মানসিক, শারীরিক এবং পারিবারিক সবগুলো দিক জড়িত। আল্লাহ তা'আলা আপনাদের হেফাজত করুন –আমীন।

স্বামীর শারীরিক চাহিদা পূরণ করা স্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বঃ রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "যখন স্বামী তার স্ত্রীকে শয্যার দিকে আহ্বান করে, আর স্ত্রী তা প্রত্যাখ্যান করে, ফলে স্বামী তার ওপর অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত কাটায়, তখন ফেরেশ্‌তারা সকাল পর্যন্ত তাকে লানত করতে থাকে"– *(বুখারী- ৩২৩৭)*। তবে উক্ত সমস্যা যদি অসুস্থতার কারণে হয় তাহলে স্ত্রী পাপী হবেন না।

ইবনু হাযম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

"স্বাধীন নারীর উপর তার স্বামীর জন্য এ অধিকার ফরজ যে, স্বামী যখনই সহবাসের জন্য আহ্বান করবে, তখন সে তা প্রত্যাখ্যান করবে না। তবে যদি আহ্বানপ্রাপ্ত নারী ঋতুবতী হয়, অথবা এমন অসুস্থ হয় যে সহবাসে তার কষ্ট ও ক্ষতি হবে, কিংবা ফরজ সিয়াম পালনরত থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু যদি সে কোনো শরয়ী ওজর ছাড়া প্রত্যাখ্যান করে, তবে সে অভিশপ্ত (লানতের উপযুক্ত) হবে।" *(আল-মুহাল্লা- ১০/৪০)*

আপনি বলেছেন: "না চাইতেও গুনাহে পড়ে যাচ্ছি।"

এটি অবশ্যই টেনশনের বিষয়। কিন্তু মনে রাখবেন, স্ত্রীর ত্রুটির কারণে নিজের গুনাহ বৈধ হয়ে যায় না। *(সূরা আল-আন'আম: ১৬৪)*

তাই পর্নোগ্রাফি, হস্তমৈথুন বা হারাম সম্পর্ক থেকে বেঁচে থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন। সওম, কুরআন তিলাওয়াত, দৃষ্টি সংযম বৃদ্ধি করুন।

আপনার করণীয়: স্ত্রীর সাথে খোলামেলা আলোচনা করুন ও তাকে আপনার অবস্থা বুঝানোর চেষ্টা করুন এবং একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখান। কেননা অনেক সময় হরমোনের সমস্যর কারণেও এমন হতে পারে। যদি দীর্ঘদিনেও কোনো সমাধান না হয় ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন, দাম্পত্য জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্যগুলোর একটি হলো উভয়ের যৌন চাহিদার বৈধ পরিতৃপ্তি। যদি একজন সঙ্গী দীর্ঘ মেয়াদে অন্যজনের এ অধিকার সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে এবং সংশোধনের বাস্তব প্রচেষ্টা না থাকে, তাহলে পারিবারিক সালিশ, অভিভাবকদের মাধ্যমে সমাধান, কিংবা প্রয়োজনে শরীয়তসম্মত অন্যান্য পথ যেমন- দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারেন।

তবে আপনাকে মহান আল্লাহর বাণী স্বরণ রাখতে হবে তথা তার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে খারাপ আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। *(সূরা আন্-নিসা: ১৯)*

আল্লাহ তা'আলা আপনাদের উভয়ের মাঝে ভালোবাসা, রহমত ও পরস্পরের হক্ব আদায়ের তাওফীক্ব দান করুন –আমীন।

জিজ্ঞাসা (১৮): ***আমার তিনটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল, দু'টি নষ্ট হয়ে গেছে, আর একটিও নষ্টের পথে, দুশ্চিন্তা আর টেনশনের মাঝে দিন কাটে, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে স্ত্রীকে বলেছিলাম তোমাকে আমি যে কোনো সময় তিনটি কথা বলে দিতে পারি এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক, পূর্বে আরো ১০-১৫ বছর আগে আমার মনে নাই। কিন্তু আমার স্ত্রী বলতেছে আমি নাকি বলছি তোরে তালাক দিয়ে দিছি চলে যা এবং আরো ৭-৮ বছর আগে আমার মনে নাই তাও নাকি আমি আমার শালাকে ফোন করে বলছি তোর বোনকে তালাক দিয়ে দিছি। আমরা এটার মাসায়েল জানতে চাই?***

মো. আরাফাত, কাজলা।

জবাব: প্রথমতঃ "১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে স্ত্রীকে বলেছিলেন তোমাকে যে কোনো সময় তিনটি কথা বলে দিতে পারি এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক।"

আপনার একথা অস্পষ্ট। যদি আপনি মনে করেন যে, যে ৩টা কথা যেকোনো সময় তোমাকে বলতে পারি তা হচ্ছে, এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক, তাহলে আপনার কথা অনুযায়ী তালাক হবে না। এটাকে তালাকের মাধ্যমে ধমক দেওয়া ধর্তব্য হবে। তবে যদি মনে করেন যে, যে ৩টা কথা যেকোনো সময় তোমাকে বলতে পারি তা বলে দিলাম, এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক তাহলে তালাক কার্যকর হবে তবে এক তালাক। *(মুসলিম- ৩৫৬৫)*

দ্বিতীয়তঃ ১০-১৫ বছর আগের ঘটনা। আপনার মনে নাই কিন্তু স্ত্রী বলতেছে আপনি বলেছিলেন তোরে তালাক দিয়ে দিছি চলে যা। এটার সমাধান হচ্ছে, আপনি যদি এ ঘটনা অস্বীকার করেন বাস্তবতা আলোকে এবং আপনার স্ত্রী কোনো প্রমাণ পেশ করতে না পারে তাহলে উক্ত তালাক কার্যকর হবে না। কারণ তালাকের ক্ষেত্রে স্বামীর কথাই ধর্তব্য তবে যদি স্ত্রী প্রমাণ পেশ করতে পারে তাহলে তার কথা গ্রহণ করা হবে। সাথে সাথে ফিকহের মূলনীতি হলো–

"নিশ্চিত বিষয় সন্দেহ দ্বারা দূর হয় না" যেহেতু বিয়ে নিশ্চিত ও এ তালাক অনিশ্চিত তাই এ তালাক কার্যকর হবে না। যতক্ষণ না আপনি স্বীকার করেন বা আপনার স্ত্রী প্রমাণ পেশ করে।

তৃতীয়তঃ আরো ৭-৮ বছর আগের ঘটনা যা আপনার মনে নাই। যে আপনি আপনার শালাকে ফোন করে বলেছিলেন, "তোর বোনকে তালাক দিয়ে দিছি।"

এটার হুকুমও দ্বিতীয় অবস্থার মত হবে।

সমাধান: আপনি ও আপনার স্ত্রী এক সাথে কোনো নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত আলেমের কাছে গিয়ে বিস্তারিত বলে ফাতাওয়া নিবেন ও সে অনুযায়ী আমল করবেন। এটাই সবচেয়ে নিরাপদ। আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে বিপদ মুক্ত করুন –আমীন।

জিজ্ঞাসা (১৯): ***জানাযার সালাত কীভাবে আদায় করা যায়? এটি কি উচ্চস্বরে পড়া যায়? দয়া করে বিশ্বাসযোগ্য রেফারেন্সসহ ব্যাখ্যা করলে উপকৃত হব ইন্ শা-আল্লাহ।***

মুহাম্মদ রেজাউল হক, লালমনিরহাট।

জবাব: **জানাযার নামাযের পদ্ধতি–** মুসলিম মাইয়্যেতের উপর জানাযার নামায পড়া ফরযে কিফায়াহ।

নামাযী সর্বপ্রথম প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে জানাযার সালাতের নিয়ত করবে। (প্রকাশ থাকে যে, প্রচলিত বাধা-গড়া নিয়ত পড়া বা নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা বিদআত।)

অতঃপর অন্যান্য নামাযের মতোই তার উভয় হাত কানের উপরিভাগ অথবা কাঁধ বরাবর তুলবে। আর এ সময় "আল্লা-হু আকবার" বলে তকবীর দেবে। অতঃপর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর স্থাপন করবে। *(তিরমিযী- ১০৭৭, হাসান)*

অতঃপর 'আউযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ' পড়ে সূরা আল-ফাতিহাহ্ পাঠ করবে। অতঃপর 'বিস্‌মিল্লা-হ' বলে একটি সূরা পাঠ করবে– *(বুখারী- ১৩৩৫; নাসায়ী- ১৯৮৭)*। সানা পাঠ করবে না। উভয় সূরা চুপে-চুপে পড়াই সুন্নাহ। তাই আবূ উমামাহ্ সাহল বলেন, জানাযার সালাতে সুন্নাহ হলো, প্রথম তকবীরের পর চুপে চুপে সূরা আল-ফাতিহাহ্ পাঠ করা। অতঃপর সূরা পাঠ শেষে দ্বিতীয় তকবীর দেবে। এই তকবীর এবং এর পরের তকবীরগুলোতে হাত তোলার প্রসঙ্গে নবী (ﷺ) হতে কিছু প্রমাণিত নেই। আর প্রথম তকবীর ছাড়া অন্যান্য তকবীরের সময় তিনি হাত তুলতেন না বলে যে হাদীস আছে, তা শুদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে ইবনু 'উমার, ইবনু 'আব্বাস ও আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) হতে বর্ণিত যে, তাঁরা সকল তকবীরে হাত তুলতেন– *(নাইলুল আউতার- ৪/৬২)*। তাই বাকি তাকবিরগুলোতে হাত তুলা যায়।

অতঃপর নামাযী বুকের উপর হাত রেখে নবী (ﷺ)-এর উপর দরূদ পাঠ করবে। *(নাসায়ী- ১৯৯০, সহীহ)*

অতঃপর তৃতীয় তকবীর দিয়ে মাইয়্যেতের জন্য বিশুদ্ধচিত্তে ও আন্তরিকতার সাথে দু'আ করবে। *(আবূ দাউদ- ৩১৯৯, হাসান; নাসায়ী- ১৯৯০, সহীহ)*

অতঃপর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে অন্যান্য সালাতে সালাম ফেরার মতো ডাইনে ও বামে উভয় দিকে সালাম ফিরবে। 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তিনটি কাজ

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) করতেন কিন্তু লোকেরা তা বর্জন করেছে; এর মধ্যে একটি হলো (অন্যান্য) সালাতের মতো জানাযার সালাতে সালাম ফেরা। *(বাইহাক্বী- ৬৯৮৯, সহীহ)*
অবশ্য এক দিকে (কেবল ডাইনে) সালাম ফেরাও যথেষ্ট। *(দারাকুতনী- ১৯১, হাসান)*
জানাযার সালাত উচ্চস্বরে না পড়াই উত্তম তবে বৈধ।

জিজ্ঞাসা (২০): ***আমি এসএসসি পরিক্ষা দিয়ে একটি সিকিউরিটি গার্ড-এর চাকরিতে জয়েন করি, এখন সেখানে আমাকে কোনো ওয়াক্তের সালাত পড়তে দেওয়া হয় না। প্রায় ২২ দিন হলো আমি এক ওয়াক্ত সালাত পড়তে পারিনি। এখন চাকরিটা সহজে ছাড়াও যায়না, হতাশায় আমি একবারে শেষ হয়ে যাচ্ছি। আমি এখন কি করব?***

ইমরান আহমেদ, সোনাতন পুঞ্জি, কানাইঘাট, সিলেট।

জবাব: কাজ বা চাকরী বা অন্য কারণে সালাত ছাড়া হারাম। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুসলিম ও কুফরীর মাঝে পার্থক্যকারী হিসেবে সালাতকে উল্লেখ করেছেন। *(তিরমিযী- ২৬২১, সহীহ)*
তাই আপনাকে সালাত আদায় করতেই হবে যেভাবেই হোক না কেন। যদি নিজের সাথে একটা জায়নামায বা কিছু রেখে অল্প সময়ে সংক্ষেপে সালাত আদায় করা যায় তা করতে হবে। নতুবা কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে সালাতের সুযোগ চাইতে হবে, এর জন্য যদি অতিরিক্ত ডিউটি করতে হয় তবুও করতে হবে। কথা বলেও যদি সমাধান না হয় তাহলে উক্ত চাকরি ছেড়ে দিতে হবে এবং মহান আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে ও দু'আ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আপনার সমস্যার সমাধান করুন –আমীন।

জিজ্ঞাসা (২১): ***পরিবারের সদস্যরা যদি ইসলাম বিরোধী হয় ও দ্বীন পালনে বাধা দেয় তাহলে করণীয় কি।***

সুয়াইফ আবিদ, সাভার, ঢাকা।

জবাব: আপনার জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মাঝে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে লক্ষ্য করে আয়াত নাযিল করেন,

﴿وَإِنْ جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ۚ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

"আর তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে শির্ক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মেনো না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে আর যে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অনুসরণ করো। তারপর তোমাদের ফিরে আসা আমারই কাছে, তখন তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবিহিত করব।" *(সূরা লুক্বমা-ন: ১৫)*
এরপরেও যদি ইসলাম পালন করতে বিশেষ করে ফরজ ইবাদত করতে বাধা দেয় তাহলে পরিবার থেকে হিজরত করা আবশ্যক হবে যদি হিজরতের সক্ষমতা থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,
"যারা নিজেদের উপর যুলুম করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?' তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম;' তারা বলে, 'আল্লাহর যমীন কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেখানে তোমরা হিজরত করতে?' এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত মন্দ আবাস!" *(সূরা আন্-নিসা: ৯৭)*
যদি সক্ষমতা না থাকে তাহলে যতটুকু সম্ভব মহান আল্লাহকে ভয় করে চলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,
"তবে যেসব অহসায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোনো পথও পায় না। আল্লাহ অচিরেই তাদের পাপ মোচন করবেন, কারণ আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।" *(সূরা আন্-নিসা: ৯৮-৯৯)*
আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, "সুতরাং তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো"– *(সূরা আত্-তাগা-বুন: ১৬)*। সাথে সাথে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর কথাও মনে রাখতে হবে– *(সূরা আল-মুমতাহিনাহ: ৪)*। আল্লাহ তা'আলা আপনার বিষয়টা সহজ করুন –আমীন।

জিজ্ঞাসা (২২): ***মহিলা শিক্ষকদের ক্লাস করতে বাধ্য হলে করণীয় কি?***

আব্দুল্লাহ, কুমিল্লা।

জবাব: "কোনো পুরুষের জন্য পর্দাহীন (হিজাববিহীন) নারীর কাছে পড়াশোনা করা বৈধ নয় এবং তার সাথে নির্জনে থাকা কোনো অবস্থাতেই জায়িয নয়। তবে যদি তার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে (শরয়ী শর্ত মেনে) এতে কোনো সমস্যা নেই। শর্ত হলো সে হিজাব মেনে চলবে এবং কোনো নির্জনতা হবে না। *(মাজমূউ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাতুশ- শাইখ ইবনু বায, ২৪/৪৪)*
তাহলে মহিলা শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে বাধ্য হলে নিম্নোক্ত শর্ত মেনে জ্ঞান নিতে হবে।
১. নির্জনতা না থাকা। তথা একজন নারী ও একজন পুরুষ একত্রে থাকা হারাম। **২.** কথাবার্তা বৈধ ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের বাইরে না যাওয়া। **৩.** ফিতনার আশঙ্কা না থাকা। অতএব যদি কথাবার্তার কারণে তার কামনা-বাসনা জেগে ওঠে বা সে এ কথোপকথনে আনন্দ অনুভব করতে শুরু করে, তবে তা তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। **৪.** নারীর কথাবার্তায় কোমলতা ও আকর্ষণ সৃষ্টিকারী ভঙ্গি না থাকা। **৫.** নারী পূর্ণ পর্দা ও শালীনতার মধ্যে থাকবে; অথবা

দরজার আড়াল থেকে কিংবা ফোনের মাধ্যমে কথা হবে। তবে একাকী হবে না। ৬. প্রয়োজনের পরিমাণের বেশি কথাবার্তা না হওয়া। ৭. তার দিকে দৃষ্টিপাত না করা।

সুতরাং এসব শর্ত পূরণ হলে এবং ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে নারী শিক্ষকের নিকট থেকে জ্ঞান নেওয়া যাবে।

জিজ্ঞাসা (২৩): ***জনাব আমার নাম কেউ একজন রেখেছিলেন মো. রব্বে আলম। আমার প্রশ্ন এই নাম কি ইসলামে দৃষ্টিতে কোনো সমস্যা? জানালো উপকৃত হবো।***

মো. রব্বে আলম
মতিঝিল সরকারি কলোনী, মতিঝিল, ঢাকা।

জবাব: ইসলামের দৃষ্টিতে এ নামে সমস্যা আছে। কেননা রব্বে আলাম-এর অর্থ হচ্ছে, জাহানের প্রতিপালক যা মহান আল্লাহর জন্য খাস। তাই উক্ত নাম পরিবর্তন করা আবশ্যক। কেননা এ নামে শিরকের মিশ্রণ আছে।

জিজ্ঞাসা (২৪): ***আমি এমন কিছু কথা মুখ দিয়ে বলি না গুনাহ হয়ে যাবে বলে, তবে সেই কথাগুলো আমি মানুষকে নানানভাবে বুঝানোর চেষ্টা করি অর্থাৎ- আমি চালাকি করি। চালাকি এজন্য বললাম আমার গুনাহও হলো না আর এই দিকে গুনাহর কথা আমি অন্যকে বিভিন্নভাবে বুঝানোর চেষ্টা করলাম আমার স্বার্থও হাসিল হয়ে গেলো, এখন আমার মনে হয় আমি এই চালাকি মহান আল্লাহর সাথে করছি। এক্ষণে মহান আল্লাহর সাথে চালাকি করলে ঈমান থাকবে কি? আর এভাবে কি মহান আল্লাহর সাথে চালাকি করা যাবে?*** *মো: তোফায়েল আহমেদ, সিলেট।*

জবাব: মহান আল্লাহর সাথে চালাকি করা মুনাফিক্বের বৈশিষ্ট্য। তারা মনে করত যে মহান আল্লাহকে ধোঁকা দিচ্ছে কিন্তু বাস্তবে নিজেকেই ধোঁকা দিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ এবং মু'মিনদেরকে তারা প্রতারিত করে। বস্তুতঃ তারা নিজেদেরকেই নিজেরা প্রতারিত করছে, অথচ তারা তা বুঝে না।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ৯)*

আরো বলেন, "নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করে; বস্তুতঃ তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেন।" *(সূরা আন্-নিসা: ১৪২)*

সুতরাং এ চালাকি করা হারাম যদিও তা কুফরী পর্যায়ে যাবে না তথা আপনি কাফের হয়ে যাবেন না। তবে তাওবাহ্ করে ফিরে আসুন পাপ বর্জন করুন।

জিজ্ঞাসা (২৫): ***ফজর-এর সালাতের সময় হয় ৪ : ২৬, আর আসর-এর সালাতের সময় হয় ৩ : ৫৬-তে, কিন্তু আমাদের মসজিদগুলোতে সালাত আরম্ভ হয় যথাক্রমে ৫ : ২০, আর ৫ : ০০টায়। এ ক্ষেত্রে আমি কি করবো? মসজিদে জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করবো? না কি ঘরে নিজে নিজে আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করবো?***

মো. আতিকুল হক
মনিপুরী পাড়া, ফার্মগেট, ঢাকা।

জবাব: সর্বোত্তম হবে, নিজে নিজে আওয়াল ওয়াক্তে বাড়িতে আদায় করে আবার জামা'আতে শামিল হওয়া।

আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেন: হে আবূ যার! যখন তোমার শাসকগণ সালাতকে মেরে ফেলবে বা বিলম্ব করে সালাত আদায় করবে তখন তুমি কি করবে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে কি নির্দেশ করেন? তিনি বললেন: তুমি নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করবে, অতঃপর তাদেরকে ঐ ওয়াক্তের সালাত আদায় করতে দেখলে তাদের সাথেও আদায় করে নিবে। সেটা তোমার জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে। *(মুসলিম- অধ্যায়: মাসাজিদ, অনু. নির্দিষ্ট সময়ের পরে সালাত আদায় করা অপছন্দনীয়; ইবনু মাজাহ্- অধ্যায়: সালাত ক্বায়িম, অনু. নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় না করে বিলম্ব করা প্রসঙ্গে, হা. ১২৫৬; আবূ দাঊদ- ৪৩১)*

আর যদি এটা সম্ভব না হয় তাহলে কোনটা উত্তম হবে একাকী সালাত আদায় করা না বিলম্ব করে জামা'আতে আদায় করা? এটা নিয়ে উলামাদের মাঝে মতানৈক্য আছে। কেউ বলেন, একাকী আওয়াল ওয়াক্তে আদায় করাই উত্তম আবার কিছু আলেম বলেন, বিলম্বে জামাতে আদায় করাই উত্তম। তবে অধিকাংশ আলেমদের মত হচ্ছে, বিলম্ব করে জামা'আতে আদায় করাই উত্তম। কেননা এর মাধ্যমে জামা'আতের সুনির্ধারিত নেকি অর্জন করা যাবে সাথে সাথে ইসলামের একটা প্রতিক তথা ঐক্যবদ্ধতার নিদর্শন প্রকাশ পাবে। তবে জামা'আতের জন্য অপেক্ষা কষ্টকর হলে একাকী পড়ে নিবে। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

জিজ্ঞাসা (২৬): ***রাজবাড়ী ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমি জানতে চাচ্ছি ইসলামে কি কারো ওপরে এই অধিকার আছে যে, একজন মানুষকে কবর থেকে উঠিয়ে তাকে পোড়ানো। দলিল ভিত্তিক এবং এর আনুষঙ্গিক মাসালা যেগুলো আছে এগুলো জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব।***

মো. ফায়সাল, ঢাকা।

জবাব: জেনে রাখা জরুরি যে শরীয়তের বিধানসমূহ মানুষের সম্মান রক্ষার জন্যই এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "আমি অবশ্যই আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি।" *(সূরা ইসরা: ৭০)*

আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য বিধান দিয়েছেন যে, কোনো মুসলিম মারা গেলে আমরা তাকে গোসল করাবো, পরিষ্কার করবো, এরপর সাদা কাপড়ে কাফন পরাবো, তার জানাযা পড়বো এবং তার জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দু'আ করবো। এরপর তাকে মাটিতে দাফন করা আমাদের উপর ওয়াজিব করেছেন, যাতে তাকে মাটির নিচে গোপন করা হয়।

এরপর কবর জিয়ারত করা এবং সেখানে থাকা মুসলিমদের জন্য দু'আ করা শরীয়তসম্মত।

ইসলামে মৃতকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা বৈধ নয়; বরং এটি তার অবমাননা এবং মর্যাদাহানির কারণ।

হাদীস এসেছে, "মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙা জীবিত অবস্থায় তার হাড় ভাঙার মতোই (গুনাহ ও মর্যাদাহানির দিক থেকে সমান)।" *(আবূ দাঊদ- ৩২০৭, সহীহ)*

তাহলে মৃত ব্যক্তির হাড় ভেঙে ফেলে জীবিত ব্যক্তির হাড় ভেঙে ফেলার মতোই অপরাধ অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তিকে আগুনে পুড়ানো জীবিত ব্যক্তিকে পুড়ানোর মতোই অপরাধ।

ইসলাম মৃত ব্যক্তির মর্যাদার কারণে কবরের ওপর পা দেওয়া, হাঁটা বা বসা নিষেধ করেছে তাহলে মৃতকে পুঁড়িয়ে ফেলা কীভাবে বৈধ হতে পারে!

এমনকি অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও ইসলামে তাদের দাফন করার বিধান রয়েছে। মুসলিমরা তাদের দেশে মারা যাওয়া কাফিরদেরও দাফন করে থাকে, তবে কাফিরদের মুসলিমদের সাথে একই কবরস্থানে দাফন করা হয় না।

অতএব, মৃতকে পুড়িয়ে ফেলা জায়িয নয়; বরং ওয়াজিব হলো তাকে দাফন করা। মহান আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।

জিজ্ঞাসা (২৭): ***আমার জানা মতে বাথরুমের ভিতর তো মহান আল্লাহর নাম স্মরণ করা যায় না। কিন্তু এখন প্রায়ই বাথরুমের ভিতর ওযূ-গোসল করতে হয়। এ সময় 'বিস্‌মিল্লা-হ' বলে ওযূ করা যাবে কি? আর ওযূ শেষ করে দু'আ-ই বা কখন পড়বো?*** *কবিরুল ফরাজী*
গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ।

জবাব: যদি ওযূর স্থান বাথরুমের ভেতরে হয় যে বাথরুম মূলত পেশাব-পায়খানার জন্য ব্যবহৃত হয়, শুধু গোসলখানা নয়, তাহলে এখানে দু'টি বিষয়ের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়: **১.** এ স্থানে মহান আল্লাহর যিকির করা মাকরূহ। **২.** ওযূর শুরুতে "বিসমিল্লাহ" বলা শরীয়তসম্মত। এ কারণে কিছু আলেম মত দিয়েছেন যে, সে মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে বিস্‌মিল্লা-হ বলবে।

মুহাম্মাদ ইবনু উসাইমীন আশ-শারহুল মুমতি' (১/১৩০)-তে বলেন: "যদি সে বাথরুমে থাকে, তাহলে ইমাম আহমাদ বলেছেন, কোনো ব্যক্তি হাঁচি দিলে সে মনে মনে আলহামদুলিল্লাহ বলবে। এই বর্ণনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, ওযূর সময়ও সে মনে মনে বিস্‌মিল্লা-হ বলবে।"

অন্য কিছু আলেম মনে করেন, এখানে ওযূর শুরুতে বিস্‌মিল্লা-হ বলার বিধানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তাই তিনি মুখে উচ্চারণ করে 'বিসমিল্লা-হ' বলবেন এবং এতে কোনো অসুবিধা নেই।

শাইখ 'আব্দুল 'আযীয ইবনু বায বলেন: "প্রয়োজনে বাথরুমের ভেতরে ওযূ করতে কোনো সমস্যা নেই। ওযূর শুরুতে 'বিস্‌মিল্লা-হ' বলবে। কারণ কিছু আলেমের মতে বিস্‌মিল্লা-হ বলা ওয়াজিব, আর অধিকাংশ আলেমের মতে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ। সুতরাং সে বিস্‌মিল্লা-হ বলবে এবং ওযূ সম্পন্ন করবে। প্রয়োজনের কারণে এখানে যিকিরের মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি দূর হয়ে যায়।" *(মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনু বায- ১০/২৮)*

এছাড়া আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ লিল-ইফতা-এর ফাতওয়ায় (৫/৯৪) বলা হয়েছে– "যে বাথরুমে পেশাব-পায়খানা করা হয়, সেখানে মুখে মহান আল্লাহর যিকির করা মাকরূহ; মহান আল্লাহর নামের সম্মানার্থে। তবে ওযূর শুরুতে 'বিস্‌মিল্লা-হ' বলা শরীয়তসম্মত, কারণ অনেক আলেমের মতে এটি ওয়াজিব।"

আর যদি ওযূর স্থান বাথরুমের বাইরে হয়, যদিও তা বাথরুমের সাথে লাগোয়া থাকে, তাহলে ওযূকারীর জন্য মুখে 'বিস্‌মিল্লা-হ' বলা সুন্নাহ এবং এতে কোনো মাকরূহ নেই। কারণ সে তখন বাথরুমের ভেতরে নয়। তবে ওযূর দু'আ বাইরে এসে পড়বে যেহেতু বাইরে এসে পড়ার সুযোগ আছে তাই মাকরূহ থেকে বিরত থাকবে।

জিজ্ঞাসা (২৮): ***গোসলের ক্ষেত্রে আগে ওযূ পুরোপুরি সম্পন্ন করতে হবে, নাকি পা ধোয়া বাদ রেখে গোসল শেষে পা ধুতে হবে? অর্থাৎ- ফরজ গোসলের পুরোপুরি নিয়ম জানা অতিব প্রয়োজন।*** *কবিরুল ফরাজী*
গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ।

জবাব: ফরজ গোসলের পদ্ধতি দুই প্রকার:

১. ন্যূনতম/যথেষ্ট (الغسل المجزئ)**:** এ গোসলে মানুষ শুধু ফরজ কাজগুলো সম্পন্ন করলেই যথেষ্ট হবে। সুন্নত ও মুস্তাহাব কাজগুলো না করলেও গোসল শুদ্ধ হবে।

২. পূর্ণাঙ্গ গোসল (الغسل الكامل)**:** এটি হলো সেই গোসল, যেভাবে নবী (ﷺ) গোসল করতেন। অর্থাৎ- তিনি যে সমস্ত সুন্নত ও আদবসহ গোসল করতেন, সেগুলো সব পালন করা।

প্রথম পদ্ধতি– ওয়াজিব পদ্ধতি: আর তা হচ্ছে সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা। অবশ্য কুলি করা ও নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়া এর অন্তর্গত। অতএব যে কোনো প্রকারে সমস্ত শরীরে পানি ঢালতে পারলে বড় নাপাকী দূর হয়ে যাবে এবং পবিত্রতা পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾

"তোমরা যদি অপবিত্র হও, তবে পবিত্রতা অর্জন করো।" *(সূরা আল-মায়িদাহ: ৬)*

দ্বিতীয় পদ্ধতি– পরিপূর্ণ পদ্ধতিঃ নবী (ﷺ) যেভাবে গোসল করেছেন ঠিক সেইভাবে গোসল করা। নাপাকী থেকে গোসল করতে চাইলে প্রথমে হাত দু'টি কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে, তারপর নাপাকী সংশ্লিষ্ট স্থান এবং লজ্জাস্থান ধৌত করে নিবে। এরপর পরিপূর্ণরূপে সঠিক পদ্ধতি অনুযায়ী ওযূ করে নিবে। তারপর মাথায় তিনবার পানি ঢেলে তা ভালোভাবে ভিজিয়ে নিবে। সবশেষে সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে ধুয়ে নিবে। এটাই গোসলের পরিপূর্ণ পদ্ধতি। *(ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম- প্রশ্ন নং- ১৬১)*

ওযূ করার সময় সে তার দুই পা ধুয়ে নিতে পারে, আবার চাইলে গোসল শেষ হওয়ার পর পা ধোয়ার জন্য বিলম্বও করতে পারে। কারণ এ উভয় পদ্ধতিই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

তবে উত্তম হলো– ওযূর সাথেই দুই পা ধুয়ে নেওয়া, যদি কোনো ওজর বা বিশেষ কারণ না থাকে। কেননা 'আয়িশাহ্ বিনতু আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র হাদীসে এ পদ্ধতির বর্ণনা এসেছে। *(বুখারী- ২৭৩, ২৬৫)*

জিজ্ঞাসা (২৯): ***আমার আব্বু অত্যন্ত দুর্বল। তার নাভির নিচের পশম কাটতে পারে না। আমি তার পশম কেটে দেই। এটা কি বৈধ?*** *মো. সাকিব হুসাইন*

জামদিয়া, বাঘারপাড়া, যশোর।

জবাবঃ স্বাভাবিক অবস্থায় এটা হারাম। কেননা হাদীস এসেছে, আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কোনো পুরুষ অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না এবং কোনো মহিলা অপর মহিলার লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না; কোনো পুরুষ অপর পুরুষের সাথে এক কাপড়ের নীচে (উলঙ্গ অবস্থায়) ঘুমাবে না এবং কোনো মহিলা অপর মহিলার সাথে একই কাপড়ের নীচে ঘুমাবে না। *(মুসলিম- ৬৫৫)*

তবে তিনি অসুস্থ বা বার্ধক্যজনিত কারণে দুর্বল হলে বিশেষ প্রয়োজনে লজ্জা স্থান দেখা বৈধ আছে যদিও উত্তম হবে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর বা স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর লজ্জা স্থান পরিস্কার করে দেওয়া। যদি এটা সম্ভব না হয় তাহলে আপনি যেমনটি উল্লেখ করেছেন তা বৈধ হবে তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দেখবেন না। *(ইসলাম ওয়েব- ফাতাওয়া নং- ১৮৮২০১)*

ইনসাফ গ্রন্থে বলা হয়েছে– "যে ব্যক্তি কোনো অসুস্থ পুরুষ বা অসুস্থ নারীর ওযূ করানো, ইস্তিঞ্জা করানো বা এ ধরনের অন্য কোনো সেবাযত্নের কাজে নিযুক্ত হয়, তার বিধান দৃষ্টি ও স্পর্শের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের বিধানের মতো। এ ব্যাপারে (ইমাম আহমদ) স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন। অনুরূপভাবে, যদি এমন কারো লজ্জাস্থানের আশপাশের চুল (আওরতের অংশের চুল) পরিষ্কার করতে হয়, যে নিজে তা পরিষ্কার করতে সক্ষম নয়, তাহলেও একই বিধান প্রযোজ্য।" *(আল ইনসাফ লিইবনেল বার- ৮/২২)*

জিজ্ঞাসা (৩০): ***আমার স্ত্রীর ক্লাসমেট (বয়স আনুমানিক ১৭-১৮ বছর), কোনো এক কারণে প্রায় ২ বছর আগে আত্মহত্যা করে মারা যায়। তার মৃত্যুতে তার মা মানসিকভাবে অনেক ভেঙে পড়েছেন। এখনো পুরো পরিবার– মামা, খালা, আত্মীয়স্বজন –তার শোকে কাতর। কিছুদিন আগে এক কাকতালীয়ভাবে আমার স্ত্রীর সাথে তার (মেয়েটির) মায়ের দেখা হয়। সেসময় আমার স্ত্রী তাকে চিনে ফেলে, কারণ অধ্যায়নকালে বহুবার তাদের দেখা ও কথা হয়েছে। সেই দেখা হওয়ার পর থেকে, উনি যেন আমার স্ত্রীর মধ্যে নিজের মৃত মেয়েকে খুঁজে পেয়েছেন। এখন উনার সাথে আমার স্ত্রীর ও আমার ফোনে নিয়মিত কথা হয়। তিনি আমার স্ত্রীকে পুরোপুরি নিজের মেয়ের মতোই ভাবেন। তার পুরো পরিবার একবার আমাদের বাসায় এসেছিলেন এবং আমাদেরও বারবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। আমরা সময়ের অভাবে যেতে পারিনি। তবে তার মা ও দাদি অনুরোধ করছেন যেন আমরা তাদের আন্টি-আঙ্কেল না বলে, আব্বু-আম্মু বলে ডাকি। কারণ তাদের দৃষ্টিতে, আমার স্ত্রী তাদের মেয়ের সমতুল্য এবং আমি তাদের জামাইয়ের সমতুল্য। তারা আমাকে "জামাই" বলেই ডেকে থাকেন এবং সেভাবেই ট্রিট করার চেষ্টা করেন। (উল্লেখ্য, তাদের মৃত মেয়েটি বিবাহিত ছিল।) মূল প্রশ্নঃ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আমরা কি তাদেরকে "আব্বু-আম্মু" বলে সম্বোধন করতে পারি? দয়াকরে জানাবেন।*** *ইউসুফ আলী শামীম*

মেলান্দহ, জামালপুর।

জবাবঃ আপনার মূল প্রশ্ন হচ্ছে, তাদের আব্বু আম্মু বলে ডাকতে পারবেন কি?

হ্যাঁ, তাদেরকে আব্বু আম্মু বলে ডাকা বৈধ আছে। নিজ পিতা-মাতাকে অস্বীকার করে অন্যকে পিতা-মাতা বানানো হারাম– *(বুখারী- ৬৭৬৭)*। তবে অন্যকে সম্মান করে আব্বু আম্মু ডাকা হারাম নয়– *(আবূ দাউদ- ৮; নাসাঈ- ৪০, সহীহ)*। এছাড়াও কুরআনে নিজ পিতা ব্যতীত অন্যের ক্ষেত্রে পিতা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে– *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৩৩; ইসলাম সাওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্রশ্ন নং- ১০০৩২৯)*।

তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– তাদের মহিলাদের সাথে আপনাকে ও পুরুষদের সাথে আপনার স্ত্রীকে পর্দা রক্ষা করতে হবে, তারা নিজ শ্বশুর শাশুড়ির মতো মাহরাম হবেন না। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

مَقَالَةُ الْغِلَافِ / প্রচ্ছদ রচনা:

মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর সমুদ্র অতিক্রম ও ফিরআউনের সলিলসমাধি: একটি বিশ্লেষণ

আবু ফাইয়ায জি. রহমান

মানবসভ্যতার ইতিহাসে কিছু ঘটনা যুগে যুগে মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস ও নৈতিক বোধকে আলোড়িত করেছে। নবী মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর নেতৃত্বে বনী ইসরাঈলের মিসর ত্যাগ এবং ফিরআউনের সলিলসমাধি তেমনই একটি ঘটনা। ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিম- তিন ধর্মীয় ঐতিহ্যেই এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। তবে মুসলিমদের কাছে এর প্রধান ও নির্ভরযোগ্য উৎস হলো পবিত্র কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহীহ সুন্নাহ। সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত হয়ে আসছে- মূসা (আলায়হিস সালাম) কি নীল নদ অতিক্রম করেছিলেন, নাকি লোহিত সাগর? ফিরআউনই বা কোথায় ডুবে মারা গিয়েছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আবেগ বা লোককথার পরিবর্তে আমাদের ফিরে যেতে হবে কুরআন, সহীহ হাদীস এবং প্রাচীন ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারের কাছে।

কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী, মূসা (আলায়হিস সালাম) যখন আল্লাহর নির্দেশে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেন, তখন ফিরআউন বিশাল বাহিনী নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করে। একপর্যায়ে সামনে বিশাল জলরাশি এবং পেছনে সশস্ত্র বাহিনী দেখে বনী ইসরাঈল আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা মনে করেছিল, এবার তাদের আর রক্ষা নেই। কিন্তু সেই সংকটময় মুহূর্তে মূসা (আলায়হিস সালাম) দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "কখনোই নয়, আমার সঙ্গে আমার প্রতিপালক আছেন; তিনি অবশ্যই আমাকে পথ দেখাবেন।"

এরপর আল্লাহর নির্দেশে মূসা (আলায়হিস সালাম) তাঁর লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করেন। কুরআনের ভাষায়, সমুদ্র বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং প্রতিটি অংশ বিশাল পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। সেই পথ দিয়ে বনী ইসরাঈল নিরাপদে পার হয়ে যায়। কিন্তু তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে ফিরআউন ও তার বাহিনী পানির নিচে তলিয়ে যায়।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয়। কুরআন ঘটনাস্থল হিসেবে সর্বত্র "আল-বাহর" শব্দ ব্যবহার করেছে, যার অর্থ সমুদ্র বা বৃহৎ জলরাশি। কোথাও "নাহর" বা নদী শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। আরবি ভাষার এই সূক্ষ্ম পার্থক্য গবেষকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমে বোঝা যায়, ঘটনাটি কোনো সাধারণ নদীতে নয়; বরং বৃহৎ জলরাশিতে সংঘটিত হয়েছিল। এই কারণেই নীল নদে ফিরআউনের সলিলসমাধির ধারণাটি ইসলামী মূল উৎসগুলো থেকে শক্ত সমর্থন পায় না। নীল নদ মিসরের প্রাণ হলেও কুরআন বা সহীহ হাদীসের কোথাও এটিকে ঘটনাস্থল হিসেবে উল্লেখ করেনি; বরং ইসলামী ঐতিহ্যের অধিকাংশ আলেম ও মুফাসসিরের মতে, ঘটনাটি লোহিত সাগর অঞ্চলের কোনো অংশে সংঘটিত হয়েছিল।

তবে এখানেও সতর্কতা প্রয়োজন। কুরআন কোথাও "লোহিত সাগর" নাম উল্লেখ করেনি। ফলে আধুনিক মানচিত্রে কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে শতভাগ নিশ্চিতভাবে "মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর সমুদ্র পার হওয়ার স্থান" বা "ফিরআউনের ডুবে মৃত্যুর স্থান" বলে দাবি করা বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় উভয় দিক থেকেই কঠিন। প্রাচীন ও আধুনিক গবেষকদের মধ্যে এ নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ সুয়েজ উপসাগরকে সম্ভাব্য স্থান হিসেবে দেখেছেন, কেউ আকাবা উপসাগরের কথা বলেছেন, আবার কেউ উত্তরাঞ্চলের জলাভূমি বা সমুদ্রসংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে সম্ভাব্য স্থান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু এসব মতের কোনোটিই চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত নয়।

অন্যদিকে কুরআনের আরেকটি আয়াত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফিরআউনের মৃত্যুর পর আল্লাহ ঘোষণা করেন, "আজ আমি তোমার দেহকে সংরক্ষণ করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হও।" এই আয়াতের তাৎপর্য গভীর। এটি শুধু একটি ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ নয়; বরং ক্ষমতার অহংকারের বিরুদ্ধে আল্লাহর চূড়ান্ত সতর্কবার্তা। যে শাসক নিজেকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী মনে করত, যে মানুষকে দাসত্বে আবদ্ধ করেছিল এবং নিজেকে মানুষের প্রভু বলে দাবি করেছিল, সে-ই শেষ পর্যন্ত অসহায়ভাবে পানির নিচে ডুবে যায়।

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগেও এই ঘটনার স্মৃতি জীবন্ত ছিল। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, মদিনায় আগমনের পর তিনি দেখলেন ইহুদিরা আশুরার দিনে সওম পালন করছে। কারণ জানতে চাইলে তারা জানায়, এ দিন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আলায়হিস সালাম) ও তাঁর অনুসারীদের রক্ষা করেছিলেন এবং ফিরআউনকে ডুবিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "মূসার ব্যাপারে আমরা তোমাদের চেয়ে অধিক হকদার।" এরপর তিনি আশুরার সওম রাখেন এবং সাহাবীদেরও উৎসাহিত করেন। আসলে মূসা (আলায়হিস সালাম) ও ফিরআউনের কাহিনির সবচেয়ে বড় শিক্ষা ভূগোল বা প্রত্নতত্ত্বে নয়; বরং নৈতিকতা ও বিশ্বাসে। কুরআন বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, সত্য কখনো কখনো দুর্বল মনে হতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয় তারই হয়। জুলুম ও অহংকার সাময়িকভাবে শক্তিশালী দেখালেও তার পরিণতি ধ্বংস। আর আল্লাহর ওপর আস্থা রাখলে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব পথও মুক্তির দুয়ার হয়ে উঠতে পারে।

তাই প্রশ্নটি শুধু এই নয় যে ফিরআউন কোথায় ডুবে মারা গিয়েছিল। আরো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো– আমরা কি ফিরআউনের পরিণতি থেকে শিক্ষা নিচ্ছি? আমরা কি মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর অবিচল ঈমান, ধৈর্য ও মহান আল্লাহর ওপর নির্ভরতার আদর্শকে নিজেদের জীবনে ধারণ করতে পারছি?

কুরআনের দৃষ্টিতে এ ঘটনাই ইতিহাসের মূল বার্তা। স্থান, সময় ও ভূগোল নিয়ে গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো সেই শিক্ষা, যা যুগে যুগে মানুষকে সত্য, ন্যায় এবং আল্লাহর প্রতি আস্থার পথে পরিচালিত করে।

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER ATAB MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)

বগুড়া অফিস: ফতেহ আলী মসজিদের ২য় তলা বগুড়া মোবা: ০১৭১২-১১৫১১৫

মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ▪ PRICE Tk. **25.00**

আসসালামু আলাইকুম

আহলান ওয়া সাহলান। ইন শা-আল্লাহ

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আপনার এই অনুদান
তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক কার্যক্রমকে করবে আরও বেগবান

জমঈয়ত কেন্দ্রীয় ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
ইসলামী ব্যাংক, নবাবপুর রোড শাখা।
bKash নগদ রকেট ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ (পার্সোনাল)

জমঈয়ত যাকাত ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ২০৫০১০২০২০০৬২০৮০৭
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, লোকাল অফিস, মতিঝিল শাখা।
bKash নগদ রকেট ০১৯৩৩৩৫৫৯০৪ (পার্সোনাল)

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ৪০০৯১১১০০০১২২১৪
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, বংশাল শাখা।
bKash নগদ ০১৯৩৩৩৫৫৯০২ (মার্চেন্ট)

আমাদের কর্মসূচি এবং প্রকল্পসমূহ

- দেশব্যাপী সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা
- ইয়াতীমখানা পরিচালনা
- দুঃস্থ মুসলিম পুনর্বাসন
- নওমুসলিম পুনর্বাসন
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসন
- সুপেয় পানির জন্য নলকূপ স্থাপন
- সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকা প্রকাশ
- আহলে হাদীস শিক্ষাবোর্ড পরিচালনা
- পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ
- অনলাইন-অফলাইন দাওয়াতী প্রোগ্রাম
- আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন
- আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠা
- দেশব্যাপী ইমাম ও দাঈ প্রশিক্ষণ
- গবেষণা ও ইসলামী বইপত্র প্রকাশ
- মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- কারিগরি কলেজ প্রকল্প
- ট্রেইনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা
- বিশ্বমানের জামি'আ আরাবিয়া প্রকল্প
- আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা
- শিশু ও বয়স্কদের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- ডায়াগনস্টিক ল্যাব, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রকল্প

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

৭৯/ক/৩, জমঈয়ত ভবন, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪
02 22 445 8551, 01933355901, jamiyat1946.bd@gmail.com www.jamiyat.org.bd

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত